পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1550, Saturday, 04 November 2023 FREE www.parichoy.com

টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে শেখ হাসিনার প্রশংসা এবং সমালোচনা দুটোই আছে

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- বিশ্বজুড়েই সংকটে গণতন্ত্র : আইডিইএর প্রতিবেদন-৫ম পাতায়
- সাকিবের ক্রমাগত অর্থনৈতিক ‘অপরাধ’ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নৈতিক মানদণ্ডকে দুর্বল করেছে?-৫ম পাতায়
- নেপালে ভূমিকম্পে নিহত ১২৮, আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা-৫ম পাতায়
- ইসরায়েলফিলিস্তিন সংঘাত: যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের শুনানি বাধাগ্রস্ত - ৬ষ্ঠ পাতায়
- মুসলিম আমেরিকানদের চাপে ‘কিছুটা’ নমনীয় বাইডেন-৭ম পাতায়
- মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফের বিতর্কিত মন্তব্য ট্রাম্পের-৭ম পাতায়
- ইহুদি সহপাঠীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার - ৭ম পাতায়
- বাইডেনের ‘ভুয়া উপদেষ্টা’: প্রশ্নের মুখে বিএনপি-৮ম পাতায়
- কে এই ‘বিতর্কিত’ লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী-৮ম পাতায়
- ‘যেদিন ট্রাম্প আর বাইডেন ডায়লগ করবে, সেদিন আমি করবো’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৯ম পাতায়
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ-৯ম পাতায়

ইসরায়েলিদের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে দিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আবার সংঘাতের রাজনীতি, অনিশ্চিত পথে বাংলাদেশ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

© Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন: ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam, President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আবার সংঘাতের রাজনীতি, অনিশ্চিত পথে বাংলাদেশ

মাসুদ কামাল : বেশ কয়েক বছর বিরতির পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ দেখা যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দল একে অন্যকে দোষারোপ করছে।

সরকারি দল আওয়ামী লীগ বলছে-বিএনপির চরিত্রটাই এমন, ২০১৩-২০১৪ সালে এরা সারা দেশে আগুন-সন্ত্রাস চালিয়েছে, মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। এখন আবার তারা সেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। বিপরীত দিকে বিএনপি বলছে, এসব কাজ আসলে আওয়ামী লীগই করাচ্ছে। নিজেরা করে বিএনপির উপর দায় চাপাচ্ছে। রাজনীতিতে বিএনপিকে কোণঠাসা করার জন্য সরকারি দল করাচ্ছে এসব। দুপক্ষের এমন পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মধ্যেই চলছে এখন দেশের রাজনীতি। এই যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জনগণ কার কথা কতটুকু বিশ্বাস করছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। বরং কে কত উচ্চ শব্দে নিজের দাবিটা প্রকাশ করতে পারছে-সেটাই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য এ কাজে এখন অনেকটাই এগিয়ে আছে সরকারি দল। সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল মন্ত্রী, নেতা, সবাই যখন যেখানে কথা বলছেন, শুরুই করছেন তারা বিএনপি-জামায়াতকে দোষারোপের মাধ্যমে। আর উল্টো দিকে, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর থেকে শুরু করে বেশির ভাগ নেতাই এখন জেলে। বাকি যারা বাইরে আছেন, তারাও প্রকাশ্যে নেই কেউই, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ফলে তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। এদের মধ্যে রিজভী আহমেদ দুই তিন দিন পর পর অজ্ঞাত স্থান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে হাজির হয়ে নতুন নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করছেন। কর্মসূচি বলতে হরতাল বা অবরোধের কর্মসূচি। এরই মধ্যে একদিন হরতাল এবং তিন দিনের অবরোধ পালিত হয়ে গেল। এখন সামনে রয়েছে আরও দুই দিনের অবরোধের ঘোষণা।

রাজনীতির এই যে ধ্বংসাত্মক ধারা, এই দফায় এর শুরুটা হয়েছে গত ২৮ অক্টোবর থেকে। সেদিন নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ ছিল। এ মহাসমাবেশের ঘোষণা এসেছিল ১৮ অক্টোবরের সমাবেশ থেকে। গত বেশ কিছুদিন ধরে এরকমই চলছিল। বিএনপি ঢাকাতে একটা করে বড় কর্মসূচি বা সমাবেশ করছিল, তাতে বিপুল জনসমাগম হচ্ছিল, তারপর সেখান থেকে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

'এই সন্ত্রাসী, জঙ্গি, এ অমানুষগুলো, এদের সঙ্গে কারা থাকে, আর তাদের সঙ্গে বসা? এই জানোয়ারদের সঙ্গে বসার কথা কারা বলে? আমার কথা হচ্ছে, জানোয়ারদেরও একটা ধর্ম আছে। ওদের সে ধর্মও নাই।-জাতীয় সংসদে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

'গণতান্ত্রিক নির্বাচনে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। আমি আশার করি, সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে সামনের দিকে এগোবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ খুঁজে নেবে।'-বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস।

বাংলাদেশে এখন বড়লোকদের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ চলছে -ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হামাস ইসরাইল যুদ্ধবিরতির আহ্বান না জানিয়ে বিশ্বনেতারা অপরাধে সহযোগী হচ্ছেন -জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার শুভেচ্ছা দূত হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে শেখ হাসিনার প্রশংসা এবং সমালোচনা দুটোই আছে

গণভবনের রিসিপশন রুমে বিলাসবহুল সিল্কের শাড়ি পরনে লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের শেখ হাসিনা।৭৬ বছর বয়সী, রূপালী কেশের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন এক রাজনৈতিক চরিত্র *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়েই সংকটে গণতন্ত্র- আইডিইএর প্রতিবেদন

জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে বলে মনে করছে সুইডেনের স্টকহোমের একটি আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাঙ্ক।

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশে গণতন্ত্রের দৃঢ়তা হ্রাস পাচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার এক বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্টেন্স' বা আইডিইএ। তারা বলছে, জরিপ করা ১৭৩টি দেশের মধ্যে ৮৫টিতে 'গণতান্ত্রিক পারফরম্যান্সের অন্তত একটি প্রধান সূচক গত পাঁচ বছরে পতনের সম্মুখীন হয়েছে'।

এর মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন থেকে শুরু করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমে যাওয়া ও সমাবেশ করার অধিকার খর্ব ইত্যাদি রয়েছে বলে জানিয়েছে আইডিইএ।

প্রতিবেদনে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো বিষয়গুলোর মধ্যে 'যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক গোষ্ঠী সমতা হ্রাস, অস্ট্রিয়ায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং যুক্তরাজ্যে ন্যায়বিচার পাওয়ায় সমস্যা' ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বললে- গণতন্ত্র এখনো সংকটে রয়েছে, সবচেয়ে ভালোভাবে বললে বলা যায়- স্থবির অবস্থায় আছে। অনেক জায়গায় এর মান কমে যাচ্ছে বলে জানান আইডিইএর মহাসচিব কেভিন কাসাস-জামোরা।

ইউরোপেও গণতন্ত্রেরও অবনতি ঘটছে : গণতন্ত্র ভালো অবস্থায় থাকা দেশের তালিকায় ইউরোপের অনেক দেশ থাকলেও অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের অবনতি হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সাকিবের ক্রমাগত অর্থনৈতিক 'অপরাধ' বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নৈতিক মানদণ্ডকে দুর্বল করেছে?

মেহেদী হাসান রাহাত : সাত ম্যাচের ছয়টিতেই পরাজয়। পয়েন্ট টেবিলেও অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। গত দুই দশকে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আর কোনো আসরে দলগতভাবে এতটা খারাপ পারফরম্যান্স দেখায়নি বাংলাদেশ। ক্ষীণ হয়ে এসেছে আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সুযোগও। এ দুর্দশা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য হলো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে নৈতিক মনোবলের অভাব তাদের পারফরম্যান্সে ফুটে উঠেছে। এজন্য অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের নৈতিক মানদণ্ড এবং দলের শৃঙ্খলা ও অনুশাসন না মানাকেই দায়ী করা হচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া ও অনুসন্ধানে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে টুর্নামেন্ট চলাকালে দলের সঙ্গ ত্যাগ করে শোরুম উদ্বোধনের জন্য দেশে আসা, অর্থ পাচারে অভিযুক্ত বেটিং সাইটের পণ্যদূত হওয়ার মতো বিতর্কে জড়িয়েছেন সাকিব আল হাসান। চলতি বছরেই তার দুবাইয়ে পুলিশ হত্যা মামলার আসামির শোরুম উদ্বোধন ব্যাপক *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নেপালে ভূমিকম্পে নিহত ১২৮ আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: নেপালে পশ্চিমাঞ্চলীয় জাজারকোটে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে কমপক্ষে ১২৮ জন হয়েছে। এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির কর্মকর্তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল শুক্রবারের (৩ নভেম্বর) ওই কম্পনে বাড়িঘর ধসে পড়েছে। ভারতের নয়াদিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যে পর্যন্ত ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

দেশটির ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে যে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৪। তবে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত: যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের শুনানি বাধাগ্রস্ত

পরিচয় ডেস্ক: অনেকের দুই হাতের তালুতে লাল রং মাখা। এই রং ইসরায়েলি হামলায় রক্তাক্ত গাজার প্রতীক। কারও হাতে লাল ও কালো রঙে লেখা 'গাজা মুক্ত করো', 'এখনই যুদ্ধবিরতি করো', 'ইসরায়েলকে আর অর্থায়ন নয়'। যাঁদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা সবাই যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারী। তাঁরা গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসের একটি শুনানিতে হাজির হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানান। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধে মার্কিন অর্থায়ন বন্ধের দাবি জানান তাঁরা।

গত ৩১ অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেসের সিনেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস কমিটির (ব্যয় অনুমোদন কমিটি) একটি শুনানি চলছিল। মার্কিন সামরিক সহায়তা নিয়ে এই শুনানি বিক্ষোভকারীদের কারণে বারবার বাধাগ্রস্ত হয়।

শুনানিতে ইসরায়েল, ইউক্রেন ও অন্যান্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত খাতে বরাদ্দের লক্ষ্যে মার্কিন সামরিক সহায়তা সমর্থনে কমিটির কাছে আবেদন জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন। ভিডিওতে দেখা যায়, শুনানি কক্ষে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী অবস্থান করছেন। তাঁরা লাল রং মাখা হাত উঁচিয়ে রেখেছেন।

বিক্ষোভকারীদের কেউ যুদ্ধবিরোধী প্ল্যাকার্ড বহন করছিলেন। একজনের গায়ে থাকা শার্টে লেখা ছিল, 'গণহত্যাকে সমর্থন করা বন্ধ করুন'।

বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ চিৎকার করে বলছিলেন, 'এখনই যুদ্ধবিরতি করুন', 'ফিলিস্তিনিরা জন্তু নয়', 'আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত'।

বিক্ষোভের কারণে ব্লিঙ্কেন বেশ কয়েকবার কথা বলা বন্ধ করতে বাধ্য হন। একপর্যায়ে শুনানি কক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের একে একে বের করে দেয় পুলিশ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কংগ্রেসের কাছে নিরাপত্তা খরচ বাবদ ১০৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন।

এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের জন্য ১৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার চেয়েছেন তিনি।এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদহার নিয়ে সতর্ক অবস্থানে ফেডারেল রিজার্ভ

পরিচয় ডেস্ক: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সুদহার বাড়াতে বাড়াতে ২২ বছরের সর্বোচ্চে তুলেছে ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড)। এতে সুফল মিললেও এখনো লক্ষ্যমাত্রার নিচে আনা যায়নি সুদহার। যদিও ফেড আশঙ্কা করছে, মুদ্রানীতি আরো কঠোর করলে তা মার্কিন অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ অবস্থায় সুদহার নিয়ে সতর্ক অবস্থান বজায় রাখতে চাইছে সংস্থাটি।

সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো এ বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির সদস্যরা সুদহার না বাড়ানোর বিষয়ে মত দিয়েছিলেন। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যে মুদ্রানীতি নেয়া হয়েছে সেটি কতটা কঠোর ও কার্যকর সে বিষয়টি নিশ্চিতের জন্যই সুদহার না বাড়ানোর মত দিয়েছিলেন তারা। ২০২২ সালের মার্চ থেকে যুক্তরাষ্ট্র টানা ১১ বার সুদহার বাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে ফেডারেল সুদহার ৫ দশমিক ২৫ থেকে ৫ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেন ফেডের প্রধান জে পাওয়েল। তিনি জানান, অর্থনীতির শক্তিমত্তা, শ্রমবাজারের স্থিতিশীল অবস্থা ও ভোক্তা ব্যয় বাড়ায় তৃতীয় প্রান্তিকে প্রত্যাশার তুলনায় প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আরো কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সেটিই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমরা মূল্যস্ফীতি ২ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছি।' পাওয়েল আরো বলেন, 'অতীতে ব্যাংক সুদহার বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তাই ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

গত সেপ্টেম্বরে ফেডের সর্বশেষ বৈঠকের পর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে শুরু করে কোম্পানিগুলোর ঋণ গ্রহণের ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে। পাওয়েল জানান, অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি স্থায়ী হবে কিনা তা এখনই নির্ধারণ করা যাবে না। এমনকি ফেডও স্বীকার করেছিল যে কঠোর অর্থনৈতিক অবস্থা আবারো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এটি কতটা স্থায়ী হবে সে বিষয়ও অজানা।

শেয়ারবাজারসংশ্লিষ্টদের ধারণা, হয়তো আগামী বছর থেকে ফেড সুদহার কমাবে। তবে পাওয়েল জানান, বর্তমানে নীতিনির্ধারকরা এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না। তিনি বলেন, 'কমিটি বর্তমানে সুদহার কমানোর মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না।'

সম্প্রতি দেয়া বক্তব্যে পাওয়েল জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আইন করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিকাশ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্য পর্যন্ত সবকিছু হুমকির মুখে পড়াই কংগ্রেসকে পাস কেটে এমন আইন করেলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) নির্বাহী আদেশে সই করার পর বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেন, এআইয়ের সম্ভাবনা ও হুমকি বাড়ছে। এটা আমাদের বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এসব প্রযুক্তি ভুল হাতে পড়লে সর্বনাশ হতে পারে। যেসব সফটওয়্যার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচালিত করতে ব্যবহৃত হয় তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে। নির্বাহী আদেশে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোম্পানি এআই সংশ্লিষ্ট কোনো অ্যাপ বাজারে ছাড়ার আগে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবশ্য জানাতে হবে। এআই অ্যাপ পরীক্ষা করার জন্য দেশটির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজিকে মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে একই দিন তথ্য সুরক্ষা আইন পাস করতে আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেন। কারণ এ ধরনের আইনের অভাবে এআই সমাজে বৈষম্য তৈরি করতে পারে। বাইডেনের এআই নির্বাহী আদেশকে ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। বাইডেনের আদেশ প্রযুক্তিকে সামরিকরণ করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেশটির গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমসের এক প্রতিবেদনে। গত বছরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানি ওপেন এআই চ্যাটজিপিটি বাজারে আনে। ভাষাভিত্তিক এ অ্যাপটির সাহায্যে কোনো বিষয়ে গোছানো তথ্য পাওয়া যায়। এটির মতো অনেক সার্চ ইঞ্জিন ইতোমধ্যে অনলাইনে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের হত্যা করতে চেয়েছিল ইরান জানালো এফবিআই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ও সাবেক বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ইরান। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের প্রধান ক্রিস্টোফার রে। মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের শুনানিতে এ কথা জানান রে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইরান এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার সিনেটের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি-বিষয়ক *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর প্রথম নারী প্রধান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন লিসা ফ্র্যানকেতি। তিনিই হবেন অ্যামেরিকার নৌ-বাহিনীর প্রথম নারী প্রধান। মার্কিন সেনেট লিসাকে নৌ-বাহিনীর প্রধান করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। তিনিই অ্যামেরিকার ইতিহাসে প্রথম নারী, যিনি জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ হিসাবে কাজ করবেন। তাকে চিফ অফ নেভাল স্টাফ করার জন্য সেনেটে ভোটাভুটি হয়। লিসার পক্ষে ৯৫টি ও বিপক্ষে একটি ভোট পড়ে।

পদোন্নতি থেমে ছিল : প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত জুলাই মাসে লিসাকে নৌ-বাহিনীর প্রধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার ও সেনাবাহিনীর আরো বেশ কয়েকজনের পদোন্নতির বিষয়টি আটকে গিয়েছিল।

রিপাবলিকান সেনেটর টমি টিউবারভিলের আপত্তির জন্যই এতদিন তা থেমে ছিল। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে সেনা সদস্যদের ট্রাভেল নীতি নিয়ে টমির আপত্তি ছিল।

গতবছর সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জানিয়ে দেয়, গর্ভপাত হলো সাংবাধানিক অধিকার। তাই সেনা-সদস্যরা কোনো রাজ্যের বাইরে গিয়ে গর্ভপাত করাতে পারবেন। পেন্টাগন তার খরচ দেবে।

অ্যামেরিকার অনেক রাজ্যেই গর্ভপাত করা নিয়ে কড়াকড়ি আছে। পেন্টাগনের মত ছিল, কোনো সেনা-সদস্যকে কোনো রাজ্যে কাজের জন্য থাকতে হতে পারে। কিন্তু অন্য রাজ্যে গিয়ে গর্ভপাত করানোর অধিকার তার আছে।

লিসার নৌ-বাহিনীতে ৩৮ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি প্রায় সব পর্যায়ে কম্যান্ডার ছিলেন। তিনিই দ্বিতীয় নারী যাকে ফোর স্টার অ্যাডমিরাল করা হয়েছিল। রয়টার্স, এপি

ইসরায়েলিদের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে দিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

পরিচয় ডেস্ক: হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ইসরায়েলে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। শুক্রবার (৩ নভেম্বর) ইসরায়েলে যান তিনি। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ছাড়াও ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। শুক্রবারের (০৩ নভেম্বর) এ সফরে ব্লিঙ্কেনকেড় গত ৭ অক্টোবর হামাসের চালানো একটি হামলার ভিডিও ও কয়েকটি ছবি দেখান ইসরায়েলিরা। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ওই ভিডিওর বর্ণনা দিতে গিয়ে কেঁদে দেন ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, 'আমি হামাসের হামলার আরও ভিডিও ও ছবি দেখেছি। মানুষ এ ধরনের কিছু নিতে পারবে না, সহ্য করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ আমি (ভিডিওতে) দেখেছি, একটি এলাকার একটি পরিবারকে, একজন বাবা ও তার দুই সন্তানড়যাদের বয়স ১০ ও ১১ হবে। ওই বাবা তার সন্তানদের বেডরুম থেকে নিয়ে বাড়ির পেছনের খুব ছোট একটি আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যান। হামাসের এক সদস্য ওই ছোট আশ্রয়কেন্দ্রের ভেতর গ্রেনেড ছোড়েন। তখন তাদের বাবা সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। বের হওয়ার পরই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর শিশু দুটি বের হয়ে আসে এবং তাদের বাড়ির ভেতর ঢোকে।

তিনি আরও বলেছেন, 'বাড়ির ভেতর থাকা ক্যামেরায় সবকিছু রেকর্ড হচ্ছিল। তারা (শিশুরা) কাঁদছিল, একজন আরেকজনকে বলছিল, বাবা কোথায়। আরেকজন তখন বলছিলড় তারা বাবাকে হত্যা করেছে, মা কোথায়। এরপর হামাসের সদস্যরা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে। তারা বাড়িতে ঢুকে ফ্রিজ খুলে খাবার খাওয়া শুরু করে।' অবশ্য ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় নিহত ও আহত ফিলিস্তিনি শিশুদের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, 'যখন ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ফিলিস্তিনি শিশু, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে টেনে তুলতে দেখি, তখন সেখানে আমি আমার নিজের সন্তানদের দেখতে পাই।' তবে ব্লিঙ্কেন দাবি করেছেন, হামাস গাজাবাসীদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করায় সেখানে বেসামরিক মানুষ এত হতাহতের শিকার হচ্ছেন।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফের বিতর্কিত মন্তব্য ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: পুনরায় নির্বাচিত হলে অধিকাংশ মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে আবারো ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাসভেগাসে একটি রিপাবলিকান ইহুদি সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় 'বিতর্কিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। রিপাবলিকান ইহুদি জোটের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানকারী শ্রোতাদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, আমরা কট্টর ইসলামপন্থি সন্ত্রাসীদের থেকে আমাদের দেশকে দূরে রাখব। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কথা মনে আছে? প্রথম দিনেই আমি সেই নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়ে আনব। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলাম, কারণ আমি চাইনি যে আমাদের দেশে এমন সব লোক আসুক, যারা সত্যিই আমাদের দেশে বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। ওই নিষেধাজ্ঞা আমার সরকারের একটি 'আশ্চর্যজনক সাফল্য' ছিল। ওই চার বছরে আমাদের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মুসলিম আমেরিকানদের চাপে 'কিছুটা' নমনীয় বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতা নিয়ে মুসলিম মার্কিনিদের চাপের মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ও আরব বংশোদ্ভূত মার্কিনিরা ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা বন্ধে বাইডেনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ দাবি করছেন। গত ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নেতারা প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে স্বল্প সময়ের একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানান। নেতারা গাজায় একটি যুদ্ধবিরতির দাবিও জানিয়েছেন।

সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলি হামলায় মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করেছে হামাস। এ সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বাইডেন। বৈঠকে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বাইডেন বলেছেন, কার্যত তিনি হামাস ও ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনের উদ্বেগ সম্পর্কেও তিনি বৈঠকে অবগত হন।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে এ সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে বিষয়টি মোকাবেলা করা নিয়ে সমালোচনার মুখে রয়েছেন জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে ইসরায়েলকে সামরিক সহযোগিতা দিয়েছে। বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মী না হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এই মুসলিম নেতাদের অনেকেই ২০২০ সালে বাইডেনের পক্ষে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোটের প্রচার চালিয়ে ছিলেন। তাদের অনেকেই সতর্ক করেছেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলার ঘটনা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের ভূমিকা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে।

গত সপ্তাহের শুরুর দিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ও ফিলিস্তিনি মার্কিনি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের শীর্ষ কর্মকর্তারাও মুসলিম মার্কিনিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার জেরে এসব পদক্ষেপ আসছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নেতাই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিরল ও দীর্ঘ এক বিবৃতিতে গাজায় পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া নিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। খবর সিএনএন ও দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের।

ইহুদি সহপাঠীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: অনলাইনে কয়েকটি পোস্টে ইহুদি সহপাঠীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্র পুলিশ। ওই ছাত্রের নাম প্যাট্রিক দাই (২১)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গ্রিকর‍্যাঙ্ক' নামের একটি ওয়েবসাইটে 'হামাস' নামের একটি একাউন্ট থেকে একজন বেশ কয়েকটি পোস্ট দেন। যেখানে ওই ব্যবহারকারী অভিজাত এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের গুলি করার হুমকি দেন। প্যাট্রিককে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ জানায়, সে 'ক্যাম্পাসে বন্দুক আনার, ইহুদি নারীদের ধর্ষণের এবং ইহুদি শিশুদের শিরচ্ছেদ করার হুমকি দিয়েছে'।খবর বিবিসির

বাইডেনের ‘ভুয়া উপদেষ্টা’: প্রশ্নের মুখে বিএনপি

পরিচয় ডেস্ক: মিয়া জাহেদুল ইসলাম আরেফী, ওরফে মিয়া আরেফী শনিবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিএনপির কার্যালয়ে নিজেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেন। পরে রবিবার সকালে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে আটক করে। সোমবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ কেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভুয়া উপেদষ্টার আবির্ভাব? বিষয়টি কি দেশের চলমান রাজনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. তানজিম উদ্দিন খান বলেন, “এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও প্রমান হলো,বিদেশিদের উপর আমাদের ভয়ানক নির্ভরতা। বিএনপি এই ঘটনার মাধ্যমে নিজেদের দেউলিয়াত্বের প্রমান দিয়েছে। তা না হলে বাইডেনের উপদেষ্টা কারা সেটা তারা জানবে না! একজনকে ধরে এনে বাইডেনের উপদেষ্টা বলে চালিয়ে দিলেই হলো? মানুষ সেটা বুঝবে না? আসলে বিএনপির নিজেদের রাজনীতির উপরই আস্থা নেই। বিদেশিদের উপরই তাদের যে নির্ভরতা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটাই আবার প্রমান হলো। এখন বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা হাসি-ঠাট্টা করবেন! তাদের তো এর কোনো জবাব থাকবে না।”

যেভাবে সামনে এলেন বাইডেনের ‘ভুয়া উপদেষ্টা’ মিয়া আরেফী

গত শনিবার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর বিএনপির নয়াপল্টনের কার্যালয় এলাকা অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। সন্ধ্যায় হঠাৎ করে লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সোরাওয়ার্দী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। ব্রিফিং রুমে গিয়ে তিনি একজনকে মার্কিন প্রেডিডেন্টের উপদেষ্টা বলে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর ‘মিয়ান আরেফী’ নামে ওই ব্যক্তি বক্তব্য শুরু করেন। তিনিও নিজেকে বাইডেনের উপদেষ্টা বলে পরিচয় দেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ‘‘র‍্যাবকে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিতে সহায়তা করেছি। এখন পুলিশ ও আনসার বাহিনীকেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার পরামর্শ দেবো। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকেও এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। মার্কিন সরকার বিএনপির সঙ্গে আছে’’ ১৮ মিনিট তিনি ইংরেজিতে এই বক্তব্য দেন। এ সময় তার পাশে লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সোরাওয়ার্দী ও ইশরাক হোসেনসহ বেশ কয়েকজনকে দেখা যায়।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর প্রথম মার্কিন দূতাবাস থেকে জানানো হয়, এই ব্যক্তিকে তারা চেনেন না। দূতাবাস থেকে জানানো হয়, কোনো ব্যক্তি মার্কিন দূতাবাস থেকে বিএনপি অফিসে যাননি। এমনকি জো বাইডেনের ‘উপদেষ্টা’ বলে যেই পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিও সঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইবেলি বলেন, ‘‘এ ধরনের খবর পুরোপুরি অসত্য। ওই ভদ্রলোক যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে কথা বলছেন না। তিনি একজন বেসরকারি ব্যক্তি’’ এর কিছুক্ষণ পর বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয়ে এক ব্যক্তির বক্তব্য রাখার বিষয়টি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নজরে এসেছে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘‘এ বিষয়ে বিএনপি একেবারেই অবগত নয়। ওই ব্যক্তির বিষয়ে দূতাবাস থেকে বিএনপি মহাসচিবকে আগে থেকে অবহিত করা হয়নি। এ কারণে বিএনপি তার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মির্জা ফখরুলের মুক্তির দাবি ৬৭ বিশিষ্টজনের

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুক্তি দাবি করে বিবৃতি দিয়েছেন দেশের ৬৭ বিশিষ্ট নাগরিক। আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, রাজনীতিতে সংঘাত পরিহার করে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা ফিরিয়ে আনতে মির্জা ফখরুলের মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীতে বিএনপির মহাসমাবেশ ছিল। ওই দিন পুলিশের সঙ্গে বিএনপির কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরদিন ২৯ অক্টোবর গোয়েন্দা পুলিশ মির্জা ফখরুলকে গ্রেপ্তার করে। বিবৃতিদাতারা বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি আজ উন্মুখ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নিজেও এ বিষয়ে তাঁর অঙ্গীকারের কথা বলেছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেটি করার দাবি জোরালো হচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ঠিক এই সময়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে।

বিবৃতিদাতারা বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত হয়, তার জন্য মির্জা ফখরুলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বজনবিদিত। রাজনীতিতে সংঘাত পরিহার করে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা ফিরিয়ে আনতে মির্জা ফখরুলের মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমরা মনে করি।’ বিবৃতিদাতারা বলেন, ‘আমরা আশা করি অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিয়ে সরকার একটি শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করবেন।’ বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আছেন বদরুদ্দীন উমর, সালেহউদ্দীন আহমেদ, আনু মুহাম্মদ, আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, মাহবুব উল্লাহ, আহমেদ কামাল, সাইদুর রহমান, এ টি এম নুরুল আমিন, সদরুল আমীন, আকমল হোসেন, আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, তাজমেরি ইসলাম, নাসের বখতিয়ার, সিরাজুল ইসলাম, সি আর আবরার, এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রমুখ।

সারওয়ার্দীর সম্পদের খোঁজে দুদক

কে এই ‘বিতর্কিত’ লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ‘উপদেষ্টা’ পরিচয় দিয়ে বিএনপি কার্যালয়ে মিঞা জাহিদুল ইসলাম আরেফী নামের এক মার্কিন নাগরিকের সংবাদ সম্মেলন করার ঘটনায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে আটক করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) রাজধানী থেকে তাকে আটক করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা মিয়ান আরাফিকে বিএনপির কার্যালয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা।

এর আগে এদিন বিকেলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাকে ছাড়া হবে না। হচ্ছেও না। তার খোঁজ করা হচ্ছে। তাকে ধরা হবে। জিজ্ঞেস করা হবে কেন প্রতারণা করলো। আমি নির্দেশ দিয়েছি। উনি সাজায় গোছায়ে নিয়ে আসছে। তাকে ধরা হবে। ব্যবস্থা নেব। বলে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানায়। চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী বীর বিক্রম, এসবিপি, এনডিসি, পিএসসি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজের সাবেক কমান্ড্যান্ট ছিলেন। তিনি পূর্বে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্ট্রাইন কমান্ড (এআরটিডিওসি) এর জিওসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একটি পদাতিক ইউনিট, রাইফেলস ব্যাটালিয়ন ও পদাতিক ব্রিগেড কমান্ড করেন। দায়িত্ব পালন করেছেন পদাতিক ডিভিশনসহ সেনাসদরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলসের পরিচালক অপারেশন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিচালক সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন্স ট্রেনিং এবং ননকমিশন অফিসার্স একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি।

২০১৯ সালে চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে সেনানিবাসে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করা হয়। তার বিভিন্ন আচরণ সেনাবাহিনীর জন্য ‘বিব্রতকর’ বলেও পরের বছর এক বিজ্ঞপ্তি দেয় আইএসপিআর।

উল্লেখ্য, তিনি লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর এনডিসির কমান্ড্যান্ট থাকাবস্থায় একাধিক নারীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি এনডিসিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের সঙ্গে বিদেশে ভ্রমণকালেও অনেক মেয়েকে নিয়ে চলাফেরা করেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তার এই অশোভনীয় আচরণ এবং মেলামেশার ছবি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

রোববার ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম থেকে প্রথম ট্রেন যাবে কক্সবাজার

পরিচয় ডেস্ক: নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও কোনো ত্রুটি আছে কি না যাচাই করতে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি কক্সবাজার যাচ্ছে একটি ট্রেন। রোববার (৫ নভেম্বর) সকাল ৮টায় আটটি বগি ও একটি ইঞ্জিন নিয়ে ট্রেনটি চট্টগ্রাম স্টেশন ছেড়ে যাবে। এতে থাকবেন রেলের পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, রোববার ট্রেনটি সকাল ৯টায় দোহাজারী স্টেশনে পৌঁছবে। এরপর সেখান থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা দেবে। ট্রেনটি ওইদিন বিকেল ৫টায় কক্সবাজার পৌঁছার কথা রয়েছে। রেলের পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কক্সবাজারে অবস্থান করবেন। ৬ নভেম্বর ওই টিম কক্সবাজার রেলস্টেশন ইয়ার্ড পরিদর্শন করবে। ৭ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-বাইডেন সংলাপ প্রসঙ্গে মন্তব্যহীন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার

‘যেদিন ট্রাম্প আর বাইডেন ডায়লগ করবে, সেদিন আমি করবো’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংশয় আর অনিশ্চয়তা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, “একটা কথাই বলতে পারি, নির্বাচন হবে এবং সময়মতোই হবে।” ব্রাসেলসে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা জানাতে ৩১ অক্টোবর,মঙ্গলবার নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। লিখিত বক্তব্য পাঠ করার পর দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।

বিরোধী দলের সাথে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের দেয়া বক্তব্য প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, “পার্লামেন্টারি সিস্টেমে বিরোধী দলের একটি সংজ্ঞা আছে। বিরোধী দল হচ্ছে সেই দল, যে দলের পার্লামেন্টে সিট আছে এবং যাদের এমপি, নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে এবং সংসদ সদস্য আছে।

তিনি আরো বলেন, ‘‘পুলিশ হত্যা এবং সাংবাদিকদের উপর যে হামলা হলো তখন কেন তিনি (পিটার হাস) বিচারের দাবি করেননি? যেভাবে পুলিশকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেই খুনিদের সাথে আবার কিসের বৈঠক? খুনিদের সাথে আবার কিসের আলোচনা? যারা এইভাবে মানুষ হত্যা করতে পারে, উন্নয়নকে যারা বাধা দেয়, তাদের সাথে কিসের ডায়লগ? সে (পিটার হাস) বসে ডিনার খাক, সে বসে ডায়লগ করুক। এটা আমাদের দেশ, আমরা স্বাধীনতা এনেছি রক্ত দিয়ে। কাজেই আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ, এটা তার মাথায় রাখা উচিত ছিল। ঐ খুনিদের সাথে ডায়লগ এটা আমাদের দেশের মানুষও চাইবে না।

সংলাপের আহ্বান নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন “কার সঙ্গে ডায়লগ করতে হবে? ট্রাম্প সাহেব আর বাইডেন কি ডায়লগ করতেছে? যেদিন ট্রাম্প সাহেব আর বাইডেন ডায়লগ করবে, সেদিন আমি করবো।”

২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশে সাংবাদিকদের উপর হামলা এবং অনেক সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনায় রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স নীরব কেন- এই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘‘তাদেরকে আপনারা (সাংবাদিকেরা) জিজ্ঞাসা করেন, তারা এখন কেন চুপ? মানবাধিকার সংস্থাগুলো কই গেল এবং তাদের মানবিকবোধগুলা গেল কোথায়? তারা কোনো কথা বলছে না কেন? কোনো বিবৃতি দিচ্ছে না, রহস্যটা কী?

নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘নির্বাচন হবে এবং সময়মতোই হবে। কে *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-বাইডেন সংলাপ প্রসঙ্গে মন্তব্যহীন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সংলাপের প্রসঙ্গ তুললে কোনো মন্তব্য করেননি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।তিনি শুধু বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ।

একইসাথে বাংলাদেশে সহিংসতার ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্র খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) ওয়াশিংটনে এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক ম্যাথিউ মিলারের কাছে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জানতে চান। তিনি বলেন, ‘আমেরিকা ও ইউরোপীয়রা বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের দাবি করেছে এবং বর্তমান শাসক হাসিনা শেখ ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছেন। আমেরিকা কি জানে, ভারতীয় প্রভাবের কারণে আওয়ামী লীগ ও হাসিনার প্রতি ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে? এমন অবস্থায় বাংলাদেশী জনগণের ভোটাধিকার থাকা এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়া পুরোপুরি অসম্ভব।’

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ‘হাসিনা শেখ গতকাল রাতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সেখানে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তার বিষয়ে কিছু উত্তেজক এবং অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাটের গাড়িতে হামলার পরও তিনি একই কাজ করেছিলেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনে বসে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন।’ জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমার মনে হয়, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। আমি শুধু বলে রাখি যে আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি, আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রত্যাশা করি, তারা কূটনীতিকদের যথাযথ নিরাপত্তার জন্য ভিয়েনা কনভেনশনের অধীনে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। শুক্রবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আমি ১ নভেম্বর যৌথভাবে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছি। আমি আশা করি এই প্রকল্পগুলো উভয় দেশ এবং উপ-অঞ্চলের জনগণকে উপকৃত করবে।

প্রকল্প তিনটি হল- ১২ দশমিক ২৪ কিলোমিটার আখাউড়া-আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ, খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন এবং মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

দুষ্কৃতকারীর লাফালাফি নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না

- জেলহত্যা দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত করতে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং মানুষের ভোটের অধিকার যা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত, সেই অধিকার যাতে নিশ্চিত থাকে, মানুষ যেন তার ভোট শান্তিপূর্ণভাবে দিতে পারে, সেই পরিবেশ রাখতে হবে।

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণসভায় সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রের পেছনে অনেকের হাত রয়েছে এবং তারা অনেক উপায়ে চেষ্টা করবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত করছে। ওদের চক্রান্ত হলো নির্বাচন বানচাল করা। আর এই নির্বাচন বানচাল করার পেছনে অনেকেরই হাত রয়েছে। কিন্তু আমাদের শক্তি জনগণ। বাংলাদেশের মানুষ। আমরা ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করেছি। জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতার আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। দুষ্কৃতকারী কয়েকজনের লাফালাফি এ দেশের নির্বাচন কখনও বানচাল করতে পারবে না।’

দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের চলমান অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, তারা দেশের অর্জন ও মর্যাদাকে ধ্বংস করতে চায়। এজন্য যে যেখানে আছে, সবাইকে যার যার এলাকা, সবাইকে এমনভাবে সংগঠিত হতে হবে যেন ওই অবরোধ আর অগ্নিসন্ত্রাস করে আর একটাও পার না পায়। যদি কোনোটা আগুন দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে ওই আগুনেই ফেলতে হবে। আর হাত পোড়াতে হবে। যে হাত দিয়ে আগুন দেবে, ওই হাত পোড়াতে হবে। তাহলে তারা সিধা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

দ্বিগুণ প্রণোদনায় বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের পালে সুবাতাস

পরিচয় ডেস্ক: চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে গতি নিম্নমুখী থাকলেও দ্বিগুণ প্রণোদনার ঘোষণায় আবার সচল হতে শুরু করেছে দেশের রেমিট্যান্সের চাকা। সদ্য বিদায়ী অক্টোবর মাসে বিগত ৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯৭ কোটি ৭৫ লাখ ডলার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এ হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৬ কোটি ৩৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর মাসে ১৯৭ কোটি ৭৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। যা চলতি অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেপ্টেম্বর ও আগস্টে যথাক্রমে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৩৪ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার ও ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর জুলাই মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার।

এর আগে ২২ অক্টোবর থেকে বৈধ চ্যানেলে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় দেশে পাঠালে প্রতি ১০০ টাকায় প্রণোদনার সঙ্গে প্রবাসীদের বাড়তি আরও আড়াই শতাংশ অর্থ বেশি অর্থ প্রদানের নির্দেশনা কার্যকর করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারের দেয়া আড়াই শতাংশ প্রণোদনার পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও আড়াই শতাংশ অর্থ বেশি দিয়ে রেমিট্যান্স কিনতে পারবে ব্যাংকগুলো।

এদিকে সদ্যবিদায়ী অক্টোবর মাসে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৫ কোটি ৪৪ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। আর বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৫ কোটি ৮২ লাখ মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৭৫ কোটি ৮৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার ও বিদেশি

খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬০ লাখ ৩০ হাজার ডলার।

এ ছাড়া অক্টোবরের ২৮ থেকে ৩১ তারিখের মধ্যে দেশে এসেছে ৩২ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। ২১ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে দেশে এসেছে ৩৯ কোটি ৯২ লাখ ১০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। অক্টোবরের ১৪ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৬ কোটি ৮৮ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। ৭ থেকে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৫ কোটি ৬০ লাখ ৯০ হাজার ডলার। আর ১ থেকে ৬ অক্টোবর দেশে এসেছিল ৩২ কোটি ৫১ লাখ ৪০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানায়, সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা দেশে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় রেমিট্যান্স এসেছে ৬৬ কোটি ৪৩ লাখ ডলার। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে চট্টগ্রাম বিভাগে। চট্টগ্রামে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৩৬ কেটি ৩ লাখ ডলার। সিলেট বিভাগে ১৪ কোটি ৯৪ লাখ ডলার, খুলনা বিভাগে ৫ কোটি ৩৭ লাখ ডলার, রাজশাহী বিভাগে ৪ কোটি ২৯ লাখ ডলার, বরিশাল বিভাগে ৩ কোটি ২৯ লাখ ডলার, ময়মনসিংহ বিভাগে ২ কোটি ৩০ লাখ ডলার ও রংপুর বিভাগে ১ কোটি ৭২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে আসা ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্সের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১১ কোটি ৮৬ লাখ ৬০ হাজার ডলার। বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ কোটি ৫১ লাখ ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১১৮ কোটি ৪৮ লাখ ৪০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫০ লাখ ৬০ হাজার ডলার। আর গত অর্থবছরের জুলাইতে ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ২০ হাজার, আগস্টে ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ৩০ হাজার, সেপ্টেম্বরে ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ, অক্টোবরে ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ ৪০ হাজার, নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৫১ লাখ ৭০ হাজার, ডিসেম্বরে ১৬৯ কোটি ৯৭ লাখ, জানুয়ারিতে ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার, ফেব্রুয়ারিতে ১৫৬ কোটি ৪ লাখ ৮০ হাজার, মার্চে ২০২ কোটি ২৪ লাখ ৭০ হাজার, এপ্রিলে ১৬৮ কোটি ৪৯ লাখ ১০ হাজার, মে মাসে ১৬৯ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ও জুন মাসে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ১০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোয় এখনো বড় বাধা হুন্ডি

পরিচয় ডেস্ক: বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে আসছে সরকার। তবু কমেনি হুন্ডিতে টাকা পাঠানোর প্রবণতা। গত কয়েক মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহে ভাটা পড়ায় ব্যাংকগুলো আরও আড়াই শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে বৈধ পথে কেউ রেমিট্যান্স পাঠালে এখন এক ডলারের বিপরীতে ১১৬ টাকার বেশি পাচ্ছেন। হুন্ডিতেও প্রায় সমপরিমাণ টাকা মেলে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, হুন্ডি বন্ধ না করতে পারলে এ প্রণোদনাও এক সময় কাজে আসবে না।

দেশে ডলারের বিপরীতে টাকার দরের বেশি পার্থক্য থাকলে প্রবাসীদের অবৈধ পথেই ডলার পাঠানোর প্রবণতা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ডলার সংকটের মধ্যে চাপ বাড়াচ্ছে বিদেশি ঋণ ও সুদ পরিশোধ। এক বছরের ব্যবধানে শুধু সুদ পরিশোধই বেড়েছে তিনগুণ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে ঋণ পাচ্ছে না বাংলাদেশ। ফলে প্রভাব পড়ছে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভে। ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধির এ ধারা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। পর্যাপ্ত ঋণের অভাব দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা তৈরি করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

রবিবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদেশি ঋণের অর্থছাড় যেমন কমেছে, তেমনি বাংলাদেশে বিদেশি ঋণ ও সুদের চাপ বেড়েছে অনেক।

দেশে গত সেপ্টেম্বরের শেষে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় হয়েছে মাত্র ১২৮ কোটি ১৭ লাখ ডলার। বিপরীতে ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে হয়েছে ৮৭ কোটি ডলার বা ৯ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সুদই ছিল ৩৭ কোটি ৮৪ লাখ ডলার, অথচ গত বছরের একই সময়ে সুদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

ইআরডি হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় হয়েছে ১২৮ কোটি ১৭ লাখ ২০ হাজার ডলার। অথচ গত বছরের একই সময়ে দেশে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় হয়েছিল ১৩৪ কোটি ৯২ লাখ ৫০ হাজার। অর্থাৎ, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে অর্থছাড় কমেছে ৫ শতাংশ।

ঋণ ও সুদ পরিশোধের তথ্যে দেখা যায়, সেপ্টেম্বর শেষে বাংলাদেশ সুদসহ আসল পরিশোধ করেছে ৮৭ কোটি ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় যা ৯ হাজার ৫৩৪ কোটি ২০ হাজার টাকা। অথচ গত বছরের একই সময়ে পরিশোধ করতে হয়েছিল ৫২ কোটি ৫৬ লাখ ১০ হাজার ডলার। এ ঋণ পরিশোধের চাপ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। শুধু ঋণের সুদের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

প্রথম দিন টানেল পাড়ি দিয়েছে ৩০৮৯ গাড়ি, টোল আদায় ৬ লাখ টাকা

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল খুলে দেয়ার পর প্রথ মদিনে ১৪ ঘণ্টায় তিন হাজারের বেশি যানবাহন চলাচল করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার এই টানেল উদ্বোধনের পরদিন রোববার (২৯ অক্টোবর) সকাল ৬টায় তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু টানেলের টোল ম্যানেজার মো. বেলায়েত হোসেন রাতে বলেন, "রাত ৮টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল করেছে মোট ৩ হাজার ৮৯টি। আর টোল আদায় হয়েছে ৬ লাখ ৬৮ হাজার ৯০০ টাকা।" সে হিসেবে প্রথম দিন ঘণ্টায় টানেল দিয়ে চলেছে গড়ে ২২০টি গাড়ি।

মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, "সকালের দিকে গাড়ির সংখ্যা একটু *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ ৪০ হাজার ২১৬ টাকা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ ৩৬৪ দশমিক ৮৫ মার্কিন ডলার (৪০ হাজার ২১৬ টাকা, এক ডলার ১১০.২৩ টাকা ধরে) বলে জানিয়েছেন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

VENUE
A J FARLAZZO AUDITORIUM
15941 DONALD CURTIS DRIVE, WOODBRIDGE, VA
DATE
10 NOV 2023
FRIDAY
TIME: 7PM (SHARP), GATE OPEN : 6PM
INFUSION
SPECIAL PERFORMANCE
CHANDAN CHOWDHURY
SINGER
SHAMSUN NAHAR NIMMI
ANCHORING
Nancy
Live in
DMV
GRAND SPONSOR
NICK ROWAN, REALTOR
PLEASE CONTACT FOR SPONSORSHIP & TICKETS:
BABLU:929-393-4228 | KONA:703-975-2158 | BABU:+1(240)303-3074
TICKETS: CIP > $200 VIP > $100 BLUE > $50 GREEN >$30
SPONSOR:
GLOBAL BUSINESS COMMUNICATIONS NETWORK INC.
ORGANIZED BY:
BANGLADESHI AMERICAN FOUNDATION USA INC. (BAFUSA)

যুক্তরাষ্ট্র এ মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি চায় না - পেন্টাগন

ব্যর্থ ব্লিঙ্কেন, ‘অস্থায়ী’ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়নি ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে ‘অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান’ নিয়ে শুক্রবার ইসরায়েলে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তবে গাজায় হামলা বন্ধের যে উদ্দেশ্যে ব্লিঙ্কেন এসেছেন; সেটি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ইসরায়েল জানিয়ে দিয়েছে তারা গাজায় এখন কোনো অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে রাজি হবে না।

গত ৩রা নভেম্বর শুক্রবার তেল আবিবে পৌঁছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেন। বৈঠক শেষে নেতানিয়াহু একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। এতে তিনি জানান, হামাস যতক্ষণ পর্যন্ত সব জিম্মিকে ছেড়ে না দেবে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে ইসরায়েল কোনো যুদ্ধবিরতি করবে না। এছাড়া গাজায় তারা কোনো জ্বালানি প্রবেশ করতে দেবেন না বলেও জানিয়েছেন নেতানিয়াহু।

তিনি বলেছেন, ‘যেটিতে আমাদের সব জিম্মিকে ছাড়ানোর শর্ত নেই সেই যুদ্ধবিরতির বিরোধীতা করে ইসরায়েল। গাজায় ইসরায়েল কোনো জ্বালানি প্রবেশ করতে দিচ্ছে না এবং সেখানে যে কোনো ধরনের ফান্ডের বিরোধীতা করি আমরা।’ গত ৭ অক্টোবর অবৈধ বসতিগুলোতে হামলা চালিয়ে প্রায় ২৫০ ইসরায়েলিকে ধরে নিয়ে আসে হামাস। এছাড়া তারা ওইদিন ১ হাজার ৪০০ ইসরায়েলিকে হত্যা করে। যার মধ্যে প্রায় ৩০০ জন হলো সেনা।

৭ অক্টোবরের হামলার প্রতিশোধ নিতে হামাসকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দেয় ইসরায়েল। এর অংশ হিসেবে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এছাড়া গত ২৮ অক্টোবর থেকে স্থল হামলাও শুরু করে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। স্থল হামলা শুরুর পর হামাসের অতর্কিত হামলার মুখে পড়ে এখন পর্যন্ত ২৫ ইসরায়েলি সেনা প্রাণ হারিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র এ মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি চায় না - পেন্টাগন

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বৃহস্পতিবার (০২ নভেম্বর) ৯ হাজার ছাড়িয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি শিশু ও নারী। এ অবস্থায় গ্লোবাল সাউথ বা তৃতীয় বিশ্ব, লাতিন আমেরিকাসহ বিশ্বের দেশে দেশে গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবি জোরদার হচ্ছে। কিন্তু যে দেশ চাইলেই এ যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে সে দেশ তথা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এখনই যুদ্ধ বন্ধ চায় না। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) পেন্টাগনের মুখপাত্র প্যাট রাইডার এ কথা জানিয়েছেন।

প্যাট রাইডার বলেন, আমরা এ মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি সমর্থন করি না। কারণ এ অবস্থায় যুদ্ধবিরতি করলে হামাস পাল্টা হামলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় পাবে। এতে ইসরায়েলের জনগণ ও অন্যরা আরও ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

তবে বুধবার (১ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রথমবারের জন্য স্থানে স্থানে সাময়িক যুদ্ধ থামানোর কথা বলেছেন।

শুক্রবার (০৩ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের তৃতীয় দফায় ইসরায়েলে আসার কথা রয়েছে। তার এ সফরের মূল উদ্দেশ্য সাময়িক যুদ্ধ থামানো ও যুদ্ধ অন্য ফ্রন্টে

ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (০৩ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বিকাল ৩টার দিকে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান গাজায় ইসরায়েলি হামলা নিয়ে প্রথম ভাষণ দেবেন বলে জানা গেছে। তিনি কী ঘোষণা দেন সেদিকে সবাই তাকিয়ে আছে। কারণ তিনি যদি হিজবুল্লাহর চলমান যুদ্ধে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। তখন সংঘাত আরও আরও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এদিকে বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনেটর যুদ্ধবিরতির বা যুদ্ধ থামানোর কথা বলেছেন। ইলিনয় রাজ্য থেকে নির্বাচিত এই রাজনীতিবিদের নাম ডিক ডারবিন। তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বিতীয় সারির নেতা।

বক্তব্যের মাঝপথে বাইডেনকে থামিয়ে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানালেন ইহুদি নারী

পরিচয় ডেস্ক:মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে গত ১ নভেম্বর বুধবার প্রচারণার অংশ হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বাধার মুখে পড়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এক নারী তাঁকে বক্তব্যের মাঝপথে থামিয়ে দেন এবং গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানান। ওই নারী বলেন, ‘মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনি ইহুদিদের প্রতি যত্নশীল। একজন র‍্যাবাই (ইহুদি ধর্মীয় নেতা) হিসেবে আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, এখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করুন।’ ওই নারী পরে নিজেকে র‍্যাবাই জেসিকা রোজেনবার্গ হিসেবে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

‘জার্মানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোনো জায়গা নেই’-জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর হাবেক

পরিচয় ডেস্ক: জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর হাবেক এক ভিডিও বার্তায় ইহুদি ও মুসলিম বিদ্বেষ নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে তিনি মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে ইহুদি বিদ্বেষের নিন্দার আহ্বান জানান। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি যে জার্মান সমাজের উপরও গভীর প্রভাব রাখছে, গত *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

গাজায় গণহত্যা ও মানবিক বিপর্যয় রোধের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেছে জাতিসংঘ

গাজা সিটিকে যখন ইসরাইলি সেনারা ঘিরে রেখেছে, যেকোনো সময় বড় হামলা শুরু হতে পারে, তখন জাতিসংঘের নিরপেক্ষ একদল বিশেষজ্ঞ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বৃহস্পতিবার দেয়া জরুরি সতর্কতায় তারা বলেছেন, গাজায় গণহত্যা ও ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় রোধের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় শুক্রবার ইসরাইল সফরে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ৭ই অক্টোবর ইসরাইলে হামাস রকেট হামলার পর এটা ইসরাইলে তার তৃতীয় সফর।

আরব নিউজ বলছে, জাতিসংঘের ওই বিশেষজ্ঞরা গাজা উপত্যকার এক ভীতিকর চিত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে জনমানবশূন্য করে দেয়ার যে পরিকল্পনা নিয়েছে ইসরাইল, তা

স্থগিতে ইসরাইলের অস্বীকৃতিতে তারা গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমরা মনে করি, ফিলিস্তিনিরা ভয়াবহ এক গণহত্যার ঝুঁকিতে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়। এর দায় বর্তায় ইসরাইলের মিত্রদের ওপরও। তাদেরকে অবশ্যই এই বিপর্যয়কর পন্থা রোধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের এই গ্রুপে আছেন সাতজন। এর মধ্যে আছেন নিরাপদ পানের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক মানবাধিকারের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিউর, খাদ্যের অধিকার বিষয়ক র‍্যাপোর্টিউর, আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকার বিষয়ক র‍্যাপোর্টিউর, বর্ণবাদ বিষয়ক র‍্যাপোর্টিউর, ১৯৬৭ সাল থেকে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

গাজায় নিহত ছাড়াল ৯০৬১

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় বৃহস্পতিবার (০২ নভেম্বর) পর্যন্ত অন্তত ৯ হাজার ৬১ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে শিশু ৩ হাজার ৭৬০ জন। ২০১৯ সালের পর আর কোনো যুদ্ধে এত অল্প সময়ে এত বেশি শিশু নিহত হয়নি।

গাজার স্বাস্থ্য বিভাগ বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) জানায়, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে অন্তত আরও ২ হাজার ৬০০ জন। নিখোঁজদের মধ্যে শিশু ১ হাজার ১৫০। এসব নিখোঁজ ব্যক্তি ও শিশু নিহত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জাতিসংঘের জেনেভা কনভেনশনে যুদ্ধে শিশুদের রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। ইসরায়েল তা তোয়াক্কা করছে না। দেশটি শরণার্থীশিবির, হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ বা গির্জা সর্বত্র হামলা চালাচ্ছে।

ইসরায়েলি হামলায় শুধু বৃহস্পতিবারই (০২ নভেম্বর) গাজায় ২৫৬ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

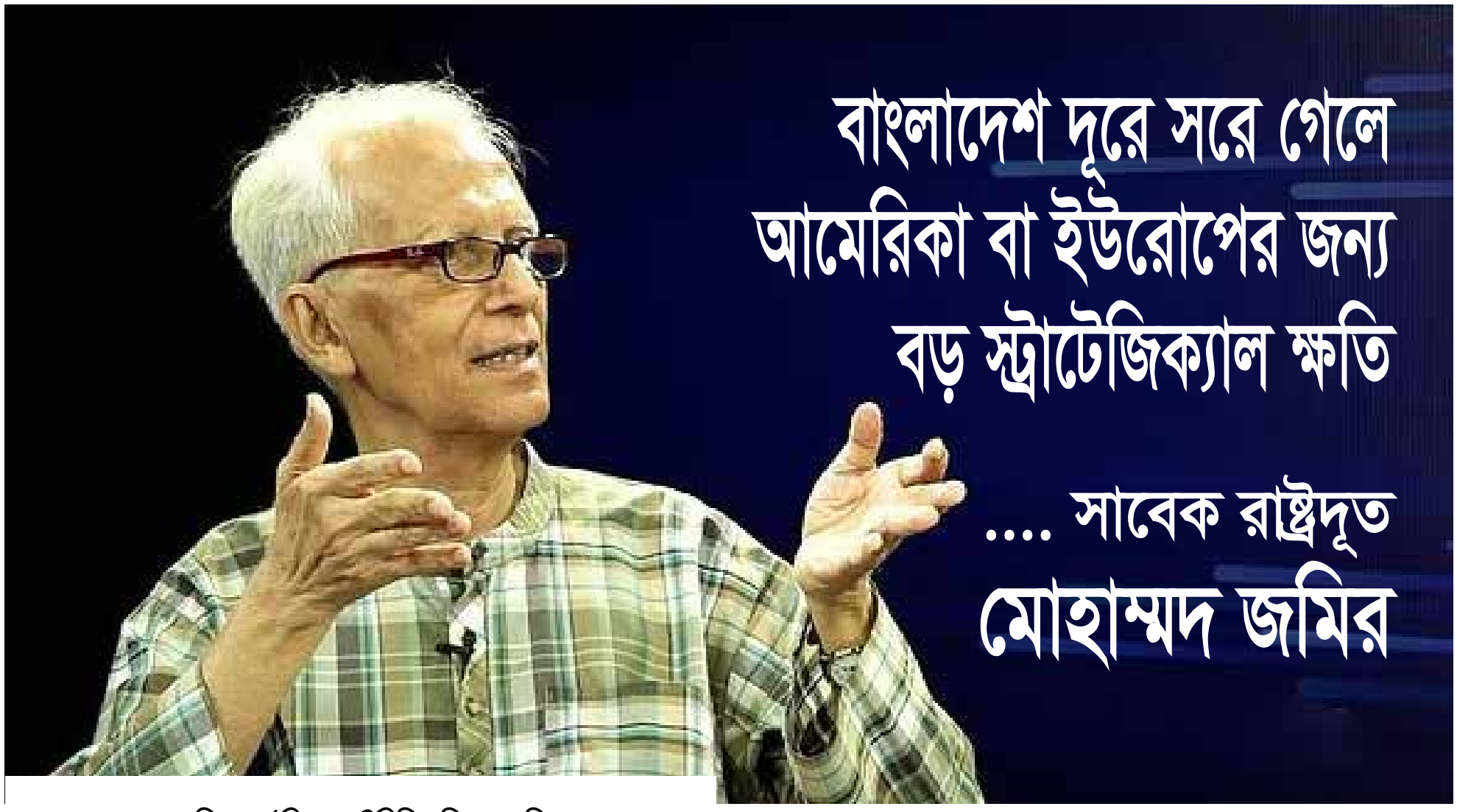

বাংলাদেশ দূরে সরে গেলে আমেরিকা বা ইউরোপের জন্য বড় স্ট্রাটেজিক্যাল ক্ষতি

.... সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমির

মোহাম্মদ জমির, কর্মজীবনে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, কৃষি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তহবিল, ইউরোপিয়ান সংস্থা, সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয়তা ও দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে দৈনিক কালবেলার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এম মুসা।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন অস্থির হয়ে উঠছে। এবারের নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হলো বিদেশীদের সক্রিয়তা। এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

মোহাম্মদ জমির: প্রাক নির্বাচনী পরিবেশে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অ্যাসেমেট্রিক ইফেক্ট বিদ্যমান। ইংরেজিতে দুটি শব্দ রয়েছেড় ডিনোটেশন এবং কনোট্রেশন। অর্থাৎ অনেক কথা বলা হচ্ছে যা বিশ্লেষণ করলে দুই ধরনের অর্থ পাওয়া যায়। একটা গ্লাসে যদি অর্ধেক গ্লাস পানি থাকে তবে এটাকে দুই ভাবে বলা যায়। যেমন- কেউ বলতে পারে গ্লাসটি অর্ধেক খালি আবার কেউ বলতে পারে গ্লাসটি অর্ধেক ভর্তি। অর্থাৎ দু'জনই বলছে গ্লাসে পানি রয়েছে কিন্তু একজন খালি অংশটিকে ফোকাস করছে এবং আরেকজন ভরা অংশটিকে ফোকাস করছে।

আমাদের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছু বলা হচ্ছে যে এটা আছে এটা নেই। বিদেশীরা বাংলাদেশে অতি তৎপরতা দেখাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি আসছে, আমেরিকার প্রতিনিধি আসছে, জাতিসংঘের প্রতিনিধি আসছে। আমি তাদেরকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, যখন আমাদের দেশে নির্বাচন হচ্ছে তোমরা সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধি পাঠাচ্ছো। তোমরা কি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলে? তোমরা কি ২০১৬ বা ২০২০ সালে আমেরিকার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলে? ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে হামলা চালানো হলো তখন কি তোমরা সেখানে ছিলে? তখন কি তোমরা কোনো ধরনের উক্তি করেছিলে? আমি তো সে সময় হিউম্যান রাইট ওয়াচ বা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর কোনো মন্তব্য দেখিনি। আমাদের দেশের সুশীল সমাজের কোনো উক্তি দেখিনি, যারা কিনা আমাদের দেশের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমরা সকলেই বলছি, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হওয়া ভালো। আমরা সবাই যদি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারি, তাহলে এটি সকলের জন্যই মঙ্গল। দেশটা আমাদের। অনেক কষ্টের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীন হয়েছি। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের কারণে আমাদের এখানে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আমরা মেজরিটি অর্জন করেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানিরা তাদের ক্ষমতা ছাড়েনি। কিন্তু আমরা তেমন আচারণ করছি না। আমরা বলছি- আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হোক। আপনারা নির্বাচনে জিতলে আপনার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন: সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন কী প্রস্তুত?

মোহাম্মদ জমির: নির্বাচন কমিশন সকল দলকে আলোচনার জন্য ডেকেছিল। সেখানে অনেকেই ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা ইভিএম নিয়ে তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশন বলেছে আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না। যে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা সেই বিষয়গুলোকে খুঁজে বের করতে পারি। সরকারের আইন মন্ত্রণালয় বলেছে, যদি দেখা যায় কোনো পোলিং স্টেশনে বা পোলিং স্টেশনের একটি নির্বাচন কেন্দ্রে ঠিকমতো নির্বাচন হচ্ছে না বা কেউ সেখানে ঢুকেছে, নির্বাচনের আইন কোন ভঙ্গ করেছে সে ধরনের কোন ঘটনা সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়লে আমরা ওই কেন্দ্রের ভোট বাতিল করতে পারি। এর জন্য পুরো নির্বাচন বাতিল হবে না। দরকার হলে শুধুমাত্র ওই কেন্দ্র বা ওই ওয়ার্ডে আবার নির্বাচন হতে পারে। অনেকে বলছেন সরকার নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু আমরা তো দেখেছি গাজীপুরে মেয়র নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী হেরেছেন। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, সকলেই যদি একত্র হয়ে আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেই, যদি আমরা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি না করি তাহলে একটি ভালো নির্বাচন হতে পারে।

প্রশ্ন: বিদেশী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সরকারের পক্ষ হয়ে আপনি বিভিন্ন মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। কি আলোচনা হয়েছে তাদের সঙ্গে?

মোহাম্মদ জমির: বিদেশীরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি জিও স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণে বাংলাদেশের নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। আমাদের ভুললে চলবে না বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ভারতের থেকেও বেশি। আমাদের জনসংখ্যা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। জিডিপির দিক থেকে আমরা পুরো পৃথিবীতে ৩০তম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ এমন একটি জিও স্ট্রাটেজিক্যাল পয়েন্ট অবস্থিত যেখান দিয়ে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য হয়ে থাকে। পশ্চিমারা চিন্তায় আছে, বাংলাদেশ যদি আমেরিকা বা ইউরোপের থেকে দূরে সরে যায় তাহলে সেটা তাদের জন্য একটা বড় স্ট্রাটেজিক্যাল ক্ষতি। ৫০ বছর ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। আমরা এটাও বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ কমিউনিজম এবং ফান্ডামেন্টালিজমের বিরুদ্ধে। সেকুলারিজম আমাদের সংবিধানেই রয়েছে।

হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলার প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। শিয়া এবং সুন্নি মুসলিমদের মধ্যেও গন্ডগোলের প্রচেষ্টা দেখেছি। আমরা বাংলাদেশে কোনো ধরনের টেরোরিজম চাই না। আমি আমার জীবনে ৬০টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছি বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন সময়ে। এসব দেশে যাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তারা সকলেই বলেছেন বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বড় ভূমিকা পালন করে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে, মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে, নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি ইস্যুতে বাংলাদেশ স্বোচ্চার ভূমিকা রাখছে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি না করার ব্যাপারে আমরা একমত। আমাদের একমাত্র পরিচয় বাঙালি।

প্রশ্ন: বিদেশীরা বাংলাদেশের বাকস্বাধীনতায় সরকারের হস্তক্ষেপ বিষয়েও কথা বলছেন...

মোহাম্মদ জমির: বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, গৃহায়ন ক্ষেত্রে এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে ডব্লিউএইচও এর একজন প্রতিনিধির সাথে আমার কথা হয়। কোভিড-এ আমাদের ২৯ হাজারের কিছু বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। ডব্লিউএইচও এর প্রতিনিধি বিশ্বাস করতে চাননি যে আমাদের ২৯ হাজার মানুষ মারা গেছেন। তিনি বলেছিলেন, এর চেয়ে অন্তত ১০ গুণ বেশি মানুষ মারা গেছে। বাংলাদেশে যেটা বাংলাদেশ প্রকাশ করছে না। আমি তখন তাকে বলেছিলাম- আপনাদের মতে বাংলাদেশ দুই তিন লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। তাহলে আমেরিকায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা গেল কেন?

আমরা সফলভাবে টিকা ব্যবস্থাপনা করেছি। আমরা বুস্টার ডোজসহ দেশের মানুষকে বিনামূল্যে কোভিড টিকা সরবরাহ করেছি। তারপরেও আপনারা আমাদের পিছে লেগে আছেন কেন? আমার এ প্রশ্নে ডব্লিউএইচও এর প্রতিনিধি চুপ হয়ে গেলেন। আমাদের ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট নিয়ে তারা কথা বলেন। আমি তাদেরকে বললাম- বাংলাদেশের ৬০-৭০টা, বা তারও বেশি সংবাদপত্র রয়েছে। বাংলাদেশের চল্লিশটির বেশি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে। বাংলাদেশের লেখালেখি করতে কাউকে বাধা দেওয়া হয় না। সরকারের বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা হচ্ছে, অনেক লেখালেখি হচ্ছে, অনেক সংবাদও প্রকাশ করা হচ্ছে। সবকিছুর একটি নিয়ম থাকা উচিত। যদি কেউ মানসম্মত এবং আইনসম্মতভাবে কোনো কিছু না লেখে, কেউ যদি প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কিছু লিখে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে দেয় তা আইনসম্মত হতে পারে না। এগুলো করার কোনো সুযোগ নেই। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রয়োজন। স্বচ্ছতা না থাকলে দায়বদ্ধতা হয় না। দুর্নীতি করা, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানো এগুলো সঠিক নয়। মানুষকে তার প্রত্যেকটা কাজের দায় নিতে হবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন ভিসা নীতি প্রণয়ন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

মোহাম্মদ জমির: আমেরিকা শুধু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে না, তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও ভিসা নীতি গ্রহণ করেছে। ভেনিজুয়েলা, কম্বোডিয়াসহ আরো অনেক দেশের উপরেও তারা একই কাজ করেছিল। আমেরিকা বলছে, যারা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, যারা নির্বাচন ঠিকভাবে হতে দিচ্ছে না তারা আমেরিকায় যেতে পারবে না। আমাদের দেশ থেকে প্রতিবছর অনেক ছেলে-মেয়ে পড়াশোনার জন্য আমেরিকাতে যাচ্ছে। আমেরিকা একটি ইমিগ্রান্টদের দেশ। এখন আমেরিকা যদি কাউকে প্রবেশ অধিকার না দেয়, তারা না দিতেই পারে। এখানে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি মনে করি, সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমনটি করা উচিত নয়।

প্রশ্ন: কয়েকদিন আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে আজরা জিয়া এসেছিলেন। তার সঙ্গে কি আলোচনা হল?

মোহাম্মদ জমির: আজরা জিয়া মূলত ভারতীয় বংশদ্ভুত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা তাকে দেখিয়েছি যে ভারতে কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। আমরা তাকে বলেছি, বাংলাদেশ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় কে আসবে সেটি নির্ধারণ হবে।

প্রশ্ন: ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বিদেশীরাও প্রশ্ন তুলেছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

মোহাম্মদ জমির: আমরা তাদেরকে বলেছি, তারা যদি মনে করে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তাহলে তারা আগে আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখুক। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তারা একজন কানাডায় এবং একজন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। তাদেরকে তারা ফেরত পাঠাচ্ছে না কেন? আমরা জাতিসংঘ শান্তি মিশনের মাধ্যমে চেষ্টা করছি সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার। তারা আমাদেরকে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

রশেল-উন্মাদ রশেল

এইচ বি রিতা

সুন্দর, শান্ত এবং পরিবেশ বান্ধব একটি শহর ছিল পৃথিবীর কোথাও কোনো একদিন যেখানে মানুষের শহুরে জীবনযাপন প্রকৃতির সাথে সুরেলাভাবে সহাবস্থান করতো। শহরটির সবুজে ঘেরা পার্ক আর উদ্যান বাসিন্দাদের প্রকৃতির সাথে সংযোগ করাতো। এই সবুজে ঘেরা স্থানগুলি শহরের বায়ুর জন্য প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসাবে কাজ করতো, সম্প্রদায়ের মাঝে সৌহার্দ সম্প্রীতি আর সংস্কৃতির ঐতিয্য বহাল রাখা ছিল তাৎপর্যপূর্ণভাবে। এ যেন শহর নয়, শান্তিময় এক প্রাসাদ।

সেবারটা ছিল শরৎকাল। শরৎতের উষ্ণতা ও মৃদু বাতাসের সংমিশ্রণে প্রকৃতির গাছ, ডাল পালা যেন কিশোরীর কোমরে বাঁধা রুপার বিছার মতো ছন্দ তুলে হেলেদুলে দুলছিল। অপার বিস্ময় নিয়ে আকাশ মাতৃস্নেহে ধরে ছিল খণ্ড খণ্ড মেঘ, মেঘেদের খুনসুটি।

এমনই এক উষ্ণশীতল শরৎতের রাতে, সেই শান্ত শহরে উদয় হলো রশেল নামের এক ব্যক্তির। মুখে থাকতো তার মৃদু হাসি, তবে সে হাসি তার চোখের কাছে কখনো পৌঁছাতো না। কেমন যেন মৃত, চ্যাপ্টা সরীসৃপের মতো প্রাণহীণ চোখ। এ চোখে কোন অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের সংকেত থাকতে পারে, এমনটা কেউ বুঝতেই পারেনি। সে সর্বদা অনবদ্য পোশাক পরে থাকতো আর স্বভাবে ছিলেন ভদ্র। খুব অল্প সময়েই সকলের কাছে সে পরিচিত হয়ে উঠল একটি গ্রোসারি স্টোরের হিসাবরক্ষক হিসাবে। কিন্তু এই মুখোশের পিছনে, লুকিয়ে ছিল রশেলের একটি অশুভ রহস্য।

শৈশবে, রশেল ছিল অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যধারী একটি শিশু। তার সহানুভূতির অভাব ছিল। ছোট প্রাণীদের বেদনায় আনন্দিত হতো সে। ছোট ছোট খেলনাগুলিকে সে প্রায় সময়

ভেঙ্গে ফেলতো মজার ছলে। নিয়ন্ত্রণ করতে পছন্দ করতো সে নিজ দাদিকে। হুটহাট মেজাজ বদলে গেলে না খেয়ে থাকত। চিৎকার করতো। তার বাবা-মা ছেলের মধ্যে অন্ধকারের সে ছায়া দেখতে পাননি, তারা ছিলেন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, ছেলের প্রতি অমনোযোগী। আর তাই তার আচরণকে নিছক শৈশব কৌতূহল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মূলত এভাবেই রশেল বেড়ে উঠে। রশেলের বড় হওয়ার সাথে সাথে তার আসল প্রকৃতি লুকিয়ে রাখতে সে আরও দক্ষ হয়ে ওঠে। রশেল নানাভাবে শিখে যায় কীভাবে আবেগকে অনুকরণ করতে হয়, ভেতরের অদ্ভুত সত্তাকে লুকিয়ে সমাজে নির্বিঘ্নে মিশে যেতে হয়। আর তাই তার পলিশ করা ব্যহ্যাবরণের নিচে লুকিয়ে থাকা দৈত্যকে কেউ সন্দেহ করেনি।

রশেল তার অফিসে পরিশ্রমের সাথে কাজ করতে থাকে। দিনে দিনে তার সহকর্মীদের সম্মান এবং বিশ্বাস অর্জন করতে থাকে। কাজের পর সে ইন্টারনেট, ফেসবুকে ঘোরাঘুরি করতো, শোষণের জন্য দুর্বল কিংবা শান্ত স্বভাবের ব্যক্তিদের সন্ধান করতো। অনেকটা পুতুল খেলার মতো নিজের বিনোদনের জন্য মানুষের আবেগকে কাজে লাগাতে শুরু করে সে। এরই মাঝে কমিউটিটিতে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখক হিসাবেও একটা ভালো পরিচিতি অর্জন করে নেয় রশেল। তার মধ্যে একটা সুপারফিশিয়াল ক্ষমতা ছিল, যা অন্যদের আকর্ষণ করত সহজেই। নিজ প্রয়োজনে সে অন্যদের ম্যানিপুলেট করতে শুরু করে।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য রশেলের অতৃপ্ত তৃষ্ণা বাড়তে থাকে।নিজ ভাবনাকে সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে আবেগপ্রবণতা বাড়তে থাকে। সেই সাথে সহানুভূতির অভাব আরও তীব্র হয়, যা তাকে অন্যদের সাথে গভীর মানসিক সংযোগ তৈরি করতে কঠিন করে তোলে। তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির জন্য তার আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। কর্মের ফলাফল চিন্তা না করেই দিন দিন সে বেপরোয়া আচরণের জন্ম দিতে থাকে, যা অন্যের জীবনকে একসনয় বিপন্ন করে তোলে। তবে সে জানতো না যে, তারও একটি দুর্বলতাও রয়েছে, যা তাকে অন্যদের সাথে গভীর, সৌহার্দপূর্ণ সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখাতে বাধা তৈরি করছিল।

একসময় শহরের একজন মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, নাম এলিজা তার এই গুপ্ত হিংস্রতার শিকার হোন। রশেল একটি দল তৈরি করে এলিজাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানাভাবে আক্রমণ করতে শুরু করে। তবে রশেল খুব চতুর, সরাসরি নিজেকে প্রকাশ করতো না। তাছাড়া অন্যকে ম্যানুপিউলেট করার ক্ষমতা তার বেশ, তাই কমিউনিটির অনেকেই তার এই অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করলেও তাকে কিছু বলতো না। তবে, এলিজা তাকে এভাবে ছেড়ে দেয়নি। এলিজা দিনদিন তার উপর নজর রাখতে শুরু করে। তার আচরণগুলো নিয়ে গবেষণা করতে থাকে। একসময় এলিজা বুঝতে পারে, অন্যদের উপর ক্ষমতা ধরে রেখে রশেল বেশ উপভোগ করে। অনেকটা অর্কেস্ট্রা পরিচালনাকারী উস্তাদের মতোই সে তার আবেগকে অন্যদের উপর চালিত করতে পছন্দ করে। এলিজা লক্ষ্য করে, অন্যদেরকে হতাশার অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়ে রশেল তাদের কষ্টের প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ খুঁজে পায়।আশেপাশের লোকদের জীবন নিয়ে খেলা যেন তার কাছে পুতুল নাচের মতোই কিছু। আর সেই খেলা খেলতে সে আশেপাশের নির্দিষ্ট কিছু লোকদের দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগানোর উপায় সন্ধান করে।

যাইহোক, অশুভ ছায়ার রাজত্ব চিরতরে ঠিকে না। দিনদিন রশেলের আচরণবিধি নজরে রেখে একসময় এলিজা তার প্রখর অন্তর্দৃষ্টির সাথে হয়ে উঠে একজন তদন্তকারী। রশেলের হিংস্রতার শিকার হওয়া শহরের অনন্যদের সাথে এলিজা কথা বলতে থাকে। জানতে পারে তার আরো নানা অস্বাভিক কাজের কথা। আর তখনই রহস্যময় রশেলের আচরণগুলো একত্রিত করতে শুরু করে সে। আর সেটাই তাকে রশেলের লুকানো দ্বৈতসত্তার দিকে নিয়ে যায়। রশেলের মনোমুগ্ধকর বহির্ভাগের নিচে থাকা আরেক অন্ধকার জগতকে এলিজা খুঁজে পায় যেখানে তার জেগে থাকা ভাঙা শৈশব ও জীবনের মধ্যকার ক্ষত ও বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয় সে।

একদিন এলিজা তার সাইক্রিয়াটিস্ট বন্ধু মিশ্যালের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করে। রশেলের সমস্ত কার্যবিধি সম্পর্কে জেনে মিশ্যাল জানায়, সম্ভবত সে একাধিক মানসিক সঙ্কটে রয়েছে যার সারমর্ম হতে পারে সাইকোপ্যাথির জটিল একটি অবস্থা। এলিজা যদিও রশেল সম্পর্কে এমনই ভেবেছিল, তবু সে বন্ধুর মাধ্যমে সেটা নিশ্চিত করতে চাইছিল। এবং বেশ ভাবনায় পড়ে যায়। কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় রশেলের কাছ থেকে-তাই ভাবতে থাকে। কারণ রশেল কেবল এলিজাকেই টার্গেট করছিল না, তার সহকর্মী বন্ধুদেরও নানাভাবে হয়রান করছিল। তাছাড়া ইতোমধ্যেই তার বুদ্ধিমত্তার মুখোশের আড়ালের অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে অনেকেই জানতে পেরেছিল। তার ভিতরের দৈত্যটি সম্পর্কে গ্রোসারি স্টোরের মালিকও জেনে যায় এবং রশেলকে চাকরিচ্যুত করে। সে অবস্থা রশেলকে আরো উগ্র করে তোলে। তবে, বেশিদিন রশেল সে শহরে থাকতে পারেনি, চাকরিচ্যুত হবার কয়েক মাস পরেই সে শহর ছেড়ে চলে যায় অন্য শহরে। শহরের অনেকেই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেল তার বিদায়ে। স্নুন্দর, শান্ত এবং পরিবেশ বান্ধব শহরটি যেন পুনরায় ফিরে পেল নিজ লাবন্য।

প্রায় পাঁচ বছর আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সময়ের সাথে শহুরে মানুষও ভুলে গেল রশেলকে। এদিকে এলিজা তার মাস্টার্স সম্পন্ন করে হয়ে উঠল একজন মেন্টাল হেল্থ কাউনসিলর। জীবন চলছিল জীবনের নিজ গতিতে।

একদিন ছুটির ভোরে হঠাৎ করেই শহরের এক নামিদামী পত্রিকায় চোখ আটকে গেল এলিজার। শিরোনামে বড়ো করে লেখা "A 55 year-old man drinks Lysol to end life!" এলিজার চোখ আতঙ্কে যেন টাসিয়াসের মতো স্থির হয়ে গেল। লাইজল পান করে আত্মহত্যা! পুরো সংবাদ পড়ে এলিজা বিড়বিড় করতে থাকে-এ কী! এ তো সে-ই রশেল! রশেল-উন্মাদ রশেল!

হঠাৎ করেই এলিকার মন বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। এলিজা বুঝতে পারল না, রশেলের জন্য তার মনে মেঘ ঘন হচ্ছে নাকি তার লেখা শেষ চিঠিটির জন্য।

সেই খবরে আত্মহত্যার আগে রশেলের একটি চিঠি যুক্ত করা হয়েছিল। চিঠিতে রশেল লিখেছিল,

"টের পাচ্ছি, বেশ কিছুদিন যাবত অস্বস্তিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে বিদায় নেবার সময় এসেছে। ভয়ানক এক সুপ্ত জ্বালাময়ী শিকড় গজিয়েছে ভিতরে বহুদিন, দিনরাত কেবল শুষে নিচ্ছে বেঁচে থাকার সকল উপকরণ! বেঁচে থাকা নিরর্থক হয়ে উঠছে। রোজকার মতো একি নিয়মে সকাল হতে রাত অবধি ছুটে চলা, একই নিয়মে মিথ্যার বুলি, হেসে খুন, সমঝোতা; উল্লাস-কেন করছি এসব? ভেবে পাচ্ছি না। রোজ জাগতিক নিয়মের বলি হতে আর ভাল লাগছে না।

ফিরে যাচ্ছি পিছনে বার বার! সেই সময় সেই পাড় ভাঙ্গা নদী মনে করিয়ে দিচ্ছে আমায় প্রতিদিন একবার করে ভাঙ্গনের কথা! ভাঙ্গা গড়ার খেলায় আমি এক শিশু, হাতজোর করে কাঁদতাম। বলতাম, শোনছ? ব্যথা হয়! খুব ব্যথা! কেউ শুনতো না। হাতুরীর শব্দে ঠকঠক করে কষ্ট, কেবল আমাকে আচ্ছন্ন করে যেতো। মনে হতো কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাবার জায়গা ছিল না। তখন আমার মা'কে ভীষণ মনে পড়ত। বিড়বিড় করে বললাম, মা! কেন থেকে গেলে না আমার সাথে?

কৈশোরে পা রাখলাম, একদম একা। ভয় আমাকে তাড়া করতো। কিসের তাড়া, জানা নেই। কখনো কখনো নিজের ছায়া দেখেও চমকে উঠতাম। দূরে কোথাও গান বেজে উঠলে, অস্থির লাগতো, পাখির ডাক কানে জ্বালা ধরাতো। কোলাহল ছেড়ে নদীর পাড়ে বসে থাকতাম। ওখানেই নিজেকে নিরাপদ মনে হতো। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে হতো, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। টুপটুপ করে মগজ গলে পড়ছে মাটিতে। মাথায় হাত চেপে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়তাম। চিৎকার করতাম। কেউ শুনতো না। হামাগুড়ি দিতে দিতে ঈশ্বরকে ডাকতাম, হে ঈশ্বর! আমার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আমার মগজ গলে পড়ছে! কষ্ট হচ্ছে! কষ্ট! কিন্তু ঈশ্বরের কানে আমার চিৎকার কখনো পৌঁছাইনি।

দিন দিন মানুষগুলো আমার কাছে হয়ে উঠছিল অসহনীয়। তাদের উল্লাস, আনন্দ, অসহ্য লাগতো। ভালবাসার ফুলগুলো ভুল মনে হতো। কারো চোখে প্রণয় দেখলেই ভয় জাগতো মনে। মনে হতো, ওই চোখ শুষে নিচ্ছে আমার সবটা। আগেও দেখেছি বহুবার ওই চোখ, রক্তপিঙ্গল চোখে আমাকে খুন করা হয়েছে অসংখ্যবার। চট করেই মাথার যন্ত্রনা শুরু হতো, যেন ইট পাথরে কেউ মাথাটা থেঁতলে দিচ্ছে। মনে হতো ঘার হতে মাথাটা কেটে হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলি দূরে।

আজ লাইজল আমার শিরা উপশিরাগুলো নিস্তেজ করে দিচ্ছে। আমি বিদায় নিচ্ছি। এ এক ভয়ানক অনুভূতি। আজ যেতে যেতে পিছন ফিরছি, কিন্তু কারো জন্য মায়া হচ্ছে না। অনুশোচনা হচ্ছে না। কি অদ্ভুত! মৃত্যুবেদনাও আমাকে পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত করে তুলছে। একদিন থেকে যাওয়ার আসক্তিতে কতই না আকাঙ্ক্ষার জারজ বীজ বুনে ছিলাম পৃথিবীর বুকে!

মৃত্যুকে এত কাছ থেকে আগে কখনো দেখা হয়নি। মৃত্যু এক ঘুটঘুটে অন্ধকার, এক রহস্য যা এতদিন আমার খোঁজে ঘরের কোনে কোথাও মুখ বুজে পড়েছিল। আজ মনে হচ্ছে, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মুক্তির পথের দেখা পাচ্ছি। শূন্যে তলিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ছে, কতদিন আমি ঘুমুইনি। কত রাত কেবল ছটফট করে কাটিয়েছি। আজ ঘুমানোর সময় এসেছে। আজ মস্তিষ্কে কারো আনন্দের ঝলক দেখে থাবা দেবার হিংস্রতা নেই। কোন অনুভূতি নেই, কোন রক্তক্ষরণ নেই। আজ আমার শুধু ঘুমানোর তাড়া।"

নিউ ইয়র্ক নভেম্বর ২০২৩

সেলিম আল দীনের সাহিত্যকর্মগুলো মূলত একটা শিক্ষা

আবু সাঈদ তুলু

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য-সংস্কৃতির জাগরণমূলক আন্দোলনে সেলিম আল দীনের ভূমিকা অপরিসীম। যেহেতু বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র, অতএব জাতিগত আত্মপরিচয় জরুরি। আর আত্মপরিচয় সৃষ্টিতে সেলিম আল দীনের কর্মগুলো পথের দিশারি। সেলিম আল দীন নাট্যকার হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও সাহিত্যের নানা শাখাতেই তার ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস রচনা করলেও নাটককেই তিনি বেশি আঁকড়ে ছিলেন। তার নাট্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনা মূলত এগিয়েছে উপনিবেশের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বাঙালির হাজার বছরের জারিত রসের পরম্পরার আদর্শে।

কবিতায় রেঁবো-বোদলেয়ার দ্বারা বুদ্ধদেব, নাটকে প্রসিনিয়াম ধারা, উপন্যাসে ওয়াল্টার স্কট প্রভাবে বঙ্কিমের আদর্শ যে আধুনিকতার সূচনা করেছিল তা ছদ্মবেশে অনেকাংশেই গ্রাস করেছিল আমাদের অতীত। ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাব মাথার ওপর দোর্দণ্ড মার্তণ্ডের মতো হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে দুশ বছরে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকৃতি বা অন্ধ অনুকরণ। আধুনিকতার ধুয়া তুলে অনেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুশাসন পালনেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাঙালির সহস্র বছরের ধারাবাহিকতায় উৎপন্ন আমাদের নিজস্ব শিল্পরীতির সঙ্গে তা চিরবিচ্ছেদের পালা রচনা করল। সেলিম আল দীন বলতেন, 'আধুনিকতার অর্থ আমার কাছে সর্বগ্রাহিতা ও সৃষ্টিশীল নির্বাচন।' বোধের বিচরণ, মানবিক প্রকাশ ও উঁচুতর কল্পনা। ইউরোপীয় আঙ্গিকের অন্ধ অনুকরণ নয়। সে প্রেক্ষিতে সেলিম আল ঐতিহ্যের পথ বেয়ে পাঁচালি, কথকতা, মঙ্গলপালাকে ধরে আধুনিকতার পথে হেঁটেছেন।

সেলিম আল দীনের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে একদিকে গবেষণা, শিক্ষকতা ও নাট্য, সাহিত্য রচনা নিয়ে সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট ফেনী জেলার সোনাগাজীর সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা- মফিজ উদ্দিন আহমেদ। মাতা- ফিরোজা খাতুন। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। সেলিম আল দীন তার শিল্পীনাম; সার্টিফিকেটের নাম মু. মঈনুদ্দিন। স্ত্রী বেগমজাদী মেহেরুন্নেছা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হলেও নানা জটিলতায় করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে স্নাতক ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কপিরাইটার হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে বাংলা বিভাগে যোগদান, পরে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক হিসেবে আমৃত্যু (মৃত্যু: ১৪ জানুয়ারি, ২০০৮) কর্মরত ছিলেন। নাটক রচনা শুরু করেছিলেন ছাত্রাবস্থায়। টেলিভিশন নাটক, মঞ্চনাটক, চিত্রনাট্যকার, কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ ও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার নাটকগুলো বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।

সেলিম আল দীন সাহিত্য চেতনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি উপনিবেশ বিযুক্তিকরণের পথে হেঁটেছেন। ব্রিটিশ উপনিবেশ এ জাতিকে করেছিল শিকড়চ্যুত। উপনিবেশের ইতিহাস দেখিয়েছিল বাংলা নাটক শুরু হয়েছে ইউরোপীয় প্রেষণায়- লেবেদেফের মধ্য দিয়ে। তিনি এ ভ্রান্ত ইতিহাসের বিপরীতে 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন বাংলা নাটক হাজার বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। উপনিবেশের আকস্মিক সৃষ্ট নয়। তা ছিল নানা নামে, নানা রূপ-রীতিতে এ ভূখণ্ডের মানুষের শিল্পতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। প্রাচীন ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রেও এ বাংলা ভূখণ্ডে নাট্যচর্চার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চর্যাপদের মধ্যে 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী বুদ্ধ নাটকও বিষমা হই।' প্রভৃতি গীতির মধ্য দিয়ে এ বাংলা নাটকের তথ্যই সুস্পষ্ট করে।

তিনি একে একে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরম্পরার ধারায় এ সময় বসে নির্মাণ করলেন হাজার বছরের জীবন সংস্কৃতির সৌধ। যে সৌধ যেন ছুঁয়ে দাঁড়াল বিশ্ব-আকাশ। 'শকুন্তলা', 'চাকা', 'যৈবতী কন্যার মন', 'কীত্তনখোলা', 'ধাবমান', 'বনপাংশুল', 'নিমজ্জন' প্রভৃতি নাটক উপনিবেশের মিথ্যা বড়াইকে অগ্রাহ্য করে হাজার বছরের বহমানতায় বিধৃত করল বাংলার নিজস্ব রীতি। প্রাচীন কথাসরিৎসাগরের মতো কখনো লম্বক, তরঙ্গ; কখনো পাঁচালির মতো পদ, বোলাম, নাচাড়ি ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী রচনা আঙ্গিকের ধারাকে অনুসরণ করলেন।

সেলিম আল দীন দেখলেন আমরা আমাদের শিল্পকে মূল্যায়ন করি ইউরোপীয় চোখ বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। তাই গভীর পর্যবেক্ষণে তুলে ধরলেন বাংলার নিজস্ব নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিগুলো। হাজার বছরের সাহিত্য-শিল্পরীতি বিশ্লেষণ

ব্রিটিশ উপনিবেশ এ জাতিকে করেছিল শিকড়চ্যুত। উপনিবেশের ইতিহাস দেখিয়েছিল বাংলা নাটক শুরু হয়েছে ইউরোপীয় প্রেষণায়- লেবেদেফের মধ্য দিয়ে। তিনি এ ভ্রান্ত ইতিহাসের বিপরীতে 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন বাংলা নাটক হাজার বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। উপনিবেশের আকস্মিক সৃষ্ট নয়। তা ছিল নানা নামে, নানা রূপ-রীতিতে এ ভূখণ্ডের মানুষের শিল্পতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। প্রাচীন ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রেও এ বাংলা ভূখণ্ডে নাট্যচর্চার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চর্যাপদের মধ্যে 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী বুদ্ধ নাটকও বিষমা হই।'

করে দেখালেন বাঙালির সাহিত্য-শিল্প নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শ্রীচৈতন্য দেবের 'অচিন্ত্যদ্বৈতবাদ' চেতনার নিরিখে এ তাত্ত্বিক ভিত্তি তুলে ধরেন। বাংলা পরিবেশনা শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হলো একের মধ্যে বহুত্বের অবস্থান। একই আঙ্গিকের শিল্পের মধ্যে বহুবিধ আঙ্গিকের শিল্পের সমন্বয়। একের মধ্যে বহুর অবস্থান। উপনিবেশকালে আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্যের ধাঁচে সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পের আলাদা আলাদা বিভাজন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস এসব বিভাজনকে এটা তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সব শিল্পমাধ্যমের অপূর্ব সমন্বয়কে তুলে ধরলেন। শূন্যপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ইউসুফ জোলেখা, পদ্মাবতী, মহুয়া নানা সাহিত্যশিল্প কর্ম এক অদ্বৈত সমন্বিত শৃঙ্খলায় একীভূত। সেলিম আল দীন তার রচনায় দেখালেন বিদ্যাসাগর যে কলোনিয়াল শৃঙ্খলগুলো বাংলা গদ্যে করে গেছেন সেগুলো বাঙালিমাত্রই উচিত এই মুহূর্তে বর্জন করা। বাংলা ভাষার রীতি এবং প্রকৃতিতে এগুলো প্রয়োজন নেই। বাংলায় যতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতিই যথেষ্ট, যা হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে।

উপনিবেশের নাট্যরচনা কৌশলের অঙ্ক বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি উপনিবেশের চিহ্নগুলো বয়ে বেড়ানো অনর্থক বলে মনে করলেন। সে প্রেক্ষিতে নিজের রচনাগুলোর আঙ্গিক ভাবনায় বাঙলার মধ্যযুগের বিদ্যমান গদ্য-পদ্য অঙ্গ বিভাজনহীন সাহিত্য-শিল্পাঙ্গিকের উদ্ভাসন ঘটালেন। নিজের রচনাগুলোকে বললেন- নব্যপাঁচালি, কথানাট্য, বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির ইত্যাদি। বিশ্বপাঠে ফ্রান্স ফ্যানন, নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গা, হোমি কে বাবা, গায়ত্রি স্পিভাকের মতো সেলিম আল দীনের সাহিত্যে জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শই বড় হয়ে দাঁড়াল। উত্তর-উপনিবেশ তাত্ত্বিকের মতো বিতর্কে অনুপ্রবেশ না করে সেলিম আল দীন নিরবচ্ছিন্নভাবে উপনিবেশের দুটো বছরের মধ্যখণ্ডন না থাকলে বাংলা সাহিত্য শিল্পের রূপরেখা কেমন হতো তারই নিরীক্ষার পথে এগোলেন। ইউরোপের মালার্মের প্রতীকবাদিতা বা ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিকবাদিতা কিংবা মার্কসীয় ঐতিহ্যহীনতা তত্ত্বের ভিন্নপথে জাতীয় ভূজীবনের দিকে তাকালেন।

সেলিম আল দীনকে শুধু নাট্যকার পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। তিনি মূলত একটি বৃহত্তর প্রপঞ্চ। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় সৃষ্টির অনিবার্য এক শিক্ষা। কীভাবে উপনিবেশের মিথ্যাচারের ফাঁদ থেকে বের হয়ে হাজার বছরের গৌরবান্বিত সংস্কৃতির আলোয় নিজেকে পুনর্নির্মাণ করা যায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সেলিম আল দীনের একেকটি রচনা পাঠ মানে কাহিনির আস্বাদন নয়। ইতিহাস-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা জাগরণের নতুন এক দীক্ষা। সেলিম আল দীন বলতেন, 'ত্রিশের কবিরা যখন পাশ্চাত্যের ক্ষয়িষ্ণু জীবনচেতনা ও শিল্পরীতি আঁকড়ে ধরে বাংলা কবিতার মূলে নতুন কালের প্রসাধন মাখছেন, ঠিক সে সময় স্পেনের মাদ্রিদে একই পারে বসে লোরকা, নেরুদা, মেগুয়েল, হার্নান্ডেজ আঞ্চলিক গন্ধমাখা সাহিত্য রচনায় ব্রতী।' সেলিম আল দীন চাইতেন, বাঙালি জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াক। ধার করা ইটে জাতির আত্মবিশ্বাসের দালান তৈরি বন্ধ হোক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকে আত্মস্থ করে নিজস্বতার পথেই বৈশ্বিক। তেমনি উপনিবেশের উন্মাতাল সময়েও মধুসূদন দত্তকে নিজস্ব পথে হাঁটতে দেখা যায়। সেলিম আল দীন চাইতেন শিল্প-সাহিত্য নিজস্ব ভূমি ও ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোক।

অনেকেই আন্তর্জাতিকতা নিয়ে সেলিম আল দীনকে কটাক্ষ করতেন। অতীতকে ধরে আছে বলে পশ্চাৎপদ ভাবতেন। তাদের জবাবে তিনি বলতেন, 'কোনো শিল্পেরই আন্তর্জাতিক ফর্ম হয় না। কারণ শিল্প দেশ-কাল, ধর্ম-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ভূগোলের ওপর দাঁড়ানো। লাতিন আমেরিকান শিল্পরীতি আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। বৈশ্বিক হয়ে উঠতে পারে, তবে কাজ দেশ-কাজ ভূগোলের আশ্রয়ে সমূলিত।'

তিনি বিশ্বাস করতেন অন্যের অনুকরণ করে নয়, ঐতিহ্যের ধারায় বিশ্বনন্দনে হাঁটাতেই আত্মমর্যাদা। সেলিম আল দীনের সাহিত্যকর্মগুলো মূলত একটা শিক্ষা। যার পঠন-পাঠন, ধ্যান-অনুধাবনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি কীভাবে সাহিত্য-শিল্পে আত্মপরিচয় অর্জন করতে পারে তার শিক্ষা দেবে। সেলিম আল দীনের সাহিত্য-চেতনা এক কথায় হাজার বছরের বহমান সাহিত্যভাবনার জাগরিত চেতনা। দৈনিক বাংলা-র সৌজন্যে

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতার উৎস ও গতিপথ

হারুন উর রশীদ স্বপন

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক, অর্থাৎ, ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যেতে চাওয়াই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ। তবে এ লড়াইয়ে দুই পক্ষ যদি থাকে, তাহলে তৃতীয় পক্ষের সুযোগ নেয়ার নজীরও আছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতার যোগ লক্ষ্য করা যায় স্বাধীনতার পর থেকেই। জাসদ এবং ওই সময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ (পরবর্তীতে বাকশাল) সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার গোড়াপত্তন সেখান থেকেই। ওই সময় রাজনৈতিক হত্যারও শুরু। জনপ্রতিনিধিদের হত্যা, থানা লুটের অনেক ঘটনা ঘটে ঘেঁটে তখন। ১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ জাসদ ঢাকার রমনা এলাকায় তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও করতে গেলে ব্যাপক সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে জঘন্য এবং মর্মান্তিক অধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা। তারপর জিয়াউর রহমানের শাসনামলেও হত্যাকাণ্ড থামেনি। এমনকি জিয়াউর রহমান নিজেও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের পুরোটা সময় ছিল দমন-পীড়নের। কিন্তু সেই পর্বেও যে রাজনৈতিক সহিংসতা ছিল না তা বলা যাবে না। হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও ওই সময়ে অনেক হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছিল এক কাতারে। সম্মিলিত আন্দোলনের মুখে এরশাদের পতন হয় ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর। ৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পর আশা করা হয়েছিল বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাত সহিংসতা বন্ধ হবে, কিন্তু তা হয়নি।

দেশের রাজনীতিতে সহিংসতা প্রসঙ্গে সাবেক বিএনপি নেতা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান বলেন, "স্বৈরশাশকরা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। ফলে তাদের সঙ্গে তো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংঘাত, সংঘর্ষ হবেই। সহিংসতাও হবে। তা না হলে তো তাদের সরানো যাবে না। এটা সারা পৃথিবীতেই হয়। তোমার বিরুদ্ধে আমার আন্দোলন মানে কী? মানে হলো, তোমাকে আমি মানি না। কিন্তু আমার কথায় তো সে যাবে না। শেষ পর্যন্ত তো আমাকে সংঘাতেই যেতে হবে।"

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলন, ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির আন্দোলন, ২০০৭ সালে বিএনপির শাসনামলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন, ২০১৩-১৪ সালে বিএনপির নির্বাচন বর্জন আন্দোলন আর এখন চলছে বিএনপির নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকরের দাবিতে আন্দোলন।

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের দিন থেকেই এই আন্দোলনে সংঘাত-সহিংসতা যুক্ত হয়েছে। একদিন হরতালের পর বিএনপি এখন টানা অবরোধের দিকে চলে গেছে। তাদের শীর্ষ নেতাদের যেমন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তেমনি আন্দোলনে যানবাহনে আগুন আর সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। আর এবারই সরকারবিরোধী আন্দোলনের কোনো কর্মসূচির দিন শাসক দল আওয়ামী লীগও পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে মাঠে থাকছে। আওয়ামী লীগ টানা তিন মেয়াদে ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, "যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে; সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার থাকে; সেখানে রাজনৈতিক সংঘাত-সহিংসতা কম থাকে। তারপরও সহিংসতা হতে পারে , সেটা নির্ভর করে রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর। কিন্তু আমাদের এখানে আদিম সহিংসতা চলছে। এর কারণ হলো; এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা, জনগণ ভোট দিয়ে যে সরকার নির্বাচন করবে; সেটাই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি।"

তার কথা, "এটাও একটা বাস্তবতা যে; যারা ক্ষমতার বাইরে থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য লড়াই করে তারাই আবার ক্ষমতায় গিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে। তারপরও আমাদের তো কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হবে। সেই লড়াইটাই আমরা করছি। আমরা বিশ্বাস করছি যে বিএনপির বোধোদয় হয়েছে।"

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম মনে করেন, "এই রাজনৈতিক সহিংসতার ঐতিহাসিক কারণ আছে। বাংলাদেশ যে একটি ঐতিহাসিক কনসিকোয়েন্সের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টির পরও কিন্তু আগের লিগ্যাসিগুলোকে টানতে হচ্ছে। তার মানে হলো, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে একটি বড় সমস্যার মীমাংসার কিছুটা অভাব ছিল। যে আদর্শ আর মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি সেইখানে ৫২ বছর ধরে একটি বড় সমন্বয়হীনতাকে টানতে হচ্ছে। তার বহিঃপ্রকাশ আমরা *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক খেসারত

আবু তাহের খান

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক খেসারত নিয়ে এর আগেও আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। একই বিষয় নিয়ে আবারও বলার চেষ্টা এ কারণে যে মানুষের পিঠ এখন প্রায় দেয়ালে ঠেকে গেছে। মানুষ ভালো করেই জানে, এই দ্বন্দ্বে সাধারণ জনগণের কোনো স্বার্থ নেই; বরং এ হচ্ছে কুক্ষিগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রলম্বিতকরণ বনাম হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। আর সেই দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর স্বার্থ যতটা প্রবল, তার বিপরীতে সাধারণ জনগণের স্বার্থহানির আশঙ্কাও ততটাই প্রচণ্ড।

চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আওতায় প্রায় এক বছর ধরে উভয় পক্ষ থেকে রাজপথ দখলে রাখার যে রণদামামা চলছে এবং তার পেছনে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, সেই অর্থ কে জোগাচ্ছে? পরিপাটি রঙিন জামাকাপড়, টুপি, ব্যাজ, পতাকা, লাঠি, মাইক্রোফোন, খাবারদাবার, বাহন, পকেট খরচ ইত্যাদি নিশ্চয়ই কোনো পক্ষের নেতা-নেত্রীই তাঁদের পকেট থেকে দিচ্ছেন না।

তাহলে সেসব আসছে কোত্থেকে? কোনো রাজনৈতিক দলের ঘোষিত তহবিলেই তো এত টাকা নেই। তাহলে এই অর্থ কীভাবে মিলছে?

জবাব খুবই স্পষ্টএই অর্থ যেহেতু আকাশ থেকে পড়ছে না, অতএব এ সমাজেরই কেউ না কেউ তা জোগাচ্ছেন। এখন দেখা যাক সেই জোগানদাতা কারা।

উল্লিখিত অর্থের একেবারে প্রথম জোগানদাতা হচ্ছেন বিত্তবান ব্যবসায়ীরা, যাঁরা কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনোবা চাপে পড়ে চাঁদা হিসেবে এই অর্থ দিচ্ছেন। তবে ব্যবসায়ীরা যে চাঁদা রাজপথ দখলে রাখার জন্য রাজনীতিকদের দিচ্ছেন, সেই অর্থ তাঁরা মোটেই নিজেদের পকেট থেকে দিচ্ছেন না; বরং নিজ নিজ পণ্য বা সেবা বিক্রি করে তা তুলে নিচ্ছেন।

বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, যে পরিমাণ অর্থ তাঁরা চাঁদা হিসেবে দিচ্ছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ পণ্যমূল্য বাড়িয়ে ক্রেতা বা ভোক্তার কাছ আদায় করে নিচ্ছেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার যে ব্যবসায়ীদের প্রতি কঠোর হতে পারছে না, এটিও বিভিন্ন কারণের মধ্যকার একটি বড় কারণ। ফলে দেখাই যাচ্ছে, চাঁদাদানের এ বিষয়টিকে আপাতদৃষ্টিতে ব্যবসায়ীদের জন্য বাড়তি বোঝা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁদের জন্য একধরনের লাভজনক বিনিয়োগ বৈকি! তবে ঘটনা হচ্ছে, সেই বিনিয়োগের চড়া মাশুল জনগণকেই দিতে হচ্ছে। আর তা দিতে গিয়ে বাজারে প্রতিটি পণ্যের মূল্য এখন আকাশচুম্বী, যা স্পর্শ করার সামর্থ্য অধিকাংশ মানুষেরই নেই; যদিও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের চার কোটি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ইউরোপীয় মানের।

রাজপথ দখলে রাখার রণে পরবর্তী অর্থ জোগানদাতাদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় পর্যায়ে চাঁদাবাজির শিকার ছোট দোকানদার ও অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ খুদে ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কাছ থেকে জনপ্রতি আদায়ের পরিমাণ অল্প হলেও সংখ্যায় তাঁরা বিপুল বলে মোট আদায়ের পরিমাণ বিশালই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর চাঁদাবাজির শিকার এই খুদে ব্যবসায়ীরাও চাঁদার অর্থ উশুল করতে গিয়ে পণ্যের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে বাড়তি মুনাফা যোগ করে নিচ্ছেন, যার ফলাফল সহজেই বোধগম্য।

অন্যদিকে উল্লিখিত রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে যখন পণ্যমূল্য বেড়ে যায়, তখন আমদানিকারকেরাও পণ্য আমদানিতে শুল্ক অব্যাহতি দাবি করে বসেন এবং নিরুপায় হয়ে তাঁদের তা দিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থের ঘাটতি মেনে শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য প্রায় কখনোই কমছে না। বিষয়টির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধিডুবুটোই স্থানীয় পণ্য বিক্রেতা ও আমদানিকারক ব্যবসায়ীদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিচ্ছে, যদিও এই প্রক্রিয়ায় জনগণের অবস্থা এখন নাভিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

প্রসঙ্গত, দ্রব্যের দাম বাড়লে কৃষি উপকরণ ও শিল্পের কাঁচামালেরও দাম বাড়ে এবং সেই ধারাবাহিকতায় বৃদ্ধি পায় এসবের উৎপাদন খরচও। আর সেটাই এখন দেশে ঘটে চলেছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে এই উভয় খাতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। আর এটা বলাই বাহুল্য, উৎপাদনের ধারায় প্রবৃদ্ধির হার ইতিবাচক হলে, রাষ্ট্রের সদিচ্ছা থাকলে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা দিয়ে বাজারমূল্য বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু যদি উৎপাদনই কমে যায়, তাহলে তখন আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কীভাবে? ফলে যেভাবেই হোক, উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার মতো ঝুঁকিতে যাওয়া কিছুতেই সমীচীন হবে না। কিন্তু দেশ এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে, তা থেকে সমঝোতার মাধ্যমে দ্রুত বেরিয়ে আসতে না পারলে উল্লিখিত খাতেই শুধু নয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য খাত এমনকি সেবা খাতেও প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নমুখী হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য রাজপথ দখলে রাখার প্রয়াসে ব্যয়বহুল রাষ্ট্রযন্ত্রকে যুক্ত করার প্রয়াসও চোখে পড়ার মতো। আর তা করতে গিয়ে জনগণের করের পয়সায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের মানে দাঁড়ায় এই, এর ফলে রাষ্ট্রের অন্যবিধ স্বার্থ বিঘ্নিত বা ক্ষতিগ্রস্ত *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

যে যুদ্ধের কারণে মানবতা কাঠগড়ায়

সোনিয়া গান্ধী

৭ অক্টোবর ইয়াম কিপুর যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকীতে হামাস ইসরায়েলে ব্যাপক হামলা চালায়। এ হামলায় সহস্রাধিক মানুষ মারা যায়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক; অপহরণ করা হয় দুই শতাধিক মানুষকে। অপ্রত্যাশিত এ হামলা ইসরায়েলের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সভ্য বিশ্বে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। সে জন্য পরদিনই কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীনভাবে হামাসের হামলার নিন্দা জানায়।

ট্র্যাজেডি হলো, এর পরই ইসরায়েলি বাহিনী গাজা ও তার আশপাশে নির্বিচারে হামলা চালায়। প্রায় তিন সপ্তাহে ইসরায়েলের অভিযানে হাজার হাজার বেসামরিক ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক নিরীহ শিশু ও নারী রয়েছেন। ইসরায়েল তার রাষ্ট্রীয় সর্বশক্তি দিয়ে এমন এক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, যারা একেবারেই অসহায়। সামরিকভাবে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশের অস্ত্র এমন শিশু, নারী ও পুরুষদের নিশানা বানাচ্ছে, যাদের হামাসের আক্রমণে কোনো হাত নেই। বরং তারা কয়েক দশক ধরে বৈষম্য ও দুর্দশা ভোগ করছে।

ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজায় ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তাদের হামলায় কোনো কোনো পরিবারের সব সদস্য প্রাণ হারিয়েছে এবং আশপাশের পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে যে বিশাল মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে, তা মোকাবিলায় চিকিৎসাসেবা একেবারেই নগণ্য। পানি, খাদ্য ও বিদ্যুৎ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া ফিলিস্তিনি জনগণের সম্মিলিত শাস্তির চেয়ে কম নয়। অবরুদ্ধ গাজায় বহির্বিশ্বের যে ত্রাণ ও সাহায্য যাচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। গাজার পরিস্থিতি শুধু অমানবিকই নয়, আন্তর্জাতিক আইনেও বেআইনি। গাজাবাসীর খুব কম অংশই এ সহিংসতা থেকে বাঁচতে পারছে। ছোট্ট আয়তনের জায়গায় গাজাবাসীর ঘনবসতিপূর্ণ বাস। তাদের যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। আর এখন, এমনকি অধিকৃত পশ্চিম তীরেও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে।

হামলা বন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ইসরায়েলি কর্তাব্যক্তিরা গাজার বড় এলাকা ধ্বংস ও জনমানবহীন করার কথা বলেছেন। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিলিস্তিনিদের 'মনুষ্য জন্তু' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ অবমাননাকর ভাষা বেদনাদায়ক এবং এমন কথা সে বংশধরদের থেকে আসছে, যারা নিজেরাই হলোকাস্ট বা ব্যাপক গণহত্যার শিকার।

মানবতা এখন কাঠগড়ায়। আমরা সম্মিলিতভাবে ইসরায়েলের ওপর হামলায় যেমন বেদনাহত; তেমনি এখন গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হত্যা এবং নৃশংস হামলায়ও মর্মাহত। আমাদের সম্মিলিত বিবেক জাগা পর্যন্ত আর কত প্রাণ যাবে? ইসরায়েলি সরকার হামাসের আক্রমণের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের যেভাবে সমান অপরাধী করছে, সেটা গুরুতর ভুল। তারা হামাসকে ধ্বংস করার সংকল্পে গাজার সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস বাদ দিলেও, কোন যুক্তিতে গোটা জনগোষ্ঠীকে গুটিকতক ব্যক্তির জন্য দায়ী করা যায়?

ফিলিস্তিনিরা যে জটিল সমস্যা মোকাবিলা করছে, তার মূলে রয়েছে বাইরের শক্তির পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি সংকট। শুধু আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করা যেতে পারে। এটা আবারও বলা দরকার যে, এ আলোচনার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের দাবি পূরণ করতে হবে। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র তাদের অধিকার হলেও কয়েক দশক ধরে তা অস্বীকার করা হয়েছে; অথচ অন্যদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ন্যায্যতা ছাড়া শান্তি আসতে পারে না। ইসরায়েল গাজাবাসীকে দেড় দেশকেরও অধিক সময় ধরে যেভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তারা যেন 'উন্মুক্ত কারাবন্দি'। সেখানকার ২০ লক্ষাধিক মানুষ ঘনবসতিপূর্ণ শহর ও শরণার্থী শিবিরে বাস করছে। জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা ইসরায়েলি রাষ্ট্রের সহায়তায় ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ অব্যাহত রাখছে। তাদের আচরণে মনে হয়, তারা দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করতে চাইছে। শান্তি শুধু তখনই আসবে, যখন শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ ফের শুরু হবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনে করে, ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি উভয়েরই শান্তিতে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ইসরায়েলের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের মূল্যায়ন আমরা করি। এর অর্থ এই নয় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনিদের যে ভূমি ছিল, সেখান থেকে তাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং বছরের পর বছর ধরে তাদের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার বেদনাদায়ক স্মৃতি আমরা ভুলে যাব।

চলমান অবস্থায় বিশ্বকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, প্রভাবশালী দেশগুলোর যখন যুদ্ধ বন্ধে সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা উচিত, তখন তারা এক পক্ষকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দিচ্ছে। সামরিক হামলা বন্ধে সবচেয়ে বেশি সরব হওয়া দরকার এবং শক্তিশালী দেশগুলোর এগিয়া আসা উচিত। অন্যথায় যুদ্ধের এই চক্র অব্যাহত থাকবে এবং তা দীর্ঘ মেয়াদে এ অঞ্চলের মানুষদের শান্তিতে বসবাস করা কঠিন করে তুলবে।

সোনিয়া গান্ধী: ভারতের কংগ্রেস নেত্রী; দ্য হিন্দু থেকে দৈনিক সমকাল এর জন্য ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

১৭ বছর কেটে যায় বর্বরতা বদলায় না

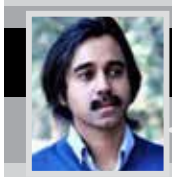

নাদির জুনাইদ

ঢাকার পল্টন ও বায়তুল মোকাররম এলাকায় ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর দুই রাজনৈতিক পক্ষের সংঘর্ষের সময় রাজপথে দেখা গিয়েছিল লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারার একাধিক দৃশ্য। সেই বর্বর আচরণের ভিডিও বিচলিত ও বিপর্যস্ত করেছিল বোধসম্পন্ন মানুষদের।

এর পর ১৭ বছর কেটে গেলেও এ দেশের কিছু মানুষের বর্বরতা বদলায়নি। গত ২৮ অক্টোবরও একই এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় আবার দেখতে হলো সে ধরনের বর্বরতা। এবার দলছুট পুলিশ সদস্যের ওপর লাঠি হাতে বোধশূন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক পেটানো হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, এক পুলিশ সদস্য মুমূর্ষু অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে আছেন। পাশের গলি থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলো এবং একজন হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা সেই অসহায়, আহত পুলিশ সদস্যকে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পেটাতে থাকল। হতভাগ্য সেই পুলিশ সদস্য দুর্বলভাবে হাত নাড়াচ্ছেন। অর্থাৎ তখনও বেঁচে আছেন। মুহূর্তেই লাঠি হাতে ছুটে এলো আরও অনেকে এবং লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে পেটাতে থাকল। নিথর পড়ে থাকা একজন মানুষকে অনেকে মিলে উন্মাদের মতো আঘাতের সেই দৃশ্য অসহনীয়। কিন্তু আঘাতকারীদের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা দয়া দেখা যায়নি।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, মাটিতে পড়ে যাওয়া পুলিশ সদস্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ মুখে ইটের টুকরো দিয়ে বারবার আঘাত করছে; শরীরের ওপর উঠে লাথি মারছে। ভাবতে কষ্ট হয়, নির্মম এসব লোক আমাদেরই সমাজের। যে সমাজে এমন মানবিকতাবিহীন লোকেরা ঘুরে বেড়ায়, সেই সমাজ নাগরিকদের জন্য কতটা বিপজ্জনক আর ঝুঁকিপূর্ণ! সেই চিন্তা আমাদের ভীত আর বিপর্যস্ত করে।

দুটি ২৮ অক্টোবরের মাঝে ১৭ বছরের ব্যবধান। এই দীর্ঘ সময়ে দেশে রাজনৈতিক হানাহানি থামেনি; ক্ষমতায় থাকা এবং যাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ বন্ধ হয়নি। বিন্দুমাত্র বদল হয়নি কিছু মানুষের বর্বরতা, নৃশংসতার। শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে এক 'কাইজার' বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন 'সবাই ঢাল, সড়কি, বল্লম, কোচ, রামদা হাতে নিয়ে যখন খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দুর্বোধ্য চিৎকার করতে করতে সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন চোখের সামনে এক টুকরো অকর্ষিত ও রক্তস্নাত মধ্যযুগকেই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।' ১৭ বছরের ব্যবধানে দুটি ২৮ অক্টোবরে আমরা দেখলাম, শুধু গ্রাম নয়; রাজধানীতেও ফিরে আসতে পারে মধ্যযুগীয় বর্বরতা।

গত ২৮ অক্টোবরের সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন পুলিশ কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজ। নিহত হয়েছেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা শামীম মোল্লা। তাদের পরিবারের সদস্যরা স্বজন হারানোর যে বেদনা অনুভব করছেন, আমাদের পক্ষে হয়তো তাদের মতো করে অনুভব সম্ভব নয়। কিন্তু একটি অধঃপতিত ও ধ্বংসাত্মক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের টিকে থাকার অস্বাভাবিকতা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

তিন দশকের বেশি আগে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরও জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে এলেই বারবার আমাদের দেখতে হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সংঘাত। ঘটে প্রাণহানি। কেন প্রতিবার নির্বাচনের আগে এই দেশে এমন বিশৃঙ্খলা আর সহিংসতা ঘটে? এমন পরিস্থিতির দায় কি রাজনীতিবিদরা এড়াতে পারেন? চিন্তাবিদ থমাস হবস তাঁর 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে লিখেছিলেন, মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণ করতে

এবং ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে ব্যগ্র। ক্ষমতায় থাকার অভিপ্রায় স্বাভাবিক, কিন্তু রাজনীতিবিদদের মানসিকতা যদি হবস-বর্ণিত মানুষের মনোভাবের মতোই হয়ে যায়, তাহলে সে রাজনীতিবিদরা সমাজের কল্যাণ করতে পারবেন না।

মানুষের বিবেচনাশক্তি, মানবিকতাবোধ আর নৈতিকতার উন্নতি না ঘটলে কোনো অর্জনই যে সমাজকে আলোকিত ও নিরাপদ করতে পারবে না, এ কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রযুক্তি আর অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস নিয়মিত চোখে পড়লেও, মনের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আন্তরিক আগ্রহ দেখতে পাই না। একদিকে ঘটছে প্রযুক্তি আর অবকাঠামোর প্রসার, অন্যদিকে আমাদের দেখতে হচ্ছে কিছু মানুষ প্রকাশ্য রাজপথে দল বেঁধে একলা, অসহায়, আহত মানুষকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারছে অবলীলায়। এ অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবশ্যই দরকার। একই সঙ্গে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব সমাজে অনেকের মনে বোধশূন্যতা ও হিংস্রতা টিকিয়ে রাখছে, তা নির্মূল করাও দরকার। তা করতে ব্যর্থ হলে ১৭ বছর পর কিংবা তারও আগে আবারও 'প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত দিক থেকে আধুনিক' ঢাকা শহরে দেখতে হবে এমন পৈশাচিকতা।

দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছিলেন, শাসকের নৈতিক চরিত্র বাতাসের মতো, আর জনগণের মন হচ্ছে ঘাসের মতো। বাতাস বয়ে গেলে যেমন ঘাস আন্দোলিত হয়, দেশের মানুষের চিন্তাধারাও শাসকের আচরণের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। আমাদের রাজনীতিবিদরা কি ভাবেন, তাদের আচরণ, কথাবার্তা এবং কাজ জনগণকে কেমন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে? বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে থাকা আমাদের রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই যে ধরনের আক্রমণাত্মক কথা বলেন, তা তাদের অনুসারী বা সাধারণ মানুষকেও সহিংস আচরণে প্ররোচিত করে কিনা, নেতারা কি ভেবে দেখেন? কোনো রাজনীতিবিদ যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন তাহলে তাঁর বক্তব্যে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা থাকবে; সহিংসতার ছাপ থাকবে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণ করার ব্যাপারে বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করা রাজনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব অবহেলিত হলে যে অশুভ পরিস্থিতি তৈরি হবে, তাতে বিপদগ্রস্ত হবে পুরো সমাজ। সাধারণ মানুষ তো নয়ই, রাজনীতিবিদরাও সবসময় নিরাপদ থাকবেন না।

দশকের পর দশক ধরে আমাদের দেশ রাজনৈতিক সমস্যায় পীড়িত। দুর্নীতি আর হানাহানির কারণেই সমাজে বারবার দেখা দিচ্ছে অস্থিরতা; প্রাণ হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। অথচ রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ আচরণই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানসিক উন্নয়ন নিশ্চিত হলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ ঘটবে এবং রাজনীতিও অর্জন করবে সত্যিকারের সাফল্য। আমাদের রাজনীতিবিদরা কি তা অনুধাবনে সক্ষম? রাজনীতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হচ্ছে না; তা ব্যবহৃত হচ্ছে গণমানুষের এবং দেশের উপকার নিশ্চিত করার জন্য দেশপ্রেমিক মানুষরা অবশ্যই তাই দেখতে চায়। ড. নাদির জুনাইদ: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
100%
BEST PRICE
Guaranteed
Mummun Hasina Bari
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER
AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

বিয়ের আচার নাকি অত্যাচার?

রুমা মোদক

সম্প্রতি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেশে কিংবা প্রবাসে বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে আপনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার মতোই।

বর-কনের সামনে ছাতা-বর্ষাতি লাল নীল বাতি সেট করে এক দঙ্গল ফটোগ্রাফার, ভিডিওগ্রাফার। বর কনের চেহারা দেখা দূরে থাকুক,আপনি কেন এসেছেন কোথায় এসেছেন ভুলে যাবেন। এই ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফির অত্যাচারে বিয়ের যে আবশ্যিক অনুষঙ্গ কিছু ধর্মীয় রিউচুয়াল তাও নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে।

বিয়ে নারী ও পুরুষের যৌন অর্থাৎ একটি জৈবিক প্রয়োজনের সামাজিক, আইনগত ও ধর্মীয় রীতিসিদ্ধতা। প্রাণী জগতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই জৈবিকভাবে যৌনসত্তা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী সভ্য নয় বলে, তাদের সামাজিক দায় নেই,সামাজিক দায়জাত মূল্যবোধ নেই।

মানুষ সভ্যতার ধাপে ধাপে নানা মূল্যবোধ অর্জন করেছে। নারী পুরুষ লৈঙ্গিক পরিচয়ের উর্ধ্বে নানা সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে। এর কোনটা শ্রদ্ধার, কোনটা স্নেহের, কোনটা রক্তের বন্ধনের। সহোদর সহোদরা আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধিক সচেতনতায়। যে কোন নারীর সাথে যে কোন পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সামাজিক শৃঙ্খলার খাতিরে। মানব জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিয়ে নামক চুক্তি। নানা ধর্মে নানা বৈচিত্র্যময় চুক্তির ধরন। এই চুক্তির কারণে কেবল যে যৌন সম্পর্কে শৃঙ্খলা স্থাপিত হলো তা নয়। বরং এর সাথে যুক্ত হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা। ভরণ পোষণ ও অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা। ক্রমে এতে আবশ্যিক স্রোত হয়ে মিশলো মানুষের মানবিক আবেগ। পারিবারিক মর্যাদা, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বিষয়। উপজাত হিসাবে তৈরি হলো বিচ্ছেদ জনিত বেদনা ও ভোগান্তি,সামাজিক হেনস্থা। এই ধর্মীয় সামাজিক চুক্তির ফাঁক ফোকর গলে অনেকেই সুযোগ পেলো দায় এবং দায়িত্ব অস্বীকারের। ফলে একসময় এর সাথে যুক্ত হলো আইনি বাধ্যবাধকতা। সামাজিক শৃঙখলা ক্রমে আইনি বাধ্যবাধকতায় ওতোপ্রোতো ভাবেই জুড়ে গেলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সাথে।

এই উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে প্রধান দুটি ধর্ম হিন্দু এবং ইসলাম। দুটো ধর্মে বিবাহরীতি দু'রকম। ইসলাম ধর্মে বিয়ে সরাসরি চুক্তি। কাজি, যা কিনা বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া কাজির মাধ্যমে সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহর ধার্য করে মুসলিম বিয়ে সম্পন্ন হয়। যে বিয়েতে বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ আইন ও ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মেও বিয়ে একপ্রকার চুক্তি কিন্তু তা কিছুটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। মন্ত্রোচ্চারণ, সাত পাক, স্ত্রী কে আজীবন ভরণ পোষণ এর মন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নারী পুরুষের বিবাহ বন্ধন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে লোক সাক্ষী রাখা। হিন্দু আইনে এখনো বিচ্ছেদ স্বীকৃত নয়। ধর্মীয় আচরণের সাথে বিয়ে প্রথায় যুক্ত হয় নানা দেশীয় আচরণ। কাবিন আর দেনমোহরের বিয়েপ্রথায় যুক্ত হয়েছে এনগেজমেন্ট, গায়ে হলুদ,পান চিনি, রিসিপশন এর মতো আনুষ্ঠানিকতা। সাতপাকের বিয়ের বাঙালি রীতির আবশ্যিক পালনীয় রীতি অধিবাস সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে হয়ে গেছে গায়ে হলুদ। যেখানে কনে কিংবা বরকে সাজিয়ে গুজিয়ে সামনে পাশ্চাত্য রীতির কেইক আর ফলমূল সাজিয়ে এক হযবরল সংস্কৃতি। এর সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভারতীয় দক্ষিণের নানা রীতিনীতি, আচার। বলা বাহুল্য এসবই হিন্দি সংস্কৃতিজাত। সেসব ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন উহ্য রেখে যে বিষয়টি আলোচনা জরুরি এই হযবরল সংস্কৃতির চাপে বিয়ে নামক রীতি এখন রীতিমতো দৈত্যের মতো হা করে গিলতে বসেছে মধ্যবিত্তদের।

আসলে বিয়ে সংক্রান্ত সর্বজনবিদিত বিষয়গুলো আমার মূল আলোচ্য বিষয় নয়। আমার মূল দৃষ্টি আকর্ষণ সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্ট বিয়ে প্রথার এইকালে লোক দেখানো প্রতিযোগিতা।

গল্পটি ছোটকালে আমাদের অনেকেরই পড়া। গণি মিয়া একজন গরীব কৃষক...। গণি মিয়ার সেই গল্পের মতো আমাদের হাল আমলের সব বিয়ে। ধর্মীয়, সামাজিক,লৌকিক এবং আইনগত প্রয়োজনের উর্ধ্বে বরং জাঁকজমকপূর্ণ লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা হয়ে উঠেছে এর মূল কাজ।

বিয়ের বেনারসির ঐতিহ্য অনেক আগেই বাসি হয়েছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে হিন্দি কালচারের লেহেঙ্গা। এসবের দাম শুনে আপনি চমকে যাবেন, কখনো লাখ টাকাও ছাড়িয়ে যায়। শুধু দাম শুনে চমকাবেন কেন, ওজন আগলে কোমর ব্যাথাও হতে পারে একেকজন। কনে একদিনের জন্য যে লাখ টাকার লেহেঙ্গা পরে তা আগলে নিয়ে যায় আরও জনা পাঁচেক স্বজন পরিজন। তারপর ' আমার বিয়ের লেহেঙ্গা, লাখ টাকা দাম...' উত্তর প্রজন্মের কাছে এই গল্প আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা ছবির মাঝেই এর সীমাবদ্ধতা। এর আশ্রয় ঘরের ক্লজেট। একসময় ক্লজেটও হাঁপিয়ে যায় বোধ করি। এক বিশাল আপদ হয়ে দাঁড়ায় এই বিয়ের পোশাক।

বিয়ের সাজসজ্জার মধ্যে চলে এক অলিখিত প্রতিযোগিতা। সৈয়দ বাড়ির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এ যে অংকের টাকার আলোকসজ্জা হয়েছে, চৌধুরী বাড়ির আলোকসজ্জা হতে হবে তার চেয়ে বেশি।

বর কনের পার্লারে সাজার বিল বছর বিশেক বিয়ের খরচের চেয়েও বেশি। এখানেও প্রতিযোগিতা। খরচ আর বাহুল্যের প্রতিযোগিতা। হাল আমলের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রদর্শনী এই প্রতিযোগিতার অগ্নিতে দেখিয়ে দেয়ার ঘি ঢেলে যাচ্ছে পুরোদমে।

কোথায় বর কনের চির পরিচিত লাজ নম্র আনত দৃষ্টি! বলছি না এ খুব ভাল ছিলো, খারাপ ছিলো এও তো বলতে পারি না। এ ছিলো আমাদের ট্রাডিশন। হাল আমলের বিয়ের ভিডিওগ্রাফি দেখে আমি থ মেরে গেছি। এর নাম নাকি 'এন্ট্রি নেয়া'। নাচতে নাচতে ক্যামেরার লেন্স ফোকাসে ঢুকছে বর কনে। গায়ে হলুদের রাত তো নয়, পাড়া প্রতিবেশি, শিশু বৃদ্ধ টের পায় শব্দ দূষণের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিয়ের অনুষ্ঠান: ঝোঁক বাড়ছে জাঁকজমকে

তায়েব মিল্লাত হোসেন

বাঙালি জীবনে বিয়ে শুধু দুজন মানুষের বন্ধনের উপলক্ষ্য নয়, সামাজিক একটি উৎসবও। কোনো কোনো আয়োজনের মাত্রা এতোই বেশি থাকে যে, সেই বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে।

সামাজিক উৎসব বিয়ে এখন কনটেন্টের উৎসে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধাপে, রকমারি আয়োজনে অবস্থাপন্নরা বিয়ের কাজটি সারছেন। তবে নিজেরা ঝামেলামুক্ত থাকতে অনুষ্ঠান করার দায়-দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের হাতে। যারা 'ওয়েডিং প্ল্যানার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের স্থান, খাবারদার, বর-কনের সাজপোশাক, মঞ্চ, যানবাহন, নিমন্ত্রণপত্র, ছবি, ভিডিও- সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেয় বিয়ে ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানগুলো। অনলাইন-অফলাইন মিলিয়ে দেশে এমন প্রতিষ্ঠান শতাধিক বলে জানা গেছে।

যাদের আর্থিক সক্ষমতা বেশি তারাই বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয় বলে জানালেন রন্ধনবিদ ও রূপ বিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা রীতা। ডয়চে ভেলে বাংলাকে তিনি বলছেন, এখন একটি বিয়ে কেন্দ্র করে সাত-আটটি অনুষ্ঠান হয়। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান, বউভাত, গায়ে হলুদের পাশাপাশি ব্রাইডাল শাওয়ার, ব্যাচেলর নাইট- নানা কিছু যুক্ত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠান কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে বরকনে ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা সাজায় অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান।

বিয়ে-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের জাঁকজমক বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরে রাহিমা সুলতানা রীতা বললেন, 'এমন অনুষ্ঠানেও গিয়েছি, যেখানে ডেকোরেশনেই ২-৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।' বিয়ের বিশাল আয়োজনের অনেক ক্ষেত্রেই 'শো-অফ' বা 'লোক-দেখানোর' প্রবণতা থাকে বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিয়ে কী ও কেন- এসব বিষয়ে বর-কনেকে বুঝানোর পরামর্শ দিলেন প্রি-ব্রাইডাল কাউন্সিলর রাহিমা সুলতানা রীতা। তার মতে, বিয়ে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় আজকাল বিচ্ছেদের সংখ্যাও বাড়ছে।

উৎসবে বদলের হাওয়া

বিয়ের অনুষ্ঠান সামনে রেখে তৈরি সরকারি, বেসরকারি 'কমিউনিটি সেন্টার' শহর থেকে গ্রাম অবধি ছড়িয়ে পড়ছে। এর আগে মফস্বলে বাড়ির উঠানে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল সাজানো হতো। ঢাকা শহরে বাড়ির ছাদ বা আশপাশের খালি জায়গা বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে নির্ধারণ করা হতো। তারও আগে পুরান ঢাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ের আয়োজন মসজিদকেন্দ্রিক ছিলো বলে জানালেন ঢাকা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিম বখশ। ডয়চে ভেলে বাংলাকে তিনি জানালেন, আগে পাড়ার মসজিদে বর বসতেন। এখানেই বিয়ের ব্যবস্থা হতো। আর আশপাশের কোনো বাড়িতে খাওয়ার আয়োজন করা হতো। তারপর বরকে কনের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে কনেকে বরের হাতে তুলে দেওয়া হতো। এটাই ছিলো মেয়েকে বিদায়ের পর্ব। কমিউনিটি সেন্টার হওয়ার পর পর বিয়ের অনুষ্ঠানের পুরো আদল বদলে গেছে বলে তিনি মনে করেন।

মোহাম্মদ আজিম বখশ বলছেন, বিয়ের অনুষ্ঠান আগে ছিলো দুই পক্ষের আত্মীয়দের মিলনমেলা। সেটা এখন আর নেই। মেয়েপক্ষের লোকজন আগেই খেয়েদেয়ে চলে যায়। বর আসে রাত ১০টায়। ফলে কারো সাথে কারো দেখা হয় না। বিয়ের উৎসব কেন্দ্র করে যে সামাজিক বন্ধন, সেটা এখন কমে গেছে- এই পর্যবেক্ষণ তার।

এখন অবশ্য নিজ এলাকায় বা সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টিও কেউ কেউ মাথায় রাখছেন না।

তারা 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' বা গন্তব্যে গিয়ে বিয়ে করার পথ বেছে নিচ্ছেন। যেখানে পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, কিছু বন্ধু হয়তো নিমন্ত্রিত হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। তবে এমন আয়োজনে ছবি তোলা পরিপূর্ণ গুরুত্বই পায়। কারণ দর্শনীয় স্থান বা প্রকৃতির মাঝে বিয়ে করার বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখতে চান নব দম্পতিরা। 'ওয়েডিং প্ল্যানার'রা নতুন এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও দিচ্ছে সেবা। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

PREMIUM SUPERMARKET

হালাল HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 03 - Nov 09, 2023) | Promo Code : PSP44

SALE $8.99/LB — SIZE 1 KG — HILSHA SHAHJALAL BRAND

SALE $7.99/LB — SIZE 10/12 — HILSHA CROWN BRAND

SALE 2/$28.99 — SIZE 3 KG — ROHU

SALE $2.99/LB — PANGASH WHOLE

SALE $3.49/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN

SALE $3.29/LB — TILAPIA FILLET

SALE $9.99/EA — 31/40 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA HEADLESS SHRIMP

SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — 250 GM — CROWN FARMS GURA BAILA

SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — 250 GM — CROWN FARMS KOI BLOCK

SALE 2/$5.00 — EACH $2.99 — 250 GM — CROWN FARMS DESHI PUTI BLOCK

SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — KESKI TRAY (HAOR)

SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK BASMATI RICE

SALE $13.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA POMACE OIL

SALE $34.99/EA — 2.5 GAL — MAZOLA CORN OIL

SALE $8.99/EA — 25 PCS — KAWAN PARATHA FAMILY PACK

SALE 2/$5.00 — 560 GM — MAGGI MASALA NOODLES

SALE $11.99/EA — 56.5 OZ — NESTLE COFFEE MATE

SALE $18.99/EA — 20 LB — GOLDEN TEMPLE ATTA

SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — ONE DOZEN — MEDIUM BROWN EGGS

SALE $3.79/EA — WITH $75 PURCHASE — CREAM-O-LAND MILK GALLON

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"

STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

Premium Supermarket

8TH WEEK LUCKY WINNERS OCT 21TH TO OCT 27TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
JOSEPH, BIPLOB BHOWMIK	LEON MORRIS, FARZANA KARIM	SHUVRA DEBNATH	MD. ZULFIKAR ALI BHUTTO	TANIA CHOWDHURY, ABDULLAH
SHAMIM JAHAN	SHAHNURU PARVIN	ABDUL AL MASUD, MASHUDA	RIAJ UDDIN, SHAMIM	AL MAMUN, KAMAL HOSSAIN
TEL: 347-657-8911	TEL: 347-658-0134	TEL: 347-658-4362	TEL: 347-626-8798	TEL: 347-658-0972

7TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE — Mr. Sarkar, Jt. Mohiuddin, Habib

BRONX — Asadur Khan, Mahaboob Ahmed Zeolia Padilla

JACKSON HEIGHTS — Mohammad Hossain, Md Alamgir Sikder, Shameem

JAMAICA — Abed Hasan, Sheikh Ahmed, Doul

OZONE PARK — Md Hasan, Tajul Talukder, Shafaly

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT EBT

ADI'S The Halal Supermarket

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 03 - Nov 16, 2023) | Promo Code : PSP06

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

SALE $2.99/LB — BEEF WITH BONE SINA MIX

SALE $5.49/LB — WHOLE FROZEN GOAT BACK LEG

NO CUT NO CLEAN — SALE 79¢/LB — CHICKEN QUARTER LEG

SALE $33.99/EA — 50 LB — DELTA PARBOILED RICE

SALE $17.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE

SALE $1.99/LB — CHICKEN BREAST

1 KG UP — SALE $17.99/EA — HILSHA SHAHJALAL BRAND

3 KG — SALE 2/$14.99 — ROHU CK BRAND

SALE $12.99/EA — 20 LB — CAROLINA PARBOILED RICE

SALE $12.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA POMACE OIL

SALE $3.29/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN

250 GM — SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — CROWN FARMS DESHI PUTI

31/40 2LB BAG — SALE $8.99/EA — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA HEADLESS RAW SHRIMP

560 GM — SALE 2/$5.00 — EACH $2.99 — MAGGI MASALA NOODLES

SALE $3.79/EA — 4 LB — LAXMI MASOOR DAL & CHANA DAL

250 GM — SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — CROWN FARMS DESHI BLOCK KOI

250 GM — SALE 3/$5.00 — EACH $1.99 — CROWN FARMS GURA BAILA

SALE 3/$5.00 — KESKI TRAY (HAOR)

SALE $17.99/EA — 20 LB — GOLDEN TEMPLE ATTA

ONE DOZEN — SALE 3/$5.00 — EACH $1.79 PER DOZ — MEDIUM BROWN EGGS

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"

STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

ADI'S BRONX

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023

UTTAM SAMADDER ▮ MD ZALHOZ KHAN ▮ SIRAJ CHOWDHRY

2ND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH 2023

BAHARU SHAMIMI ▮ FATHIMA METU ▮ ABDHUS SALAM

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023

MD. SHAMSUL HOQ ▮ REZAUL HAQUE ▮ SAH

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023

MOHAMMAD JEWEL SIKDER ▮ TANIA RAHMAN ▮ ALAMIN

ADI'S The Halal Supermarket

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT	(All Locations)	(5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate

email your resume to **HR@PremiumGroupNYC.com**

or Call **718-679-9983** for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(সকল অবস্থানসমূহে)	(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন IIR@PremiumGroupNYC.com

অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

‘পিপল আপ’ এর উদ্যোগে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মত বিনিময়

ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

অক্টোবর ৩০, ২০২৩। সোমবার। বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়, ১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক -১১৪৩৫

বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকা। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন স্বার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের শামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস*

সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।
বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

ডা. ওয়াজেদ এ খান, *সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

আবু তাহের, *সত্তাধিকারী, টাইম টিভি ইউএসএ সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা।*

আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।
আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পাারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

নাজমুল আহসান, *সম্পাদক, পরিচয়।*

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।
গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

মনজুর আহমেদ, *প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল*

বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মঈনুদ্দিন নাসের, *সিনিয়র সাংবাদিক।*

প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ’কে ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

মনওয়ারুল ইসলাম, *সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক কাগজ*

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity www.alegracare.com 888-212-3237 info@alegracare.com
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES www.banglacdpap.com 888-212-3237 info@banglacdpap.com

আনারসের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: আনারস আমাদের অতি পরিচিত একটি ফল ফলটি ইংরেজিতে পাইনাপেল নামে পরিচিত। কমবেশি আমরা সবাই এ ফল খাই। তবে কেউ কি আর হিসেব কষে খাই কোন ফলে কি উপাদান আছে? আর কোন উপাদান শরীরের কি উপকারে আসে? যদি জানি, তবে নিয়মিত খাদ্য তালিকায় কোন না কোন ফল যোগ করবো আমরা।

যেমন এর মধ্যে আনারস অন্যতম। শুধুই কি টক স্বাদের ফল এটি! এর যে কত উপকারীতা, তা জানি না আমরা অনেকেই। চলুন জেনে নেওয়া যাক আনারসের গুণাগুণ সম্পর্কে।

পুষ্টির অভাব দূর করে:আনারস পুষ্টির বেশ বড় একটি উৎস। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। এ সব উপাদান আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে আনারস খেলে দেহে এ সব পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকবে না।

হজমশক্তি বাড়ায়: আনারস আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকরী। আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

হাড়ের সুস্থতায়: আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাংগানিজ। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাংগানিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত। প্রতিদিনের খাবার তালিকায় পরিমিত পরিমাণ আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যাজনিত যে কোনো রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ওজন কমায়: শুনতে বেশ অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমানোয় বেশ সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার রয়েছে এবং অনেক কম ফ্যাট। সকালের যে সময়ে ফলমূল খাওয়া হয় সে সময় আনারস এবং সালাদে আনারস ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তাই ওজন কমাতে চাইলে আনারস খান।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায়: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে আনারস ম্যাক্যুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে।

এ রোগটি আমাদের চোখের রেটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাই। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন। প্রতিদিন আনারস খেলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

রসুন খেলে যেসব রোগ থেকে দূরে থাকবেন

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রসুন খাওয়ার চল বহু যুগের। শরীর সুস্থতায় রসুনের জুড়ি মেলা ভার। রসুন এমন এক সবজি,যা খেলে শরীরে বাসা বাঁধবে না কোনও রোগ। রসুনের মধ্যে রয়েছে এলিসিন নামে এক উপাদান,যা ক্যানসারসহ বিভিন্ন রোগ থেকে আপনাকে দূরে রাখবে। এ ছাড়া রান্নার স্বাদ বাড়ায় রসুন। প্রায়ই রান্নাঘরে পেঁয়াজের মতন রসুনও জমা করা থাকে। আসুন জেনে নিন,রসুনের গুণের কথা :

১. প্রতিদিন কাঁচা রসুন খেলে হৃদপিণ্ড নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তাই হৃদপিণ্ডের সমস্যা থেকে মুক্তি পেলে চাইলে রসুন খেতে পারেন। বুকের বাঁ পাশে ব্যথা,সিঁড়ি বেয়ে উঠার কষ্ট দূর করতে সকালে রসুন খান। এতে হৃদপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে। ফলে বুকের ব্যথা কমে যাবে,সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হবে না।

৩. শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য খালি পেটে রসুন খেতে পারেন। এতে উপকার পাবেন বেশি। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে দুই কোয়া রসুন খেলে শরীরের রক্ত সঞ্চালনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য ভালো কাজ করে রসুন। এ ছাড়া শরীরের সংক্রমণ প্রতিরোধেও রসুন কাজ করে।

৫. শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চাইলে রসুন খেতে পারেন। রসুনের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণ অনেকটা ওষুধের মতো কাজ করে।

৬. খালি পেটে রসুন খেলে ত্বক ভালো থাকে,বার্ধক্যের ছাপ পড়ে না।

৭. অ্যালার্জি সমস্যা,ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা থেকে ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটতে পারে,যা থেকে মুক্তি পেতে রসুন পিষে রস খেলে ভালো উপকার পাবেন।

৮. রসুন রক্তে জমা হওয়া ফ্রি র□্যাডিক্যাল ধ্বংস করে দেয়। ফ্রি র□্যাডিক্যাল শরীরের পক্ষে মারাত্মক। ফ্রি র□্যাডিক্যাল ডিএনএ ও কোষের মেমব্রেন নষ্ট করে দেয়।

বাঁধাকপির উপকারিতা ও অপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায় যে সব সবজি, তার মধ্যে বাঁধাকপি অন্যতম। তবে শীতের সময়ের বাঁধাকপির স্বাদ আলাদা। বাঁধাকপির ইংরেজি নাম Cabbage এবং বৈজ্ঞানিক নাম Brassica oleracea। বাঁধাকপি বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে যেমন গাঢ় সবুজ, হালকা সবুজ, সাদা, লাল ও বেগুনী। বাঁধাকপি কাঁচা রান্না করে কিংবা মাংসের সাথে বিশেষ করে সালাদে কচি বাঁধাকপি মেশালে স্বাদে যেমন বাড়ে খেতেও অত্যন্ত চমৎকার। পুষ্টিগুণে ভরপুর বাঁধাকপি সাধারণত সবজি হিসেবে খাওয়া হলেও এর রয়েছে নানান ঔষধি বৈশিষ্ট্য। আজ তুলে ধরা হল বাঁধাকপির কিছু উপকারিতা ও অপকারিতা যা আমাদের শরীরে প্রভাব ফেলে:

বাঁধাকপির উপকারিতা

বাঁধাকপি পেট ব্যথা এবং অন্ত্রের আলসার কমাতে সাহায্য করে। ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রিপোর্ট অনুযায়ী পাকস্থলীর আলসারে যারা বাঁধাকপির রস পান করেন না তাদের তুলনায় গড়ে যারা বাঁধাকপির রস পান করেন তারা দ্রুত নিরাময় লাভ করেন। বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম রয়েছে। এসব উপাদান হাড়ের নানান সমস্যা দূর করে হাড় ভালো রাখে। নিয়মিত বাঁধাকপি খেলে বার্ধক্যজনিত হাড়ের সমস্যার সম্ভাবনাও কমে যায়। বার্ধ্যজনিত হাড়ের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে এই সবজি।

বাঁধাকপি ক্যানসার সৃষ্টিকারী টিউমার বৃদ্ধি রোধ করে। বাঁধাকপিতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা শরীর থেকে ফ্রি র□্যাডিক্যালস দূর করে শরীরকে ক্যানসার মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে থাকায় এই সবজিটি নিয়মিত খেলে ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে নার্ভের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে। ফলে বুড়ো বয়সে গিয়ে অ্যালজাইমার-সহ মস্তিষ্কের একাধিক রোগের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

বাঁধাকপির পাতাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে একটা কাপড়ে রেখে কপালে বেঁধে দিন। কিছু সময় পরই দেখবেন মাথা যন্ত্রণা একেবারে নেই। আর যদি এমনটা করতে না চান, তাহলে আরেকটি ঘরোয়া পদ্ধতি আছে, যা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিমাণ মতো বাঁধাকপি নিয়ে ২৫-৫০ এম এল জুস বানিয়ে পান করুন। এই ঘরোয়া ওষুধটি ক্রনিক মাথাব্যথা কমায়।

বাঁধাকপির অপকারিতা

বাঁধাকপি পরিপাকে অসুবিধা হলে গ্যাসট্রাইটিস বেড়ে যায়। বাঁধাকপির কারণে পেট ফাঁপাভাব হতে পারে। বাঁধাকপি ব্রোকলি, পাতা কপি এবং ফুলকপির মত ক্রুসীফেরাস সবজি যা পেটে গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। চিন্তায় পড়ে গেলেন তো? বাঁধাকপি খাবেন কি খাবেন না? প্রথমে অল্প পরিমাণে খেয়ে দেখুন, কোন রকম অস্বস্তি বোধ করছেন কিনা। যদি কোন সমস্যা হয়ে থাকে কিংবা সমস্যা গুরুতর হয় তবে বাঁধাকপি না খাওয়াই ভাল। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। (এই প্রতিবেদনটি কেবলমাত্র সাধারণ তথ্যের জন্য, তাই বিস্তারিত জানতে হলে সর্বদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

সকালে খালি পেটে পানি খেলে যত উপকার

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিদিন ৫-৬ লিটার পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন খালি পেটে এক গ্লাস পানি পান করলে, তা হজমের ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে।

তাতে পেটে গ্যাস ও পেট ফুলে থাকার মতো কোনো সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

খালি পেটে পানি পান করলে শরীর থেকে টক্সিনও দূর হয়ে যায়। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠেই এক গ্লাস পানি পান করার অভ্যাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সকালে খালি পেটে পানি পান করার উপকারিতা কী কী, তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক-

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পানি পান করার অভ্যাস করুন। তাতে শরীরের রক্ত পরিশোধিত হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে অন্তত ৩ গ্লাস কুসুম গরম পানি পান করলে প্রস্রাবের মাধ্যমে সারারাত জমে থাকা ময়লা দূর হয়ে যায়।

বর্তমানে ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে অধিকাংশের কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা তৈরি হয়। তবে খালি পেটে পানি পান করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন দ্রুত। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খালি পেটে তিন গ্লাস পানি পান করুন। কয়েক সপ্তাহ পর নিশ্চিত এর ফল পাবেন।

যদি ওজন ক্রমশ বৃদ্ধি নিয়ে সমস্যায় ভোগেন তাহলে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ১-২ গ্লাস কুসুম গরম পানি পান করার অভ্যাস তৈরি করুন। এতে শরীরে মেটাবলিজম উন্নত হয়। ধীরে ধীরে ওজন কমতেও সাহায্য করে।

ভোরবেলায় পানি পান করলে ঋতুস্রাব, প্রস্রাব, গলা ও কিডনি সংক্রান্ত রোগ সেরে যায়। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ২-৩ গ্লাস পানি পান করা উচিত।

সহজ কিছু উপায়ে কিডনি ভালো রাখুন!

পরিচয় ডেস্ক: শরীরে পটাশিয়াম, লবণ ও পিএইচ এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিডনির ভূমিকা অপরিসীম। আসুন জেনে নেই, কিডনি ভালো রাখতে করণীয় কিছু কাজ সম্পর্কে:

১. প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন। হাঁটাহাঁটি, সাঁতার, সাইক্লিং হতে পারে চমৎকার ব্যায়াম।

২. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অতিরিক্ত ব্লাড সুগার প্রভাব ফেলে কিডনির উপর।

৩. পানি জাতীয় খাবার বেশি করে খান। দিনের দেড় থেকে দুই লিটার পানি পান করুন।

৪. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হুট করে যেকোন ঔষধ খেয়ে ফেলবেন না।

৫. উচ্চ রক্তচাপের কারণে ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন সবসময়।

৬. বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। এ অভ্যাস কিডনির সুস্থতার জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয়। প্রস্রাব আটকে রাখবেন না বেশিক্ষণ। এ ধরনের অভ্যাস কিডনির ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

হঠাৎ প্রেসার কমে গেলে করণীয়

প্রেসার সিস্টোলিকে ৯০ মিলিমিটার পারদ চাপ এবং ডায়াস্টোলিকে ৬০ মিলিমিটার পারদ চাপ হলো নিচের দিকে রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা। এর কম হলেই তখন লো প্রেসার জনিত বিভিন্ন জটিলতা শুরু হয়। বসা বা শুয়ে থাকা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রেসার কমে যাওয়া লো প্রেসারের সবচেয়ে সাধারণ রূপ। বয়স্ক লোকদের সাধারণত খাওয়ার পরে হঠাৎ করে প্রেসার কমে যেতে দেখা যায়। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত ও গুরুতর সংক্রমণের জন্য লো প্রেসার অনেক সময় জীবন-হুমকির কারণ হতে পারে। চলুন জেনে নেই হঠাৎ প্রেসার কমে গেলে কি করতে হবে।

প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ : সোডিয়াম দ্রুত প্রেসার বাড়াতে সাহায্য করে। তবে বেশি সোডিয়াম গ্রহণ হৃদরোগেরও কারণ হতে পারে। তাই শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে আগে থেকেই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে যে, হঠাৎ সোডিয়াম খাওয়া ঠিক হবে কি না।

লবণাক্ত খাবার প্রেসার বাড়াতে পারে। টিনজাত স্যুপ, পনির, আচারযুক্ত আইটেম এবং জলপাই ইত্যাদি লবণাক্ত খাবার হিসেবে প্রেসার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে।

অপ্রক্রিয়াজাত খাবারে টেবিল লবণ যোগ করা যায়। এতে কতটা লবণ খাওয়া হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফোলেট সমৃদ্ধ খাবার প্রেসার বৃদ্ধি করে। ফোলেট-সমৃদ্ধ খাবারগুলো হলো- মটরশুটি, মসুর ডাল, শাক, ডিম এবং সাইট্রাস ফল যেমন লেবু, কমলা।

ক্যাফেইনযুক্ত চা বা কফি কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে উদ্দীপিত করে এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে অস্থায়ীভাবে প্রেসার বাড়াতে সাহায্য করে।

প্রচুর পানি পান করা : ডিহাইড্রেশন লো প্রেসারের একটা বড় কারণ হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে হালকা ডিহাইড্রেশনও লো প্রেসারের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বমি, গুরুতর ডায়রিয়া, জ্বর, কঠোর ব্যায়াম এবং অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে দ্রুত ডিহাইড্রেশন ঘটতে পারে। মূত্রবর্ধক জাতীয় ওষুধও ডিহাইড্রেশনের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচুর পানি পানের কোন বিকল্প নেই। শরীরের প্রয়োজনীয় পানি বেরিয়ে যেতে শুরু করলে শরীরের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে পুরো দৈহিক অবস্থা দুর্বল হয়ে থাকে, যা যে কোন অঘটনের দিকে ধাবিত করতে পারে।

সাবধানে শরীরের অবস্থানের পরিবর্তন করা : শরীরের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে লো প্রেসার অর্থোস্ট্যাটিক নামে পরিচিত। যে কোন বয়সেই বহুল সংঘটিত এই লো প্রেসার এড়ানোর জন্য শরীরের অবস্থান পরিবর্তনের সময় সতর্ক থাকতে হয়। বসা বা শুয়ে থাকার পর নিজেকে দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় নিয়ে দাড়াতে হবে। দাঁড়ানোর সময় ধরে রাখার জন্য কাছাকাছি শক্ত কিছু রাখা দরকার। তাহলে মাথা ঘোরার অবস্থা হলে তাতে অবলম্বন করে ভারসাম্য বজায় রাখা যাবে।

দীর্ঘ সময় ধরে দাড়ানোর সময় মাঝে মাঝে পা নাড়াতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষা পায়চারি উত্তম। তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঠায় হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা বা দাঁড়িয়ে না থাকাটাই ভালো। যে কোন দৈহিক অবস্থার পরিবর্তনে যথেষ্ট সময় নেয়া দরকার। হঠাৎ করে ভঙ্গি পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে রক্ত সঞ্চালনের ভারসাম্য নষ্ট করে।

বসা অবস্থায় পা ক্রস করলে প্রেসার বেড়ে যায়। লো প্রেসারের উপসর্গযুক্ত লোকেদের জন্য পা আড়াআড়ি রাখার এই নূনতম প্রচেষ্টাটি প্রেসার বাড়ানোতে বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

খাসির মাংসের দম বিরিয়ানি

উপকরণ: বাসমতি চাল ১ কেজি, খাসির মাংস ২ কেজি (মাঝারি টুকরা হাড়সহ), আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, দারচিনি ৩-৪টি, সবুজ এলাচ ৮-১০টি, কালো এলাচ ৪-৫টি, লবঙ্গ ১/২ চা চামচ, জয়ত্রী গুঁড়া ১ চা চামচ, জয়ফল ১/২ চা চামচ, টকদই ১ কাপ, ঘি ৩-৪ কাপ, শাহি জিরা ১/২ চা চামচ, আলু (মাঝারি) ৪-৫টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পানি ৬ কাপ, লবণ স্বাদমতো, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, জাফরান ১ চিমটি, আলুবোখারা ১০-১২টি ও ময়দা ২ কাপ।

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমেই চাল ধুয়ে পানি ঝরাতে দিন। এবার মাংস ধুয়ে লবণ দিয়ে ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার শুকনো মরিচ, দারচিনি, এলাচ, জিরা, লবঙ্গ, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাব চিনি, শাহি জিরাসহ সব মসলা গুঁড়া করে নিতে হবে। এবার একটি হাঁড়িতে মাংস, গুঁড়া করে রাখা মসলা এবং দই মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। এবার অন্য একটি হাঁড়িতে ৬ কাপ পানি ফুটিয়ে নিন। পানি ফুটে ওঠা মাত্র চাল দিন। চাল একটু ফুটে এলেই পানি ঝরিয়ে একটি পাত্রে সংরক্ষণ করুন। জাফরান কুসুম গরম পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে। চাল ঝরানো গরম পানিতে ঘি মেশান। মাংসের হাঁড়িতে এবার একেক করে ভাজা আলু, পেঁয়াজ বেরেস্তা, আলুবোখারা এবং ঘি মিশ্রিত গরম পানি দিতে হবে। এবার ওপরে চাল দিয়ে জাফরানের মিশ্রণ ঢেলে দিন এবং বাকি ঘি মিশ্রিত গরম পানি দিয়ে দিন। মনে রাখতে হবে, পানি যেন চালের ওপর না আসে। এবার ময়দা গুলিয়ে হাঁড়ির ঢাকনা দিয়ে ভালোমতো সিল করে চুলায় চড়িয়ে দিন। কোনো ফাঁকা যেন না থাকে সে জন্য ময়দার গোলা একটু নরম করে নিয়ে তবেই ঢাকনা সিল করতে হবে। এক থেকে দেড় ঘণ্টা মাঝারি আঁচে রান্না করুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল বিয়েবাড়ির কাচ্চি বিরিয়ানি। কাবাব এবং চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার মাটন দম বিরিয়ানি।

ইলিশ বিরিয়ানি

বিরিয়ানি খেতে কে না পছন্দ করেন, সবসময় তো চিকেন বা খাসির মাংস দিয়েই বিরিয়ানি খান থাকেন। ব-এ বিরিয়ানি, ভ-এ ভালোবাসা। বাঙালি ও বিরিয়ানি একে অপরের দোসর।

উপকরণ: ১. বিরিয়ানির চাল ৪০০ গ্রাম ২. ইলিশ মাছ ৬ টুকরো ৩. জল ঝারানো টক-মিষ্টি দই আধ কাপ ৪. আদা বাটা আধ চা চামচ ৫. লঙ্কা গুঁড়ো আধ চা চামচ ৬. পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ ৭. বিরিয়ানির মশলা ১ টেবিল চামচ ৮. আস্ত এলাচ ৪টি ৯. দারুচিনি ৩ টুকরো ১০. তেজপাতা ২টি, ১১. লবঙ্গ ৩টি ১২. নুন স্বাদমতো ১৩. তেল বা ঘি ১ কাপ, ১৪. কাঁচা লঙ্কা ৪/৫টি, ১৫. আলু বোখারা ৪টি, ১৬. লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, ১৭. কিশমিশ ১ টেবিল চামচ

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এরপর ফুটন্ত গরম জল নুন দিয়ে চাল আধ সেদ্ধ করে নিন। তারপর ভাতের মাড় ঝরিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন। এদিকে মাঝারি আকারের টুকরো করে মাছ কেটে পরিষ্কার করে নিন। এরপর জল ঝরিয়ে নিতে হবে।

এবার অর্ধেক তেল ও ঘিয়ের সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন মাছের সঙ্গে।

অন্তত ১০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন মাছগুলো। একটি পাত্রে ম্যারিনেট করা মাছ অল্প আঁচে ১০ মিনিট কষিয়ে নিতে হবে।

একটি পাত্রের মধ্যে ভাত দিয়ে তার উপরে সাজিয়ে দিন মাছগুলো। উপরে আলু বোখারা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। ভাতের উপর আরও ছড়িয়ে দিন কিশমিশ, বাকি তেল ও ঘি।

সবশেষে আলাদা করে রাখা ভাতের মাড় উপরে ঢেলে দিন। খেয়াল রাখতে হবে যেন মাড় ভাতের নিচে থাকে। অন্যদিকে সামান্য আটা মেখে পাত্রের ঢাকনা ভালোভাবে বন্ধ করে দিন। আভেনের আঁচ বাড়িয়ে আরও পাঁচ মিনিট রান্না করতে হবে।

এরপর আভেনে তাওয়া বসিয়ে মুখবন্ধ হাঁড়িটি তাওয়ার উপর কম আঁচে আরও আধা ঘণ্টা দমে বসিয়ে রান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে বড় পাত্রে পরিবেশন করুন ইলিশ বিরিয়ানি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ittadi ইত্যাদি
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

দুধ দিয়ে মালাই চিকেন

চেনাজানা মাংসের পদ খেতে খেতে বোর হয়ে গেছেন? তাহলে একদিন বানিয়ে ফেলুন পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া শুধু দুধ দিয়ে মালাই চিকেন।

উপকরণ : চিকেন- ১ কেজি, ঘি- ৩ টেবিল চামচ, সবুজ এলাচ- ৪টি, কালো এলাচ- ২টি, জিরা- ১/২ চা চামচ, নুন- স্বাদ অনুযায়ী, আদা বাটা- দেড় টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়ো- ১/২ চা চামচ, দুধ- আড়াই কাপ, আমন্ড বাটা- ৩ টেবিল চামচ, গোল মরিচ গুঁড়ো- ১ চা চামচ, কসুরি মেথি- ১/৪ চা চামচ, এলাচ গুঁড়ো- ১/৪ চা চামচ, ক্রিম- ১ টেবিল চামচ

তড়কার জন্য প্রয়োজন পড়বে ঘি- ১ টেবিল চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চা চামচ

প্রণালী: চিকেনের টুকরো বড় সাইজের হলে ভালো হয়। চিকেন ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন।আদা বেটে নিন। আমন্ডের খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিন। একটি বড় কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে কালো এলাচ, সবুজ এলাচ এবং জিরা ফোঁড়ন দিন।

মশলার সুগন্ধ উঠলে তাতে মুরগির মাংস এবং স্বাদমতো নুন দিয়ে ভালো করে ভাজতে থাকুন।

এবার এতে আদা বাটা এবং ধনে গুঁড়ো দিয়ে কষাতে থাকুন। যতক্ষণ না চিকেন সিদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ ভাজতে থাকুন। রান্না হবে একেবারে লো ফ্লেমে। মুরগির গায়ের রং যেন বাদামি না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চিকেন এবং মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে এবং চিকেন নরম হয়ে এলে তাতে দুধ মেশান। ভালো করে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। দুধের পর দিন বাদাম বাটা। লো ফ্লেমে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। চিকেন একেবারে সিদ্ধ হয়ে গেলে তাতে গোল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষান। শেষে এতে দিয়ে দিন কসুরি মেথি এবং ক্রিম। কড়াই ঢাকা দিয়ে মাংস ফোটাতে থাকুন। দেখবেন দুধ ক্রমশ ঘন হয়ে গেছে। এবার একটি ফ্রাইং প্যানে এক চামচ ঘি গরম করে তাতে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দুই-তিন সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে নিন। এবার সেটি মাংসের উপর তড়কার মতো করে ছড়িয়ে দিন। মালাই চিকেন খেতে হয় পরোটা কিংবা নান দিয়ে। আর খেতে হয় একেবারে গরম গরম। ঠান্ডা হলে এর স্বাদ বদলে যায়। তখন কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না।

আখা মুর্গ

আদ্যোপান্ত একটি মুঘলাই রান্না হল আখা মুর্গ। 'আখা' শব্দের অর্থ গোটা। গোটা মুরগিকে একবারে রান্না করলেই তা হয়ে যায় আখা মুর্গ। আর এই আখা মুর্গ রান্না করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

উপকরণ: গোটা মুরগি- ১টি, মেটে- ২০০-৩০০ গ্রাম (এতে চিকেন কিমাও দিতে পারেন) পেঁয়াজ বাটার জন্য- ২টি বড় পেঁয়াজ, আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা- ২ টেবিল চামচ, ডিম- ৫টি, পেঁয়াজ কুচি- ১টি মাঝারি, আমন্ড- ১০-১৫টি, ঘি- ৪ টেবিল চামচ, হলুদ- ১ চা চামচ, গরম মশলা- ২ চা চামচ, চিনি- ২ চা চামচ, নুন- স্বাদমতো, সাদা তেল- প্রয়োজনমতো ও সাদা সুতো (বাঁধার জন্য)

প্রণালী : রান্নাটা হবে অনেকটা মুর্গ মুসল্লমের মতো। গোটা মুরগি খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। মুরগির পেটের ভিতরে পুর ভরা হবে। তাই এই অংশটাও ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ডিমগুলি সিদ্ধ করে নিন। দুটি পেঁয়াজ বেটে নিন। একটি পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। আমন্ড কুচিয়ে নিন। আদা এবং রসুন বেটে নিন। দুটি সিদ্ধ ডিম নিয়ে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে নিন। এবার একটি বাটিতে ডিম সিদ্ধ, পেঁয়াজ কুচি, মেটের টুকরো, আমন্ড কুচি, সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো এবং স্বাদমতো নুন নিন। সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মেখে নিন। এই মিশ্রণের বেশ খানিকটা অংশ মুরগির পেটের ভিতর ভরে নিন। কাঁচা অবস্থাতেই ভরতে হবে। এবার সুতো দিয়ে গোটা মুরগি বেঁধে নিন। খেয়াল রাখতে হবে মুরগির পেটের ভিতরের পুর যেন বাইরে বেরিয়ে না আসে। সেই মতো সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

শক্ত করে বাঁধার জন্য প্রথমে মুরগির পা দুটি বাঁধুন। তারপর নিজের মতো সুতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধুন। পুর ভর্তি মুরগিটি আলাদা করে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সামান্য তেল এবং এক টেবিল চামচ ঘি গরম করুন। তাতে অবশিষ্ট মেটে, ডিম, বাদামের মিশ্রণটি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। কড়াইয়ে আরও খানিকটা তেল এবং বাকি ঘি দিয়ে ফের গরম করুন। তাতে সুতোয় বাঁধা মুরগিটি দিয়ে ভাজতে থাকুন। সাবধানে গোটা মুরগি উলটে পালটে ভাজুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

MY PRIORITIES

- Zero Tolerance for Crime
- Affordable Housing for All
- Green & Clean Neighborhood
- More Funding for Public Schools
- Expand Services for Senior Citizens
- 24/7 District Office

This is how **BALLOT** looks
find **FATIMA** at the bottom of the page, Column **K**

	A Democratic 民主黨 ডেমোক্র্যাটিক	B Republican 共和黨 রিপাবলিকান	C Conservative 保守黨 কনজারভেটিভ	D Working Families 勞動家庭黨 ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস	K Diversity 多元化黨 ডাইভারসিটি	F Medical Freedom 醫療自由黨 মেডিকেল ফ্রিডম	Write-in candidato por escrito 寫入未列名候選人 প্রার্থীর নাম লিখুন
Council Member Vote for one Miembro del Concejo Vote por uno 市議員 請任選一名 কাউন্সিল সদস্য একজন প্রার্থীকে ভোট দিন	○ Democratic Shekar Krishnan 許卡 克里希南 শেখর কৃষ্ণনান	○ Republican Zhile Cao 曹艾莊 ঝিলি চাও		○ Working Families Shekar Krishnan 許卡 克里希南 শেখর কৃষ্ণনান	○ Diversity Fatima Baryab 法蒂瑪 巴耶布 ফাতিমা ব্যারীয়াব	○ Medical Freedom Zhile Cao 曹艾莊 ঝিলি চাও	○

FATIMA

FOR CITY COUNCIL

ELECTION DAY

TUESDAY, NOV 7, 2023

6:00 AM TO 9:00 PM

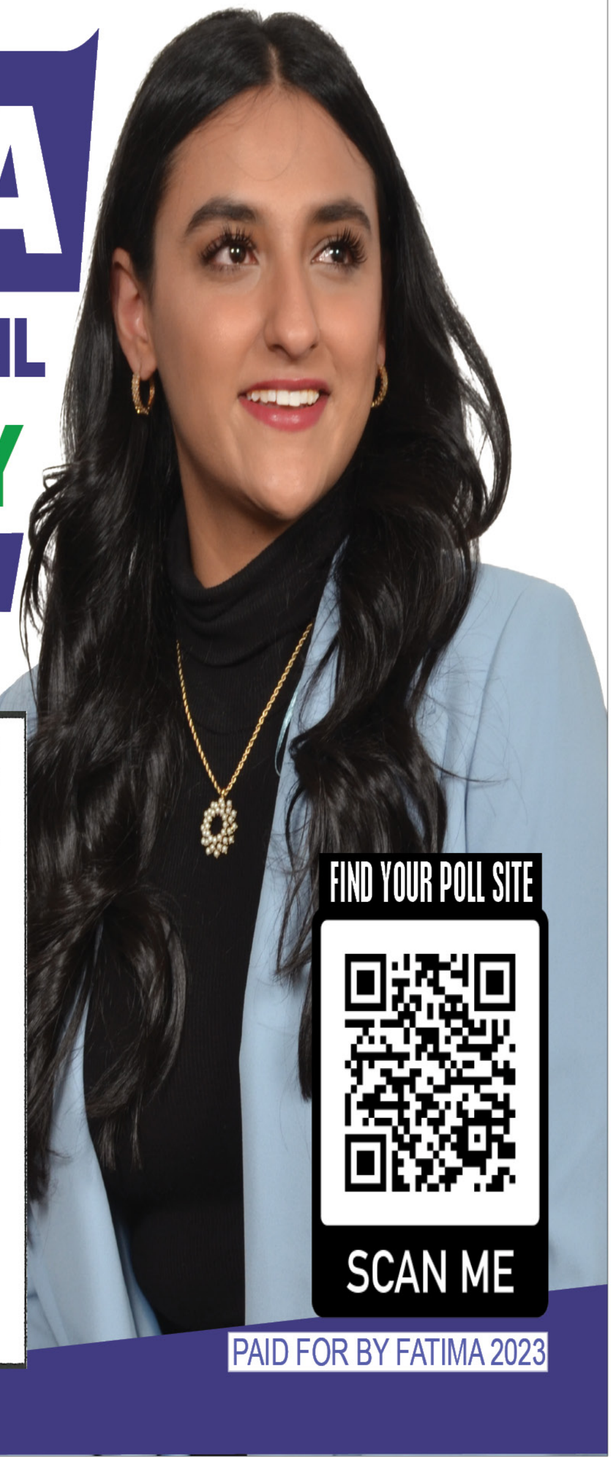

FIND YOUR POLL SITE

SCAN ME

PAID FOR BY FATIMA 2023

বিয়ের আচার নাকি অত্যাচার?

২০ পৃষ্ঠার পর

অত্যাচার কতো প্রকার ও কী কী! ডিজের বুক কাঁপানো সাউন্ডে সুস্থ জনেরও অসুস্থ হবার যোগাড়। কোথায় রসগোল্লার মিষ্টিমুখ, সেখানে ঢুকেছে বিশালাকৃতির কেক। আমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথি যারা এলেন, তারা নিজ দায়িত্বে এলেন, ব্যুফে নিয়ে খেলেন (ব্যুফে না দিলে মান থাকেনা কিনা), উপহার দিলেন চলে গেলেন। কারো সময় নেই তাদের খোঁজ নেয়ার,স্বাগত জানানোর।

সব আয়োজন কেন্দ্রীভূত ফটোগ্রাফি আর ভিডিওগ্রাফিতে। নানা রং ঢং এ ছবি হলো কিনা, ভিডিও হলো কিনা,হিন্দি ছবির মতো 'নিম্বুরা,নিম্বুরা...' র মতো উদ্ভাহু নৃত্য হলো কিনা। সাতদিন ধরে রাস্তার এ মাথা ও মাথার আলোক সজ্জায় পাড়া পড়শি জানলো কিনা এ বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। বরপক্ষ কিংবা কনেপক্ষ খরচের বাহুল্যে মধ্যবিত্তের জীবন ওষ্ঠাগত। এক বিয়ের ঋণ কিংবা খরচ কুলাতে অভিভাবক কুল প্রায় নিঃস্ব এবং নির্বাক।

বিয়ের নামে এই অত্যাচার কবে থেকে শুরু হলো,কে শুরু করলো আর হরেদরে বাঙালি তাতে গা ভাসিয়ে দিলো! আমি দেখি আর ভাবি, উত্তর পাই না। একি স্যাটেলাইট টিভির প্রভাব নাকি মানুষের হাতে আসা অবৈধ কাঁচা টাকার কড়াকড়ানির প্রভাব? আমি বলছি না কোন ট্রাডিশন এবসোলিউট, বদলানো যায় না কিংবা সময়ের প্রভাবে বদলে যায় না। সংস্কৃতি সবসময় দেশ,কাল স্থানের উপর নির্ভর করে নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু যে সংস্কৃতি নিজস্ব ঐতিহ্য কে ধারণ করে থাকে,যাকে বদলে দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি,তাকে জোর করে কারা বদলে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে? জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক খেসারত

১৬ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপরও পড়ছে। এ কাজে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এ পর্যন্ত মোট কত অর্থ ব্যয় হয়েছে বা হচ্ছে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব না থাকলেও এটুকু বলা যায়, এই পরিমাণ সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব রাখার মতোই আশঙ্কাজনক পর্যায়ে রয়েছে।

এদিকে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পণ্য রপ্তানি, রেমিট্যান্স আহরণ, ব্যাংকের ঋণ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক এবং শিগগিরই বিদ্যমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটলে এসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরও ব্যাপক অবনতি ঘটতে বাধ্য; বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত পরিস্থিতির ধস ঠেকিয়ে এর উন্নতি ঘটাতে না পারলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশকে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়, আমরা সাধারণ মানুষ তার কিছুই জানি না। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট, এর অর্থনৈতিক মূল্য ও খেসারত শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ জনগণকেই দিতে হচ্ছে। দেশের বাজারে পণ্যমূল্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে, তার ব্যাখ্যা যে যেভাবেই দিন না কেন এবং এর দায় যতই করোনা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা বিশ্বমন্দার ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, আসলে এর মূলে রয়েছে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে লুকায়িত নানা হীনতা ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর এই অস্থিরতার কারণে উল্লিখিত ধরনের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলো তো হচ্ছেই। এর সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু পরোক্ষ ক্ষতিও।

সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি হাতজোড় করে মিনতি জানাই, দয়া করে আপনারা একটি সমঝোতায় আসুন। সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু, সুচারু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পথ উন্মুক্ত করুন। কারণ বিরাজমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের যে অর্থনৈতিক ব্যয়, তা বহনের ক্ষমতা এ দেশের সাধারণ মানুষের নেই। একেবারেই নেই। কারণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিপীড়নে তাদের অবস্থা ইতিমধ্যে এতটাই সঙিন হয়ে পড়েছে যে ২ হাজার ৬২১ মার্কিন ডলার গড় মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে তাদের বাস্তব অবস্থার কোনোই মিল নেই।

আবু তাহের খান সাবেক পরিচালক, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোয় এখনো বড় বাধা হুন্ডি

১০ পৃষ্ঠার পর

থাকবে। এজন্য হুন্ডি বন্ধ করতে হবে। হুন্ডি বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কঠোর অবস্থানে রয়েছে আর্থিকখাতের গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ। তারপরও আটকানো যাচ্ছে না হুন্ডিতে লেনদেন। প্রণোদনার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ালে রেমিট্যান্স বাড়বে বলে প্রত্যাশা খাত সংশ্লিষ্টদের।

দেশের মধ্যে ডলার সংকট এখনো তীব্র। বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিয়ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ডলার সরবরাহ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে টান পড়েছে রিজার্ভেও। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী, দেশে খরচ করার মতো রিজার্ভ এখন ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাস্তবে এ রিজার্ভ আরও অনেক কম।

ডলার বাজারের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন থেকে ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে প্রবাসীদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেবে। তবে এটা আবার আমদানিকারকদের থেকে নিতে পারবে না। নতুন এ সিদ্ধান্তে প্রবাসীরা উৎসাহিত হবেন। বৈধপথে রেমিট্যান্স বাড়বে। বাফেদা চেয়ারম্যান আফজাল করিম অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম মাধ্যম প্রবাসী আয়ও আসছে না আশানুরূপ। প্রবাসী বাড়লেও বাড়ছে না বৈধ পথে রেমিট্যান্স। এ কারণে বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াতে প্রণোদনাও বাড়ানো হয়েছে।

এখন বৈধ পথে রেমিট্যান্স আনতে সরকার ও ব্যাংক মিলে পাঁচ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে। প্রবাসীদের আয়ে ব্যাংকে এক মার্কিন ডলারের দাম ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। এর সঙ্গে সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দেয়। তাতে এক ডলারে পাওয়া যেত ১১৩ টাকা ২৬ পয়সার কিছু বেশি। ব্যাংকগুলো দিচ্ছে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ। ফলে এখন থেকে প্রবাসীরা এক ডলারে ১১৬ টাকার কিছু বেশি পাচ্ছেন। নতুন এ পদক্ষেপের ফলে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত হবেন। এতে প্রবাসীরা হুন্ডির ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপদে অর্থ পাঠাবেন। এরই মধ্যে গত কয়েকদিনে এর ইতিবাচক সাড়াও মিলেছে।

দামের পার্থক্য থাকলে প্রবাসীরা অবৈধ পথেই ডলার পাঠাবেন। যারা হুন্ডির মাধ্যমে ব্যবসা করে সেই চ্যানেলটা বন্ধ করার জন্য শক্ত পদক্ষেপ দরকার। এদের নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ফরেন কারেন্সিতে আশঙ্কা থেকেই যাবে।-গবেষণা পরিচালক (সানেম) ড. সাইমা হক বিদিশা

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন মতে, অক্টোবর মাসের প্রথম ২৭ দিনে ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৬৫ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা আগের সেপ্টেম্বরে ছিল ১৩৪ কোটি ডলার। সে হিসাবে প্রথম ২৭ দিনেই গত মাসের তুলনায় ৩১ কোটি ডলার বেশি এসেছে। প্রতি ডলারে আগের আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দ্বিগুণ করে ৫ শতাংশ করায় রেমিট্যান্স বেড়েছে এমনটা বলছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) চেয়ারম্যান ও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিম জাগো নিউজকে বলেন, 'ডলার বাজারের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন থেকে ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে প্রবাসীদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেবে। তবে এটা আবার আমদানিকারকদের থেকে নিতে পারবে না। নতুন এ সিদ্ধান্তে প্রবাসীরা উৎসাহিত হবেন। বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়বে।'

দেশে চলমান ডলার সংকট নিরসনে নতুন করে ঘোষিত আড়াই শতাংশ প্রণোদনার সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না, এটা কার্যকর করতে ডলার রেট পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, নজরদারি বাড়াতে হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। ডলারের দর বাজারভিত্তিক করতে পারলেই ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মত তাদের।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) গবেষণা পরিচালক ড. সাইমা হক বিদিশা জাগো নিউজকে বলেন, 'রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষে আরও আড়াই শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটা দীর্ঘ মেয়াদে কাজে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ডলারের অফিসিয়াল-আনঅফিসিয়াল রেটে পার্থক্য না কমবে। দামের পার্থক্য থাকলে প্রবাসীরা অবৈধ পথেই ডলার পাঠাবেন। যারা হুন্ডির মাধ্যমে ব্যবসা করে সেই চ্যানেলটা বন্ধ করার জন্য শক্ত পদক্ষেপ দরকার। এদের নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ফরেন কারেন্সিতে আশঙ্কা থেকেই যাবে।'

একই কথা জানান একটি বেসরকারি ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের প্রধান। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশ থেকে প্রবাসী বাড়ছে অথচ সে তুলনায় রেমিট্যান্স আসছে না। শুধু প্রণোদনায় কাজে আসবে না। বৈধ পথে রেমিট্যান্সের দাম বাড়লেও হুন্ডিতে আরও দাম বাড়বে। এক্ষেত্রে তাদের হুন্ডি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটা করতে পারলে আমাদের ডলার সংকট কখনই হবে না।'

অর্থপাচার প্রতিরোধে সক্রিয় এমএফএস কোম্পানিগুলো। সন্দেহজনক লেনদেন পেলেই তার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করছে নিজেরাই। এ বিষয়ে নগদের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'কোনো ব্যক্তি রাত ২টার পর একাধিক দিন লেনদেন করলে সেটা যাচাই-বাছাই করি। এটা দু-একদিন হতে পারে। প্রতিদিন একই সময়ে লেনদেন হলে সেটা নিয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। আবার কোনো একটা হিসাব থেকে শুধু সেন্ড মানি হচ্ছে আর মাধ্যম ব্যবহার হচ্ছে না, সেখানে সন্দেহের বিষয় থাকে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম অঞ্চলেও তিনশর বেশি সিম বন্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন অপরাধে। সেখানেও আমরা ছিলাম না। তবে দেশের স্বার্থে অর্থপাচার রোধে এগিয়ে আসতে হবে।' অন্যদিকে হুন্ডি, গ্যাম্বলিং, ক্রিপ্টো কারেন্সি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ ৪০ হাজার ২১৬ টাকা

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি জানান, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৬২ হাজার ৩১২ দশমিক ৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সাময়িক)। যার মধ্যে বহুপাক্ষিক ৩৬ হাজার ৭৮১ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলার এবং দ্বিপাক্ষিক ২৫ হাজার ৫৩১ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) জাতীয় সংসদে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য হাজী মো. সেলিমের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যা ১৭০ দশমিক ৭৯ মিলিয়নের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৩৬৪ দশমিক ৮৫ মার্কিন ডলার।

মন্ত্রীর দেওয়া তথ্যমতে বিশ্বব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ ১৯ হাজার ৫৩৬ দশমিক ৮২ মিলিয়ন ডলার, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১৪ হাজার ১১৪ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন ডলার, তৃতীয় সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৯৯৯ দশমিক ৯৮ মিলিয়ন ডলার, রাশিয়া থেকে ৫ হাজার ৮৯৯ দশমিক ৯৮ মিলিয়ন ডলার, চীন থেকে ৫ হাজার ৩৭৪ দশমিক ১৫ মিলিয়ন ডলার, এআইআইবি ১ হাজার ৫০৪ দশমিক ১২ মিলিয়ন ডলার, ভারত থেকে ১ হাজার ২৯৯ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ নেয় বাংলাদেশ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সুদ বাবদ ৯৩৫ দশমিক ৬৬ মিলিয়ন ডলার এবং আসল বাবদ এক হাজার ৭৩৪ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) সুদ বাবদ এক হাজার ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আসল বাবদ ২ হাজার ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধে বাজেট আছে।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মসিউর রহমান রাঙ্গাঁর প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, ৫ বছরে (২০১৯-২৩) বিমানবন্দরের কাস্টমস এক হাজার ৪০৮ কেজি সোনা উদ্ধার করেছে। যার আনুমানিক মূল্য ১ হাজার ২২৬ কোটি টাকা।

তিনি জানান, উদ্ধারকৃত সোনার মধ্যে এক হাজার ২৭২ দশমিক ১০ কেজি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে স্থায়ীখাতে (দাবিদার নেই) ১০৯ দশমিক ৭৬ কেজি এবং অস্থায়ীখাতে (দাবিদার আছে) এক হাজার ১৬১ দশমিক ৩৪ কেজি।

মসিউর রহমান রাঙ্গাঁর প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, চলতি অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত একটি প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংক থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। একই সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ৪টি প্রকল্পের জন্য ৯১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ সহায়তা পাওয়া গেছে।

নোয়াখালী-২ আসনের সংসদ সদস্য মোরশেদ আলমের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নামে কোনো কর্মসূচি বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় চলমান নেই। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা কৃষি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে 'দারিদ্র্য বিমোচন' নামে ঋণ বিতরণের একটি খাত রয়েছে।

ভোলা-৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী প্রশ্নের জবাবে আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, বর্তমানে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরধারীর সংখ্যা ৯৩ লাখ ৪৬ হাজার ৮৬৯। আয়কর আইন-২০২৩ অনুযায়ী স্পট ট্যাক্স নির্ধারণ বাতিল করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত দেশে ব্যক্তি পর্যায়ে কর দাতার সংখ্যা ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার ২০৬ জন। করদাতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এরমধ্যে ৪৩টি সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে রিটার্ন দাখিলে প্রমাণ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন করদাতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

ময়মনসিংহ ১১ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য কাজিম উদ্দিন আহম্মেদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) মানদণ্ড অনুযায়ী চলতি মাসের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে বর্তমানে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ২১ হাজার ১১৬ দশমিক ৫৯ মিলিয়ন ডলার।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে, আমদানি ব্যয় বাড়াসহ রেমিট্যান্সের পরিমাণ কম, ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আগের তুলনায় কমে এলেও কোনো ঘাটতির সৃষ্টি হয়নি।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞার ফলশ্রুতিতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে এবং মুদ্রা বিনিময় হারে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যস্ফীতি হ্রাস ও রিজার্ভ পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য বেনজির আহমদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, ২০২২২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে (সাময়িক হিসাব)। ২০০৫৬ ও ২০০৭৮ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ৫৪৩ ও ৮৬৮ মার্কিন ডলার। এরমধ্যে ২০০৫৬ অর্থবছরের তুলনায় মাথাপিছু জাতীয় আয় পাঁচগুণের বেশি বেড়েছে।

বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপে বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরিশোধ করা মোট ঋণের মধ্যে সুদই রয়েছে ৩৭ কোটি ৮৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার, দেশি মুদ্রায় তা ৪ হাজার ১৪৬ কোটি ৯২ লাখ টাকা। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ১৩ কোটি ৭০ লাখ ৩ হাজার ডলার, দেশি মুদ্রায় তা ১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বছরের ব্যবধানে শুধু সুদ পরিশোধের চাপই বেড়েছে তিনগুণ।

বিদেশি ঋণের অর্থছাড় কমলেও ঋণের প্রতিশ্রুতি বেড়েছে অনেক। সেপ্টেম্বর শেষে বিদেশি ঋণদাতা সংস্থাগুলো ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ২৮৮ কোটি ডলার। আগের বছরের একই সময়ে ৪০ কোটি ৫৪ লাখ ডলারের।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law- Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING AT: 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

প্রথম দিন টানেল পাড়ি দিয়েছে ৩০৮৯ গাড়ি, টোল আদায় ৬ লাখ টাকা

১০ পৃষ্ঠার পর

কম থাকলেও দুপুরের পর থেকে বাড়তে থাকে। সন্ধ্যায় আরো বেড়েছে। দুপুরের পর থেকে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী উভয় গাড়ির সংখ্যাই বেড়েছে।" ২৯ অক্টোবর রোববার সকাল ৬টায় যখন যান চলাচলের জন্য টানেল খুলে দেয়া হয় তখন পতেঙ্গা প্রান্তে রাত জেগে অপেক্ষায় থাকা সাধারণ যাত্রীরা ছিলেন ব্যক্তিগত গাড়ি ও বাসে।

আর আনোয়ারা প্রান্তে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষায় থেকে প্রথম টোলদাতা হয় মুন্সীগঞ্জ থেকে কক্সবাজারে আসা একটি গাড়ি।

সকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত শুরুর এক ঘণ্টায় টানেল দিয়ে কর্ণফুলী পার হয় ৭২টি গাড়ি। এসময় টোল আদায় হয় ১৯ হাজার ২৫০ টাকা। পরের এক ঘণ্টায় গাড়ি পারাপার হয় ৪৯টি। এই সময়ে টোল আদায় হয় ১১ হাজার ২৫০ টাকা। এরপর সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ৬৭টি গাড়ি থেকে টোল আদায় হয় ১৫ হাজার তিনশ টাকা।

টোল প্লাজার কর্মকর্তারা জানান, বেলা ২টা পর্যন্ত প্রথম ৮ ঘণ্টায় টানেল দিয়ে পার হয় মোট ৭৮৭টি গাড়ি আর তা থেকে টোল আদায় হয় মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা। এরপর বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পরের চার ঘণ্টায় টানেল পার হয়ে যায় আরো ১ হাজার ২৭৭টি গাড়ি। এসব যানবাহন থেকে টোল আয় হয় আরো ২ লাখ ৭৯ হাজার টাকা।

আর সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শেষ দুই ঘণ্টায় এক হাজার ২৫টি গাড়ি টানেল পার হয়। যা থেকে ২ লাখ ২৭ হাজার ৩০০ টাকা টোল হিসেবে আদায় হয়। - বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে

নেপালে ভূমিকম্পে নিহত ১২৮ আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা

৫ পৃষ্ঠার পর

(জিএফজেড) মাত্রা নামিয়ে ৫ দশমিক ৭ করেছে এবং মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বলছে ৫ দশমিক ৬ মাত্রা।

ভূমিকম্প উপদ্রুত অঞ্চলটি রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পশ্চিমে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি এলাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। পার্বত্য জেলার গ্রামগুলো দূরবর্তী পাহাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ওই এলাকার জনসংখ্যা এক লাখ ৯০ হাজার।

জাজারকোট জেলা কর্মকর্তা হরিশ চন্দ্র শর্মা রয়টার্সকে বলেছেন, আহতের সংখ্যা কয়েকশ হতে পারে এবং মৃতের সংখ্যাও বাড়তে পারে। পুলিশের মুখপাত্র কুবের কাদায়ত জানিয়েছেন, জাজারকোটে ৯২ জন ও রুকুম জেলায় ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। রুকুমে কমপক্ষে ৮৫ জন ও জাজারকোটে ৫৫ জন আহত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, কমপক্ষে ৫০ জন জাজারকোটের হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

রুকুম জেলার পুলিশ কর্মকর্তা নামরাজ ভট্টরাই জানান, উদ্ধার ও অনুসন্ধান দলগুলো ভূমিধসের কারণে সড়ক ব্যবহার করতে পারছে না। তাদের পৌঁছাতে হলে অবরুদ্ধ সড়ক পরিষ্কার করতে হবে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল রামিডান্ডা এলাকায়। তবে সেখানে এখনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পৌঁছাতে পারেনি। এ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন। নিরাপত্তা সংস্থাকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

২০১৫ সালের পর থেকে এই ভূমিকম্প সবচেয়ে মারাত্মক। হিমালয়ের পাদদেশে দুটি ভূমিকম্পে ওই বছর প্রায় নয় হাজার মানুষ মারা যায়। শহর, শতাব্দী প্রাচীন মন্দির ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এক লাখেরও বেশি বাড়ি ধসে পড়ে। ওই ভূমিকম্পের অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল ৬০০ কোটি ডলার। খবর রয়টার্স।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে যা করতে হবে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ডাউনলোড করা কোনো ক্ষতিকর অ্যাপ বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করাই মূল লক্ষ্য। কিছু ক্ষেত্রে তারা কম্পিউটারের প্রসেসিং পাওয়ারেরও দখল নিয়ে থাকে।

অন্য সব অ্যাপের মতো হ্যাকাররা ফেসবুককেও টার্গেট করতে পারে। আর একবার নিরাপত্তার দেয়াল ভেদ করতে পারলে সহজেই অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে। ব্যবহারকারীদের জন্য এ ধরনের অভিজ্ঞতা রীতিমতো উদ্বেগজনক। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে মনে হলে নির্ধারিত কিছু পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে পুনরায় সেটির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া সম্ভব। আর একবার অ্যাকাউন্ট ফেরত পাওয়ার পর হ্যাকারদের হাত থেকে তা নিরাপদ রাখতে আপনার সিকিউরিটি সেটিংস রিভিউ করাও জরুরি।

অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে রিপোর্ট করতে হবে: ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে না পারার অন্যতম কারণ হচ্ছে হ্যাক হওয়া। হ্যাকার আইডিতে প্রবেশ করে লগডইন সেশন ও ক্রিডেনশিয়াল পরিবর্তন করে দিলে লগ ইনে সমস্যা হয়। এমন পরিস্থিতিতে পড়লে ফেসবুক ডটকম স্ল্যাশ হ্যাকড লিংকে প্রবেশ করে হ্যাক হওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

পরবর্তী সময় ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত ই-মেইল ঠিকানা বা ফোন নাম্বার ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট রিকভার করতে সহায়তা করবে।

ব্যবহারকারী যদি সেটিংসের চুজ ফ্রেন্ডস টু কনট্যাক্ট ইফ ইউ গেট লকড আউট অপশনটি চালু রাখে, তাহলে পরবর্তী সময়ে এ ফাংশন ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সময় অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করা যাবে। এ ফাংশনের মাধ্যমে তিন-পাঁচজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বাছাই করা যাবে।

ফিচার বা সুবিধাটি চালু করতে হলে লগইন পেজের ফরগটেন অ্যাকাউন্ট অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর ই-মেইল বা ফোন নম্বর দিয়ে অ্যাকাউন্ট সার্চ করতে হবে। অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়ার পর পূর্বনির্ধারিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নাম প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যাবে। তাদের কাছে এরপর একটি অ্যালার্ট এবং লিংক পৌঁছে যাবে, যাতে কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারবেন।

লক পরিবর্তন করা: অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন সেটিংসে গিয়ে পাসওয়ার্ড পরবর্তন অথবা ইউজ টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন বা টুএফএ চালু করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টের ডাটায় অ্যাকসেস রয়েছে এমন যেকোনো সন্দেহজনক বা ক্ষতিকর অ্যাপ্লিকেশন মুছে দেয়ার পরামর্শ দেয় ফেসবুক। আপনি সেটিংসের অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েবসাইট অপশন থেকে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন বা আপনার পরিচিত নয়ড়এমন অ্যাপস খুঁজে বের করে তা রিমুভ করে দিতে পারেন।

অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে তা দ্রুত বন্ধুদের জানিয়ে দিয়ে তাদের সাবধান করতে উৎসাহিত করে ফেসবুক। এর মাধ্যমে বন্ধুদের ওই অ্যাকাউন্ট ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটি থেকে পাঠানো যেকোনো লিংক বা পোস্টে ক্লিক করা থেকে বিরত থ াকার জন্য সতর্কবার্তা পাঠানো যায়। এছাড়া সেটিংসের লগইনস অ্যান্ড সিকিউরিটি অপশনের গেট অ্যালার্টস অ্যাবাউট আনরিকগনাইজড লগইনস-এ সাইন আপ করা যায়। অপশনটি নির্বাচিত থাকলে অপরিচিত যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাকাউন্টে লগইন করা হলে সাবধান করবে।

ফেসবুকসহ যেকোনো নতুন অ্যাপ ও প্লাটফর্মে ক্ষতিসাধনে হ্যাকাররা প্রতিনিয়ত নিজেদের কৌশল বদলাতে থাকে। তাই সবসময় সতর্ক থাকা, সিকিউরিটি চেকের মাধ্যমে কার্যকরভাবে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা জোরদার ও হ্যাক হলে কী করতে হবে, তা জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

আশাভঙ্গ হওয়ায় কানাডাও ছাড়ছেন নতুন অভিবাসীরা - গবেষণা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

এভাবে স্বপ্নভঙ্গ হওয়া বহু অভিবাসী কিছুদিন যেতে না যেতেই উড়াল দিচ্ছেন অন্য কোনো দেশে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য।

ইনস্টিটিউট ফর কানাডিয়ান সিটিজেনশিপ এবং কনফারেন্স বোর্ড অব কানাডার এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০'র দশক থেকে অভিবাসীদের কানাডা ত্যাগের হার ক্রমাগত বাড়ছে। এটি ইঙ্গিত দিচ্ছে, নতুন অভিবাসীরা হয়তো 'কানাডায় আসার সুবিধাগুলো দেখতে পাচ্ছেন না'। গত মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) প্রকাশিত হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনটি। এতে নতুন অভিবাসীদের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হলে কানাডা কী ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে, তা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

দেশটিতে নতুন অভিবাসীদের আবাসন সংকট, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশিত কাজ না পাওয়ার মতো বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিবাসীদের আশাভঙ্গ হওয়া কানাডার উন্নয়নে কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ইনস্টিটিউট ফর কানাডিয়ান সিটিজেনশিপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড্যানিয়েল বার্নহার্ড বলেন, এটি আমাদের বৃহত্তর সমাজের প্রতিফলন এবং আমাদের ব্যর্থতা। অভিবাসীরা যদি 'না, ধন্যবাদ' বলে এগিয়ে যান, তাহলে এটি কানাডার সমৃদ্ধির জন্য বাস্তবিক হুমকি।

তিনি বলেন, আমাদের স্বীকার করতে হবে, আমরা যদি প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারি, তাহলে মানুষজন চলে যাবে এবং তারা চলে গেলে আমরা সমস্যায় পড়বো। কানাডায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এর ফলে অর্থনৈতিক পতন ঠেকাতে এবং দ্রুত কর্মীসংখ্যা বাড়াতে অভিবাসীদের ব্যবহার করছে কানাডীয় সরকার। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুরোতে রেকর্ড জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশটিতে ব্যাপক সমালোচনারও জন্ম দিয়েছে।

সমালোচকদের মতে, সরকারের অভিবাসন নীতির কারণে বিদ্যমান আবাসন সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও অবকাঠামোর মতো খাতগুলোতে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে অভিবাসীদের কানাডা ছেড়ে যাওয়ার বার্ষিক হার বেড়ে ১ দশমিক ১ এবং ১ দশমিক ১৮ শতাংশে পৌঁছেছিল, যা ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে এর হার ২০ শতাংশে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে সতর্ক করেছেন গবেষকরা।

তীব্র আবাসন সংকটে অভিবাসী গ্রহণের নীতিতে পরিবর্তন আনছে কানাডা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

মূল্যস্ফীতি এবং আবাসন সংকট নিয়ন্ত্রণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডীয় সরকার। খবর রয়টার্সের। চলতি বছর ৪ লাখ ৬৫ হাজার নতুন অভিবাসীকে ভিসা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে কানাডা। ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৪ লাখ ৮৫ হাজার এবং ২০২৫ সালে পাঁচ লাখের মাইলফলক স্পর্শ করতে চায় উত্তর আমেরিকান দেশটি।

কানাডীয় অভিবাসন মন্ত্রী মার্ক মিলার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের মতো ২০২৬ সালেও পাঁচ লাখ অভিবাসীর লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখতে চায় অটোয়া।

তিনি বলেন, এ অভিবাসন মাত্রাগুলো কানাডার অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নির্ধারণে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, দেশটির অবকাঠামো ও আবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে এর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণও করবে।

রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডা বলেছে, আবাসন খাতের চ্যালেঞ্জ এবং জনসাধারণের সমর্থন কমে যাওয়া বিবেচনায় লক্ষ্যযুক্ত অভিবাসন মাত্রায় বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত যথাযথ। কানাডার মূলত দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসীদের প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে, প্রতি বছর জনসংখ্যার ১ দশমিক ৩ শতাংশ নতুন অভিবাসী গ্রহণ কানাডীয় জনগোষ্ঠীর বয়স কাঠামোকে স্থিতিশীল করার জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রায় ২ দশমিক ১ শতাংশ অভিবাসন প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কানাডার জনসংখ্যা বেড়েছে মূলত অভিবাসনের মাধ্যমে। এটি দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও সহায়তা করছে।

‘জার্মানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোনো জায়গা নেই’-জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর হাবেক

কয়েক সপ্তাহের বিভিন্ন ঘটনা তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ দেখাতে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে কিছু মানুষ। কিন্তু সেইসঙ্গে বেড়ে চলেছে ইহুদি-বিদ্বেষের ঘটনা। ফলে জার্মানিতে ইহুদি স্থাপনা থেকে শুরু করে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রা চাপের মুখে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতারা বার বার সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেও বাস্তবে তেমন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এমনই প্রেক্ষাপটে জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী রোব্যার্ট হাবেকের এক ভিডিও বার্তা দলমত নির্বিশেষে যথেষ্ট প্রশংসা পাচ্ছে। বুধবার পোস্ট করা সেই ভিডিও ৭০ লাখেরও বেশি দেখা হয়েছে।

প্রায় দশ মিনিটের ভাষণে হাবেক সবার আগে ইহুদি-বিদ্বেষের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, জার্মানিতে ইহুদি নিধন যজ্ঞের প্রায় ৮০ বছর পর তার ইহুদি বন্ধুবান্ধব ও নেতারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। হাবেক জার্মানির মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় ইহুদি-বিদ্বেষের নিন্দার আহ্বান জানান। তার মতে, ইসরায়েলের সমালোচনা ন্যায্য হলেও হামাসের কুকীর্তির সঙ্গে ইসরায়েলের বাহিনীর কার্যকলাপ সমানভাবে দেখা গ্রহণযোগ্য নয়। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার ও নিজস্ব রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়াও অন্যায় নয়। তবে বিশেষ করে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া রাজনৈতিক জবাবের ডাক দেন তিনি। যারা হামাসের প্রশংসা করে ও ইসরায়েলি পতাকা পোড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা করেন হাবেক। যে সব অভিবাসী এমন কার্যকলাপ চালাচ্ছেন, তাদের রেসিডেন্সি পার্মিট হারানো বা বিতাড়িত হবার ঝুঁকির কথা ভাবতে হবে।

হাবেক মনে করিয়ে দেন, যে জার্মানিতে মুসলিমরাও বৈষম্যের শিকার হন। সে কারণেই অন্যান্য গোষ্ঠী হুমকি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হলে তাদের প্রতি সংহতি দেখানো জরুরি। হাবেক বলেন, জার্মানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোনো জায়গা নেই। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে ইহুদি-বিদ্বেষের ঘটনা বাড়লেও বিশেষ করে চরম দক্ষিণপন্থি মহলে সেই মনোভাব রোপীত রয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানির স্বার্থে সেই শক্তি আপাতত নীরব রয়েছে। হাবেক বামপন্থি রাজনীতিকদের মধ্যেও ইহুদি-বিদ্বেষের সমালোচনা করেন।

জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর হাবেকের সেই ভাষণ বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। জার্মানিতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত রন প্রোসোর সাহস, নৈতিকতার মানদণ্ড ও স্পষ্টতার জন্য হাবেকের প্রশংসা করেন। বিরোধী ইউনিয়ন শিবিরের একাধিক নেতাও সবুজ দলের এই নেতার স্পষ্ট বক্তব্যকে স্বাগত জানান। বৃহস্পতিবার হাবেক নিজে ইহুদি-বিদ্বেষ নিয়ে আরো তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসও বিভিন্ন ভাবে এ বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরছেন বলে হাবেক মনে করিয়ে দেন। শলৎসও হাবেকের ভাষণের প্রশংসা করেন।

গাজায় নিহত ছাড়াল ৯০৬১

১২ পৃষ্ঠার পর

জন নিহত হয়েছে। অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে এ পর্যন্ত ১৩৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে অন্তত ২৫টি অ্যাম্বুলেন্স। গাজার ৩৫টি হাসপাতালের মধ্যে ১৬টি ধ্বংস হয়েছে। মৃত্যুপুরীটির একমাত্র ক্যানসার হাসপাতালের কার্যক্রম জ্বালানির অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

২৭ দিনের ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার মানুষ আহত হয়েছে। স্থানচ্যুত হয়েছে অন্তত ১৪ লাখ, যা উপত্যকাটির মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ব্যাপক রকেট হামলা চালায় হামাস। পাশাপাশি তাদের যোদ্ধারা দেশটিতে ঢুকে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে ইসরায়েল ১ হাজার ৫৩৮ জন নিহত হয়। আহত হয় প্রায় ৪ হাজার।

জবাবে গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ইসরায়েল ইতোমধ্যে উত্তর গাজাকে উপত্যকাটির বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে হামাসের যোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের ব্যাপক যুদ্ধ হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ইসরায়েল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে গাজায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তবে হামাস রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে পঙ্গু হওয়ার পর বিধ্বস্ত উপত্যকাটির শাসনভার কে নেবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্র : আলজাজিরা, আল-মনিটর

বাংলাদেশ দূরে সরে গেলে আমেরিকা বা ইউরোপের জন্য বড় স্ট্রাটেজিক্যাল ক্ষতি

১৩ পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতার পাশাপাশি কোনো বিষয় নিয়ে তাদের দ্বিমত থাকলে সরাসরি আমাদেরকে সেটা বলতে পারে। আমরা তখন সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আমরা সেটা বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু আলোচনা ছাড়া তারা কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। অংশগ্রহণমূলকভাবে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন হলে সেটা অবশ্যই পজিটিভ। কিন্তু তার মানে এই নয়, মারপিট হবে, রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হবে, বাসে আগুন দেওয়া হবে, মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে।

প্রশ্ন: এসব কোনো ঘটনার বিচার আমরা দেখছি না কেন?

মোহাম্মদ জমির: বিচারের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ এংগেজমেন্ট দরকার। সেটা আমাদের হয়নি। সরকারের উচিত ছিল এগুলোকে বিচার ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসে সমাধান করা। জরুরি ভাবে তদন্ত শেষ করা উচিত।

প্রশ্ন: যারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে, তারা বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাচ্ছে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কেউই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে চায় না। এর মধ্যে কি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করা সম্ভব?

মোহাম্মদ জমির: আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন নিয়ে কিছু বলিনি। আমরা বলেছি সংবিধান অনুসারে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব সামনে আসছে, নির্বাচনকালে হয়তো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচনকালীন সরকার হবে। তবে এই সরকারের দীর্ঘমেয়াদি কোনো আর্থিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ থাকতে পারবে না। তারা শুধুমাত্র ওই কয়দিনের সরকার চালাতে সাহায্য করবেন। তারপর নির্বাচন হয়ে গেলে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তারা যদি বঙ্গবন্ধুকে খুন করার জন্য একবার ভুল স্বীকার করত, তারা যদি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ করার জন্য ভুল স্বীকার করত, যদি তারা রাজাকার ও খুনিদের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভুল স্বীকার করত, তাদেরকে রাষ্ট্রদূত বানানোর জন্য তারা যদি ভুল স্বীকার করত, তারা যদি জাতীয় চার নেতাকে জেলের মধ্যে হত্যা করার জন্য ভুল স্বীকার করত তাহলে আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এরকম হতো না।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনের কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন কী?

মোহাম্মদ জমির: যে মানুষগুলো দায়িত্বে রয়েছেন তারা সবাই মিলে একত্রে যদি চেষ্টা করেন তাহলে সম্ভব। আমাদেরকে নিজেদের উপর ভরসা রাখতে হবে।

প্রশ্ন: কোনো দলই আলোচনায় আগ্রহী নয়। তাহলে সমাধানটা কিভাবে হবে?

মোহাম্মদ জমির: বিএনপি বলছে তারা নির্বাচনে যাবে না। তারা যতটা সম্ভব নির্বাচনকে বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট। বিএনপি চাইছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া বন্ধ করে এমন একটি সিচুয়েশন তৈরি করতে যাতে সরকার পদত্যাগ করে। কিন্তু সেটা হবে না।

প্রশ্ন: আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্ব যদি আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয় তখন বাংলাদেশে কি করবে?

মোহাম্মদ জমির: বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে আমাদের দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে। তবে সেখানে বাণিজ্যিক সম্পর্কটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো কারণে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যটা কমে যায় তাহলে দেশের অনেক মানুষ বেকার হয়ে যাবে। সেটা কেউ চায় না। আমেরিকা সবার আগে নিজেদের স্বার্থ দেখবে। তারা মুখে যাই বলুক যখন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে তখন বাণিজ্য স্বাভাবিক রাখবে।

শ্রুতলিখন: মুজাহিদুল ইসলাম

বক্তব্যের মাঝপথে বাইডেনকে থামিয়ে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানালেন ইহুদি নারী

১২ পৃষ্ঠার পর

পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা দর্শকেরা ওই নারীকে সেখান থেকে সরানোর চেষ্টা করছিলেন। এর মধ্যেই বাইডেন তাঁর জবাব দেন। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, আমাদের একটা বিরতি দরকার। এ বিরতির মানে হলো বন্দীদের মুক্ত করার জন্য সময় দেওয়া।’

পরে হোয়াইট হাউস বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে, বন্দী বলতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন হামাসের কাছে জিম্মি থাকা ২৪০ ব্যক্তির কথা বলেছেন। বাইডেনের সামনে থেকে নিরাপত্তাকর্মীরা যখন রোজেনবার্গকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন ওই নারী ‘এখনই যুদ্ধবিরতি চাই’ বলে গান গাইছিলেন।

বাইডেন বক্তৃতায় বলতে থাকেন, ইসরায়েল ও মুসলিম বিশ্বদুই পক্ষের জন্যই পরিস্থিতি ‘অত্যন্ত জটিল’ হয়ে পড়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘একেবারে শুরু থেকেই আমি দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করি। বাস্তবতা হলো হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। স্পষ্টতই তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।’বিবিসি

গাজায় গণহত্যা ও মানবিক বিপর্যয় রোধের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেছে জাতিসংঘ

১২ পৃষ্ঠার পর

ফিলিস্তিনের দখলীকৃত ভূমির অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিউর ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ। তারা ইসরাইলের বিমান হামলায় গভীর ভীতি প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার রাতে গাজার উত্তরে জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে বেপরোয়া হামলায় নিহত হয়েছেন প্রায় ২০০ মানুষ। আহত হয়েছেন কয়েক শত। একে তারা আন্তর্জাতিক আইনের ভয়াবহ লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন। তাদের ভাষায়- জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে একটি আবাসিক ভবনে ইসরাইলের বিমান হামলা আন্তর্জাতিক আইনের নগ্ন লঙ্ঘন এবং যুদ্ধাপরাধ। নারী ও শিশু সহ একটি আশ্রয়শিবিরে থাকা বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে হামলা আইনের লঙ্ঘন এবং যোদ্ধা ও বেসামরিক লোকজনকে আলাদা করা বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন। ২৭শে অক্টোবর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সমর্থনে পাস হওয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন। ওই প্রস্তাবে বেসামরিক লোকজনকে সুরক্ষিত রাখতে এবং আইনি, মানবিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আমরা আশা নিয়ে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। কিন্তু এখনই পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। সব দিক দিয়ে গাজা ভেঙে পড়ছে।

গাজার মানুষ এখন বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তারা এ জন্য জাতিসংঘের ওয়্যারহাউস থেকে আটা ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী লুটে নিয়েছে। পরিষ্কার পানির অভাবে শিশুদেরকে সমুদ্রের পানি পান করাতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবকরা। এনেস্থেসিয়া না দিয়েই শিশুসহ রোগীদের অপারেশন করা হচ্ছে। গাজার অনেক প্রবীণ এবং পঙ্গু তাদের বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাদের বাড়িঘর এখন ধ্বংসস্তূপ। তারা তাঁবুতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, গাজা এখন বিপর্যয়ের একটি 'টিপিং পয়েন্টে'। সেখানে খাদ্য, পানি, ওষুধ, জ্বালানি এবং অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মারাত্মক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে গাজার প্রায় ১৪ লাখ মানুষ আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত। ইউএন রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সির জরুরি ১৫০টি আশ্রয়শিবিরে ঠাঁই খুঁজছেন প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি। এ পর্যন্ত ইসরাইলের বোমা হামলায় জাতিসংঘের ৭০ জন কর্মী নিহত হয়েছেন।

বিশ্বজুড়েই সংকটে গণতন্ত্র- আইডিইএর প্রতিবেদন

৫ পৃষ্ঠার পর

আজারবাইজান, বেলারুশ, রাশিয়া ও তুরস্কের মতো দেশে গণতন্ত্রের মান ইউরোপের গড় মানেরও অনেক নিচে বলে জানিয়েছে আইডিইএ।

অবনতির কারণ : আইডিইএ বলছে, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। করোনা মহামারির সঙ্গে গণতন্ত্রের অবনতি সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছে তারা। তবে কাসাস-জামোরা আশা প্রকাশ করে বলেন, সংসদসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়লেও এটা আশা করা যায় যে, সাংবাদিক, নির্বাচন আয়োজক ও দুর্নীতিবিরোধী কমিশনারেরা কর্তৃত্ববাদী এবং পপুলিস্ট প্রবণতার বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়তে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদহার নিয়ে সতর্ক অবস্থানে ফেডারেল রিজার্ভ

৬ পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। দেশটিতে চাকরি পাওয়ার হারও স্বাভাবিক ছিল। কিছু অর্থনীতিবিদ জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি কমে আসার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যে কারণে ২ শতাংশ মূল্যস্ফীতি অর্জনে ফেডের লক্ষ্যমাত্রাও প্রভাবিত হবে এবং ঋণ গ্রহণে ব্যয় বাড়বে।

চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার শক্তিশালী পর্যায়ে। বর্তমানে প্রত্যাশার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগও বেশি।

এর আগের সপ্তাহে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, দেশটিতে মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি। কিন্তু উৎপাদন কার্যক্রম পূর্বাভাসের তুলনায় কমেছে। খবর ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস।

দুষ্কৃতকারীর লাফালাফি নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না

৯ পৃষ্ঠার পর

যেখানে যেখানে এই অগ্নিসন্ত্রাস করছে, সেই এলাকায় কত বিএনপি-জামায়াত আছে খুঁজে বের করতে হবে। ওইগুলোকে ধরিয়ে দিতে হবে। জানমালের যেন ক্ষতি না করতে পারে তার সুরক্ষা দিতে হবে। এটাই আওয়ামী লীগের দায়িত্ব।

বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওরা আসলে সিট পাবে না দেখে নির্বাচন করবে কি না সন্দেহ। আর নির্বাচনে এলেও আসবে ওই নমিনেশন বাণিজ্য করার জন্য। নির্বাচন কাকে নিয়ে করবে? নির্বাচন করলে ওদের নেতা কে? কাকে প্রধানমন্ত্রী করবে? কাকে দিয়ে মন্ত্রিসভা করবে? সে কারণে তারা ইলেকশন চায় না। ইলেকশন বন্ধ করে দিয়ে তারা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। আর কোনো কোনো মহল থেকে তারা যথেষ্ট উস্কানিও পায়।

বিদ্রোহী হয়ে নির্বাচন করা এবং মনোনীত প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, নমিনেশন সেটা তো আমরা দেব। আর আমি বসে থাকি না। প্রতি ছয় মাস পর পর আমার একটা হিসাব থাকে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ে নানাভাবে চক্রান্ত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সবকিছুর উৎপাদন বেড়েছে। তাহলে কীসের অভাব হবে? এগুলোর পেছনে কারা আছে? মজুদ করে রেখে দেবে, কিন্তু বাজারে আনবে না। না এনে দাম বাড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে। এটাই তারা করে যাচ্ছে। মালপত্র থাকা সত্ত্বেও বাজারে না এনে জনগণের পকেট কাটার চেষ্টা করে, এদের খুঁজে বের করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিএনপির অবস্থানের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফিলিস্তিনে জনগণের ওপর যখন অত্যাচার, আমরা তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এদের (বিএনপি) মুখে একটাও কথা নেই। তারা কি একটাও প্রতিবাদ করেছে? করেনি।

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাতীয় চার নেতার অন্যতম তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা সিমিন হোসেন রিমি, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

ট্রাম্প-বাইডেন সংলাপ প্রসঙ্গে মন্তব্যহীন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার

৯ পৃষ্ঠার পর

তাদের দায়িত্ব পালন করবে। এমনটি আমরা সকল দেশের সরকারের কাছেই আশা করি।

তিনি বলেন, আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই- যেমনটি আমি আগেই বলেছি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব সকলের। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সকল রাজনৈতিক দল, ভোটার, সরকার, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার দায়িত্ব রয়েছে। আর আমরা বাংলাদেশে সেটিই চাই, যা বাংলাদেশের জনগণ চায়। বাংলাদেশে যেন শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়।

আরেক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধীদের মধ্যে সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। তার এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সংলাপ করেন তবে তিনি বিরোধী দলের সাথে সংলাপ করবেন। মূলত শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো সংলাপ করতে অস্বীকার করেছেন। তার প্রশাসন বিরোধীদের ওপর খুব আক্রমণ করছে। আজ পুলিশের হাতে বিরোধীদলীয় দুই নেতা নিহত হয়েছেন এবং ইতোমধ্যে ঢাকায় বিরোধী দুই শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিনই তারা বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে, তাহলে আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন যে, বাংলাদেশে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (অংশগ্রহণমূলক) হবে?

জবাবে মিলার বলেন, আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের (বাইডেন-ট্রাম্প সংলাপ) কোনো মন্তব্য করব না। আমরা বিশ্বাস করি, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আমরা জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমরা সহিংসতার ঘটনাগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি। আমরা সরকারের সাথে, বিরোধীদের সাথে, সুশীল সমাজের সাথে এবং অন্যান্য অংশীদারদের (স্টেকহোল্ডার) সাথে বাংলাদেশের জনগণের সুবিধার জন্য, শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানাতে যুক্ত আছি এবং আমরা আমাদের এই কাজ চালিয়ে যাব।

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্পফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে শেখ হাসিনার প্রশংসা এবং সমালোচনা দুটোই আছে

৫ পৃষ্ঠার পর

যিনি গত এক দশকে গ্রামীণ পাট উৎপাদনকারী থেকে ১৭ কোটি মানুষের দেশকে এশিয়া-প্যাসিফিকের দ্রুততম প্রসারিত অর্থনীতিতে উত্থানের পথ দেখিয়েছেন।

প্রথম মেয়াদে ১৯৯৬ থেকে ২০০১, পরে ২০০৯ সাল থেকে একটানা অফিসে থেকে তিনি সরকারি পদে আসীন বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন নারী সরকার প্রধান হয়ে উঠেছেন। সেইসঙ্গে পুনরুত্থিত ইসলামপন্থী ও এককালে অনধিকারচর্চী সামরিক শক্তি উভয়কেই পরাস্ত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যে মার্গারেট থ্যাচার কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে বেশি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর হাসিনা জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে সেটা আরও দীর্ঘ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেপ্টেম্বরে টাইম ম্যাগাজিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমার জনগণ আমার সাথে আছে। তারা আমার প্রধান শক্তি।"

হাসিনার শাসনামলে কয়েক বছর ধরে ১৯টি গুপ্তহত্যার চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সমর্থকরা নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে শত শত মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে, পুলিশের গাড়ি এবং পাবলিক বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে। বিএনপি ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মতোই নির্বাচন বয়কট করার ব্রত নিয়েছে যদি না হাসিনা নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। (তাদের এই দাবির ঐতিহাসিক নজির থাকলেও সংবিধান সংশোধনের পর সেটি আর বহাল নেই।)

হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের অধীনে বাংলাদেশ কর্তৃত্ববাদী রূপ নিয়েছে। ব্যালট বাক্স দখল এবং হাজার হাজার ভুয়া ভোটার সহ নানা উল্লেখযোগ্য অনিয়মের কারণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যরা গত দুটি নির্বাচনের নিন্দা জানিয়েছিল।(যেগুলোতে তিনি যথাক্রমে ৮৪% এবং ৮২% ভোট পেয়ে জয়ী হন)। দুই বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সন্দেহ রয়েছে এমন দুর্নীতির অভিযোগে গৃহবন্দী এবং গুরুতর অসুস্থ। এরই মধ্যে, চল্লিশ লাখ (আশ্চর্যজনক) আইনি মামলায় বিপাকে পড়েছেন বিএনপির কর্মীরা। অন্যদিকে, স্বাধীন সাংবাদিকরা এবং নাগরিক সমাজের কাছ থেকেও প্রতিশোধমূলক হয়রানির অভিযোগ আসছে।

সমালোচকরা বলছেন, জানুয়ারির নির্বাচন হবে রাজ্যাভিষেকের সমতুল্য, আর হাসিনা স্বৈরশাসকের।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ,"ক্ষমতাসীন দল পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই হোক কিংবা বিচার বিভাগ। আমরা কথা বললেই তারা নিপীড়ন করে।" ভাঙচুর ও হত্যাসহ ৯৩টি মামলায় অভিযুক্ত মির্জা ফখরুল নয়বার কারাবরণ করেছেন।

বাংলাদেশের মূল্য আছে'। দেশটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবাহিনীতে একক বৃহত্তম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী এবং নিয়মিতভাবে মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের সাথে অনুশীলন করে থাকে। দেশটির প্রাণবন্ত অভিবাসীরা এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকাজুড়ে ব্যবসায়ী এবং শিল্প সম্প্রদায়ের গভীরে প্রোথিত। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) এর সবচেয়ে বড় উৎস যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের রপ্তানির শীর্ষ গন্তব্যও যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনের নিন্দা করা (যদিও বিলম্বে) উন্নয়নশীল বিশ্বের কতিপয় নেতাদের একজন হাসিনা যিনি পশ্চিমাদের জন্য নিজেকে দরকারি হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে থাকতে দেয়ার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু, স্বৈরতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশের ঝুঁকে পড়া নিয়ে ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজনে সর্বশেষ দুটি গণতন্ত্র সম্মেলনে হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র জানায়- নির্বাচনকে ব্যাহত করলে যে কোনো বাংলাদেশির ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। এর জবাবে, হাসিনা সংসদে বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে "গণতন্ত্র বাদ দেয়ার চেষ্টা করছে"। তার এমন অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস জোর দিয়ে বলেন, ওয়াশিংটন "কোনো পক্ষকে বেছে না নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক"।

কিন্তু এটি এমন একটি সময় যখন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক নীতি অনুযায়ী দেশটি প্রতিটি ক্ষেত্রে চীনের ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক পদচারণার 'সম্পূর্ণ বিরোধী' কিছু করতে মরিয়া। উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, "বিদেশে নিজের গণতন্ত্র-প্রচার নীতির জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি 'টেস্ট কেইসে' পরিণত করেছে বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বড় ঝুঁকিটা হলো এ সকল চাপ হিতে বিপরীত হতে পারে এবং তা সরকারকে দ্বিগুণ নীচে নামতে এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করতে প্ররোচিত করতে পারে।"

হাসিনার টানা চতুর্থ মেয়াদ বাংলাদেশের জন্য কী ভাগ্য বয়ে আনবে, এটা দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রশ্ন। বেশিরভাগ আমেরিকানরা বাংলাদেশকে কেবলই তাদের প্যান্টশার্ট সেলাই করা লেবেল দেখে চিনলেও এটা এমন এক দেশ যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার সাথে ১০% হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘুর আবাস। সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ১৯৮৮ সালে জনৈক সামরিক স্বৈরশাসক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানান, যার ফলে (দেশটি) উগ্র মৌলবাদীদের উর্বর ভূমিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

হাসিনার অর্থনৈতিক অর্জনগুলো চিত্তাকর্ষক। নিজ দেশের মানুষকে খাওয়াতে যেখানে সংগ্রাম করতে হতো, সেখানে এখন খাদ্য রপ্তানি করা হয়। ২০০৬ সালে যেখানে জিডিপি ছিল ৭১ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৬০ বিলিয়ন ডলার। ভারতের পর দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এখন বাংলাদেশ। সামাজিক সূচকগুলোতেও উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, স্যামসাং-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে সাপ্লাই চেইন সরাতে পারছে। ঢাকায় আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি বলছিলেন- ''গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের উন্নতি করতে হবে। তবে, আমরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি।"

বাংলাদেশ এখন জলবায়ু সংকটেরও ফ্রন্ট লাইনে। একসময় পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত দেশটি ১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধের আঘাত কাটিয়ে উঠলেও পানি সমস্যা সহস্রাব্দ ধরে এখানকার মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। সুউচ্চ হিমালয় থেকে তুষার গলিত প্রতি বছর ১৬৫ ট্রিলিয়ন গ্যালন পানি বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণিঝড় নিয়মিতভাবে নীচু ব-দ্বীপকে আঘাত করে কারণ, দেশের ৮০%ই প্লাবনভূমি। এর ফলে বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়। ক্রমবর্ধমানভাবের সাগরের পানির স্তর বৃদ্ধি ক্যালিফোর্নিয়ার চারগুণ বেশি জনসংখ্যার দেশটির (আয়তনে ইলিনয়ের চেয়ে ছোট) মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। হাসিনা উন্নয়নশীল দেশগুলোর হয়ে জলবায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোর কাছে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের দাবি রেখেছেন, যে দাবি এখনও পূরণ হয় নি। এ বিষয়ে তিনি বলছিলেন, ''আমরা কেবল প্রতিশ্রুতি শুনতে চাই না, উন্নত দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।"

বাংলাদেশের জীবন যদি পানি শাসিত বলা যায়, তবে তার রাজনীতিকে বলতে হবে রক্তস্নাত। গত অর্ধশতাব্দী ধরে দুটি পরিবার এবং এখন তাদের নেতৃত্ব দেয়া নারীরা তিক্ত দ্বন্দ্বে আবদ্ধ। একদিকে রয়েছেন, শেখ হাসিনা যার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি শেখ মুজিব নামে সমধিক পরিচিত। তিনি এবং তার ১৭ জন নিকটাত্মীয়কে ১৯৭৫ সালে এক সেনা অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয়। (সম্ভবত ইউরোপে থাকার কারণেই হাসিনা বেঁচে যান)। অন্যদিকে, সাবেক সেনাপ্রধান এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী খালেদা জিয়া। মুজিব হত্যার পর থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জিয়াউর দেশের নেতৃত্বে ছিলেন। এই উভয় 'ডাইনাস্টিক ম্যাট্রিয়ার্ক' বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে একে অপরকে ছোট করে নিজেদের পরিবারের ভূমিকাকে বৈধতা দেবার চেষ্টা করে। স্বৈরশাসকের হাতে জন্ম এই বলে হাসিনা বিএনপিকে' সন্ত্রাসী দল' বলে উপহাস করেন, যে দল 'কখনও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনি'। স্পষ্টতই বিষমাখা কণ্ঠে তিনি বলেন, "খালেদা জিয়া" সামরিক স্বৈরশাসকের মতো দেশ চালিয়েছেন"। ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বিএনপি সমর্থকরা যে সহিংসতা করেছে হাসিনা তা বড় করে দেখান। এর বিপরীতে, বিএনপি তাদের দলের উপর পদ্ধতিগত নিপীড়নের দিকে ইঙ্গিত করে এবং তার (হাসিনার) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে, রক্তারক্তির বিষয়টি দুঃখজনকভাবে সব পক্ষ

থেকেই ঘটছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের উপ-পরিচালক (এশিয়া) মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রায়ই রাস্তায় সহিংসতা হয়ে থাকে। এটি প্রধান সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই সত্য"।

নিজ সরকার কর্তৃক স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, আইডি কার্ড এবং বায়োমেট্রিক ডেটার সাথে যুক্ত রেজিস্ট্রেশন পেপার প্রবর্তনকে হাসিনা অবাধ নির্বাচনের প্রতি তার অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসেবে দেখান। নিজের ডিএনএতে গণতন্ত্র রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। পিতৃ হত্যার পর হাসিনা এবং তার বোন শেষ পর্যন্ত ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার আগ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। (১৯৬৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানী এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল যিনি ২০০৯ সালে মারা যান, এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে।) হাসিনাকে ১৯৮১ সালেই বাংলাদেশে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, যখন হাজার হাজার আওয়ামী লীগ সমর্থকরা তাকে ঘিরে ধরেছিল। পরবর্তী বছরগুলো তিনি সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করে কাটিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''আমাদের স্লোগান ছিল- ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার।"

কিন্তু, পরের চার দশকে অনেক কিছু বদলে গেছে। এখন বাংলাদেশের বিরোধীরা গ্রেপ্তার, হামলা বা আইনি চ্যালেঞ্জের ভয়ভীতি ছাড়া রাস্তায় প্রচারণা চালাতে কিংবা মিডিয়াতে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করছেন। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, "অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেবল নির্বাচনের দিনটিই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর জন্য সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ।"

১৯৯১ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছিল এবং ক্ষমতাসীন (দলের) বিরোধিতার মানে সুষ্ঠু নির্বাচনে হাসিনার পরাজিত হওয়ার সকল সুযোগ রয়েছে। ঢাকার একজন রিকশা চালক টাইম এর কাছে অভিযোগ করে বলেন, "মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে"। তিনি দিনে যে ৪০০ টাকা (সাড়ে তিন ডলার) আয় করেন তা দিয়ে স্ত্রী এবং দুই সন্তানের জন্য রান্নার তেল আর মসুর ডাল জোগাড় করা-ই কঠিন। (হাসিনা) বড় পরিবার থেকে আসলেও তার পিতা এখন আমাদের সাহায্য করতে পারেন না।"

হাসিনার জন্য বড় সমস্যা হলো তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হলে তিনি সম্ভবত একই ধরণের দমনমূলক প্রতিশোধের সম্মুখীন হবেন যেমনটি তার সরকার এখন করছে। ঢাকা-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক- সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) এর নির্বাহী পরিচালক এবং টকশো হোস্ট জিল্লুর রহমান বলছিলেন, "আওয়ামী লীগ খুব ভয়ে আছে। তাদের কোনো 'সেইফ এক্সিট' নেই।"

বাংলাদেশের নিপীড়নমূলক সিকিউরিটি ল্যান্ডস্কেপ মূলত ২০১৬ সালের পহেলা জুলাইয়ের ঘটনাগুলো দিয়ে বড় রূপ লাভ করেছিল। সেদিম রাত ৯:৪০ টায় বোমা, পিস্তল, অ্যাসল্ট রাইফেল, রামদা দিয়ে নিয়ে ঢাকার জনপ্রিয় গুলশানের হলি বেকারিতে প্রবেশ করে যেটি আশেপাশের দূতাবাস কর্মী এবং বাংলাদেশের অভিজাতদের প্রিয় এক জায়গা। "আল্লাহু আকবর" বলে তারা প্রধানত বিদেশি ক্রেতাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। কাস্টমাররা টেবিলের নীচে আর আতঙ্কিত স্টাফরা ছাদে পালিয়ে যায়, কেউ কেউ রেস্টরুমে নিজেদের লক করে রেখেছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলাকারীরা অভিযোগ করেছিল যে, পশ্চিমাদের ছোটখাটো খোলামেলা পোশাক এবং অ্যালকোহল স্থানীয়দেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করছে। তারপর তারা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন না এমন জিম্মিদের অত্যাচার ও হত্যা করে। পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে অবরুদ্ধ দশার সমাপ্তি হলে প্রধানত স্থানীয়, ইতালীয় ও জাপানি নাগরিক, পাঁচ সন্ত্রাসী এবং দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়া যায়। আহত হয়েছিলেন আরও ৫০ জন, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন পুলিশ।

আইএসআইএস-অনুপ্রাণিত ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির মধ্যে ওই ঘটনা ছিল নিকৃষ্টতম ঘটনা যা বাংলাদেশকে ঘিরে ধরেছিল, এর আগের ১২ মাসে হিন্দু, শিক্ষাবিদ, ধর্মনিরপেক্ষ লেখক এবং ব্লগারদের লক্ষ্য করে ৩০ টিরও বেশি সহিংস হামলা হয়েছিল। ভয়ের সংস্কৃতি এতোটাই বিস্তৃত হয়ে উঠে যে নিজেরা টার্গেট হওয়া থেকে বাঁচতে অনেক রেস্তোরাঁ বিদেশী কাস্টামারদের নিষিদ্ধ করে। পাতাভরা রাস্তায় যেখানে সেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল আজ সেখানে কেবলই বিলাসবহুল ভবন আর একটি মেডিকেল ক্লিনিক রয়েছে। তবু, সহিংসতার সেই স্মৃতি এখনও হাসিনার সিকিউরিটি ক্র্যাকডাউনকে বৈধতা দেয় যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে বাংলাদেশ 'ইসলামিফিকেশন' শুরু করে। তার বিএনপি এখনও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ, যেখানে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। উইলসন সেন্টারের কুগেলম্যান বলছিলেন, "বিরোধীদের ইসলামপন্থী অংশকে কঠোরভাবে দমন করার অজুহাত হিসেবে ঢাকা সন্ত্রাসবাদ নির্মূলকে ব্যবহার করেছে।" সন্ত্রাস দমন আজ রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিস্তৃত অংশ হয়ে উঠেছে। বিএনপির সাম্প্রতিক সমাবেশগুলোতে পুলিশের একশনকে মীনাক্ষী গাঙ্গুলি "উস্কানিমূলক" বলে অভিহিত করেন যা "নি:সন্দেহে প্রতিশোধ গ্রহণের পথে ঠেলে দিচ্ছে।"

তবে এটি কেবল রাজপথে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি কিংবা লাঠিচার্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বাংলাদেশের বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলো হাসিনার কথিত শত্রুদের সামান্য সমালোচনাকেও ক্রমবর্ধমানভাবে টার্গেট করেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুমের ঘটনা ট্র্যাক করেছেন এমন দুজন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মীকে ১৫ সেপ্টেম্বর অস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দু'বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ বিদেশি সরকারগুলো কথা বলেছে। সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট এবং শিক্ষার্থীরাও টার্গেটে হয়েছেন।

গত আগস্টে, বারাক ওবামা সহ ১৭০ জনেরও বেশি বিশ্বনেতা এবং নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে "লাগাতার বিচারিক হয়রানি" বন্ধ করার জন্য হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইউনূস দারিদ্রতা কমানো ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক।

ইউনূসের বিরুদ্ধে হাসিনা শ্রম আইন লঙ্ঘন, দুর্নীতি এবং মানি লন্ডারিং সহ ১৭৪ টি মামলা করতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। ইউনূসকে তিনি "রক্তচোষা" বলে বিদ্রূপ করে থাকেন।

এ এক উদ্ভট প্রতিহিংসা যা 'ফেস্টারিং প্যারানয়া'র অভিযোগে ইন্ধন জোগান। হাসিনা জোর গলায় বলতে পারেন যে তার রেকর্ড অনুকরণীয়- "খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, চাকরির সুযোগ," তিনি একটানা বলতেই থাকেন। "আমি এটা করছি, আমি ওটা করেছি" - তবে ঠিকমতো খতিয়ে দেখলে বিষয়গুলো খুব বেশি সুখকর দেখাবে না। ফ্রিডম হাউস (ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা) বাংলাদেশকে "আংশিক স্বাধীন" বলে মনে করে। দেশটির অর্থনীতি এখনও কৃষি, সস্তায় পোশাক রপ্তানি এবং ১ কোটি ৪০ লাখ অভিবাসীর প্রতি বছর দেশে পাঠানো প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের উপর নির্ভরশীল। এই রেমিটেন্স অর্থনৈতিক চাপ কমাতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে যখন ইউক্রেনে আক্রমণের পর থেকে জ্বালানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) এ বিশ্বব্যাপী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইরানের সাথে ১৪৭ তম স্থানে এবং তালেবান শাসিত আফগানিস্তান থেকে এক স্থান উপরে রয়েছে। হাসিনা গর্ব করেন যে বাংলাদেশে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই এখন মোবাইল ফোন আছে এবং ২০২৬ সালে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) ক্যাটাগরি থেকে পরবর্তী ধাপে উত্তরণ ঘটবে বাংলাদেশের। কিন্তু, যে কোন পরিমাপ বিচারেই এটি একেবারে নিম্নমানের নিচে। ততদিনে এশিয়া থেকে (এলডিসি) সদস্য হিসেবে থাকবে কেবল মিয়ানমার, আফগানিস্তান এবং কম্বোডিয়া।

হাসিনা যখন ঢাকার বস্তির মানুষদের উপেক্ষা করে দেশের গ্রামগুলোর "ভিন্ন দৃশ্যকল্প" তুলে ধরেন তখন প্রশ্ন ওঠে যে, কেন প্রতিদিন ২,০০০ মানুষ গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে জনাকীর্ণ রাজধানীতে ছুটে আসেন। দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ বাংলাদেশিরা কষ্ট পাচ্ছে যেখানে বৈদেশিক রিজার্ভ কমে যাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্য করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। দুর্নীতি এখানে ব্যতিক্রম নয় স্বাভাবিক, এর পাশাপাশি শ্রম সমস্যা এবং মুদ্রা সংকটের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত হাস বলেন "ব্যবসা করার জন্য এটা কঠিন এক জায়গা। আমাদের কোম্পানিগুলি তাদের সম্ভাব্য বিনিয়োগের জন্য আরও ডজনখানেক দেশের দিকে নজর রাখছে, তাই বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক থাকাটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।"

রোহিঙ্গা সঙ্কটের দ্বারা বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মূর্ত হয়েছে। কক্সবাজারের সমুদ্রতীরবর্তী হোটেল থেকে গাড়িতে করে এক ঘন্টা গেলে প্লাস্টিকের চাদরে আচ্ছাদিত বাঁশের কুঁড়েঘরগুলি নজরে পড়বে। কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের অভ্যন্তরে, সরকারের কারণে পশ্চিম মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসার প্রায় দশ লাখ রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা শরণার্থী সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন, ওইসময় আনুমানিক ২৪,০০০ মানুষের প্রাণ হারিয়েছিল। শিশুরা ফুটবল খেলছে, মহিলারা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

“আপনি TLC PLATE-এর মালিক হতে চান?”

TLC নতুন প্লেট দিচ্ছে

আজই যোগাযোগ করুন

NY INSURANCE BROKERAGE INC

71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

718-476-2025

টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে শেখ হাসিনার প্রশংসা এবং সমালোচনা দুটোই আছে

৪২ পৃষ্ঠার পর

বোরকা পরে সমুচা আর টক বরই জাতীয় পণ্য বিনিময় করছে।

যারা পালিয়েছিল তারা নিজেদের সাথে হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের গল্প ছাড়া সামান্যকিছুই সাথে নিয়ে এসেছিল।

রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশের সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া দেখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অন্যান্য মানবাধিকারের উদ্বেগ উত্থাপন করতে অস্বস্তি বোধ করেছে। মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলছিলেন, এই দেখেও অন্ধ হয়ে থাকাটা 'চলতে থাকতো যদি না অভ্যন্তরীণ নির্যাতন অতি তীব্র না হয়ে উঠতো"। কিন্তু এখন, নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা এবং মানবিক অবস্থার অবনতির সাথে সাথে পশ্চিমাদের চাপও ক্রমবর্ধমান।

৫৪ বছর বয়সী শরণার্থী শরিফ হোসেন বলেন, "এখন আমাদের মানুষদের ফিরে যাওয়ার জন্য আরও বেশি চাপ দেয়া হচ্ছে। আমরা মরে যাই বা যা কিছুই হোক না কেন, তাতে বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না। তারা শুধু চায় আমাদের মানুষকে তাদের ভূমি থেকে সরিয়ে দিতে।"

রোহিঙ্গাদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, হাসিনা বিশ্বকে মনে করিয়ে দেন, "ছয় বছর আমার বোন এবং আমি দেশের বাইরে শরণার্থী হিসেবে বাস করেছি, তাই, আমরা তাদের দুঃখ এবং বেদনা বুঝতে পারি।" কিন্তু তার সরকার শরণার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং জীবিকা অর্জনের বৈধ উপায়ের অনুমতি দেয়ার দাবিতে কর্ণপাত করে নি। বরং, রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানানোটাই বন্ধ হয়ে গেছে। হাসিনা বলছিলেন, "এটা আমাদের জন্য বড় এক বোঝা। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থা যারা এখানে [রোহিঙ্গাদের] সাহায্য করছে তারা মিয়ানমারের অভ্যন্তরেও একই কাজ করতে পারে।"

অবশ্যই রোহিঙ্গা সঙ্কট বাংলাদেশের পক্ষে একা সমাধান করা কখনই সম্ভব ছিল না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও দায় রয়েছে। তাদের দুর্দশা ঢাকায় আমেরিকান প্রভাব নিয়ে নতুন করে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। ঐতিহাসিক ভূমিকাও রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, তারা পাকিস্তানি জান্তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছিল।

বাংলাদেশ তার আকার এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে ভারত, চীন এবং রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শৈল্পিকভাবে ভারসাম্য রেখেছে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে জনগণের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রয়েছে, রাশিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশী শিক্ষার্থী এবং সুশীল সমাজকে পৃষ্ঠপোষকতা করতো। ঝুঁকি হলো যে অনবরত চাপ দেয়া ঢাকাকে ওয়াশিংটন থেকে দূরে এবং মস্কো ও বেইজিংয়ের কাছাকাছি ঠেলে দেয়। এখন পর্যন্ত, ইউক্রেন থেকে রাশিয়াকে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলোতে হাসিনা বিরত থেকেছেন এবং রাশিয়াকে সমর্থনও করেছেন। হাসিনা বিদ্রুপের ইঙ্গিত না করেই বলেন "কিছু ইস্যুতে আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিইনি; আবার অন্য কিছু বিষয়ে আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি। আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার।"

এটি এমন এক পন্থা যা ঢাকাকে প্রকাশ্যে কোনো পক্ষেরই বিরোধিতা না করার সুযোগ করে দিয়েছে। হাসিনা স্যাংশনপ্রাপ্ত ৬৯টিরও বেশি রাশিয়ান জাহাজকে বাংলাদেশে ডক করতে দেন নি। সেপ্টেম্বরে রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ প্রথম কোনো শীর্ষ রাশিয়ান কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা রোসাটম ঢাকার ৯০ মাইল পশ্চিমে দেশের প্রথম পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ৬ অক্টোবর, বাংলাদেশ ওই প্ল্যান্টের জন্য রাশিয়ান ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান পেয়েছে, যা আগামী জুলাই মাসে চালু হওয়ার কথা। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য কাকে দোষারোপ করবেন জানতে চাইলে হাসিনার সপ্রতিভ উত্তর, "তাদের সকলেরই যুদ্ধ থামানো উচিত। পুতিনের উচিত যুদ্ধ থামানো। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত যুদ্ধে প্ররোচিত না করা এবং অর্থ সরবরাহ বন্ধ করা। তাদের ওই অর্থ শিশুদের পেছনে খরচ করা উচিত।"

বাংলাদেশের কঠোর নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, হাসিনা ফের রক্ষণাত্মক, "আপনি যা কিছুই করবেন, কিছু লোক সর্বদা এর বিরোধিতা করবে।" এটি যে কোনও সমালোচনার অভ্যাসগত প্রতিফলন, যদিও এটি কম স্বস্তিদায়ক নয়। আমাদের কথোপকথনের সময়, উদ্বেগের জায়গাগুলো সাথে সাথেই অস্বীকার করা হয় এবং আত্মদর্শনের সুযোগগুলোর পরিবর্তে 'ফ্যামিলি ট্রমা'র সেই অতল কূপে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। টাইমের সাথে সাক্ষাৎকারে দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে হাসিনা অনাহূতভাবে ডজনখানেকবার তার খুন হওয়া বাবার কথা তুলে আনেন।

অভ্যন্তরীণভাবে, তিনি মুজিবকে ঘিরে ব্যক্তিত্বের একটি শ্বাসরুদ্ধকর 'কাল্ট' প্রচার করেছেন। আমাদের সামনে ছিল "জাতির পিতা"র একটি বিশাল প্রতিকৃতি এবং প্রত্যেক সরকারি অফিস এবং ওয়েবসাইটে তার গোঁফওয়ালা মুখ শোভিত। ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জের অভ্যন্তরে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্লাজমা স্ক্রীন থেকে তার বক্তৃতা অনন্যোপায় শ্রোতামন্ডলির সামনে তুলে ধরা হয়। হাসিনা বলেন, "আমি এখানে এসেছি কেবলই আমার বাবার স্বপ্নপূরণ করতে।"

কিন্তু, সেই স্বপ্ন অবশ্য গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ছিল না। বিদ্রোহী সেনাদের দ্বারা নিহত হওয়ার প্রায় ছয় মাস আগে, ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মুজিব সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করেন এবং নিজেকে বাকশাল নামে পরিচিত একদলীয় রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, জাতি ছিল দৃশ্যত জরুরি অবস্থার মধ্যে।

গণতন্ত্র কখনও পুনরুদ্ধার হবে কিনা তা একটি বিভাজনকারী প্রশ্ন, যদিও সমালোচকরা ইতিমধ্যেই হাসিনার রেজিমকে "বাকসাল ২.০" বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি হাসিনার কথায়ও বাংলাদেশ এখন 'গ্রে জোন' এ রয়েছে, "গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে যা দেশভেদে পরিবর্তিত হয়।"

নির্বাচনের দিকে যাচ্ছেন এমন কারো কাছ থেকে এটা খুব কমই আশ্বস্ত করার বক্তব্য। হাসিনা জানেন, তিক্ত ও ক্ষতবিক্ষত বিরোধিতার অর্থ ব্যর্থতা কোনো বিকল্প নয়। তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাকে উৎখাত করা অতোটা সহজ নয়। আমাকে নির্মূল করাই একমাত্র বিকল্প। আর, আমি আমার জনগণের জন্য মরতে প্রস্তুত।"

[বিশ্বের প্রভাবশালী টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ শীর্ষক প্রতিবেদনের লেখক টাইম-এর প্রতিনিধি চার্লি ক্যাম্পবেল। ২রা নভেম্বর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। পাঠকদের জন্য ইংরেজি লেখাটি হুবহু বাংলায় অনুবাদ করেছেন তারিক চয়ন। ঢাকার দৈনিক মানবজমিনের সৌজন্য]

টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রভাবশালী রাজনীতিক শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন। তারা লিখেছে, সত্তরোর্ধ্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অবিসংবাদিত এক নাম। তার নেতৃত্বে ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত পাট উৎপাদনকারী দেশ থেকে এশিয়া-প্যাসিফিকের দ্রুততম প্রসারণশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় এসব কথা বলা হয়েছে টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত রাষ্ট্রের শাসনভার ছিল তার হাতে। বর্তমানে তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন নারী সরকারপ্রধান। ইসলামী মৌলবাদী শক্তি ও সামরিক হস্তক্ষেপকারী উভয়পক্ষকেই পরাস্ত করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যে তিনি মার্গারেট থ্যাচার বা ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে বেশিবার নির্বাচনে জয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আসছে জানুয়ারির ব্যালট বাক্সের লড়াইয়ে জেতার ব্যাপারেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা টাইমকে বলেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমার জনগণ আমার সঙ্গে আছে।'

বিগত বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯ বার গুপ্তহত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে টাইম ম্যাগাজিন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সমর্থকরা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে; এসব ঘটনায় গ্রেপ্তার শতাধিক। পুলিশের যানবাহন এবং বাসেও আগুন দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনায় প্রাণ গেছে কয়েকজনের। বিএনপি ২০১৪ এবং ২০১৮ উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাচন বয়কট করার কথা জানিয়েছে। তাদের দাবি, শেখ হাসিনা যেন নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

একনজরে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে।রাজনীতির শুরু স্কুলজীবনেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। ১৯৬২-তে স্কুলের ছাত্রী হয়েও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন দিশেহারা, সেই ক্রান্তিলগ্নে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের অনুরোধে শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে ফিরে এসে দলটির সভাপতির গুরুদায়িত্ব নেন। ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফেরেন। সর্বশেষ ২০২২ সালের ২৪ ডিসেম্বর দলের ২২তম ত্রৈবার্ষিক জাতীয় কাউন্সিলে দশম বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। ১৯৯১-এর নির্বাচন আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করে অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলে এরশাদবিরোধী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন শেখ হাসিনা। পরে এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হন। এরপর দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন পায় এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম মেয়াদ, ১৯৯৬-২০০১ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৬ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। এতে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা।

বিরোধীদলীয় নেতা, ২০০১-২০০৮ ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের কাছে হারে আওয়ামী লীগ। এ সময় তিনি সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা হন।প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদকাল, ২০০৯-২০১৪ ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসনে জয়ী হয়। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় মেয়াদকাল (২০১৪-২০১৯) ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্রসহ ১৭টি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ মেয়াদকাল (২০১৯-বর্তমান)

একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে জয়ী হলে শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তার টানা তৃতীয় মেয়াদ। হত্যাচেষ্টা শেখ হাসিনাকে অন্তত ২০ বার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। প্রতিটিতেই কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের কাছে, ১৯৮৯ সালের ১১ আগস্ট ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে, ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরদী ও নাটোর রেলস্টেশনে, ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর রাসেল স্কয়ারে, ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে, ২০০০ সালে এক জনসভাস্থল ও হ্যালিপ্যাডে, ২০০১ সালের ২৯ মে খুলনায়, একই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর সিলেটে, ২০০২ সালের ৪ মার্চ নওগাঁয়, ২০০৪ সালের ২ এপ্রিল বরিশালে এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে হামলা চালিয়ে হত্যাচেষ্টা করা হয়। গ্রেপ্তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো গ্রেপ্তার হন ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। ওই বছরের ১৬ জুলাই তাকে নিজ বাসভবন 'সুধা সদন' থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অর্জন অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জিডিপির হার, মাথাপিছু আয়, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সমুদ্রসীমার জয়, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বিদ্যুৎ, মডেল মসজিদ কাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ১০ মেগা প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শেখ হাসিনার শাসনামলে ব্যাপক অথনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি হয় ।

সাকিবের ক্রমাগত অর্থনৈতিক ‘অপরাধ’ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নৈতিক মানদণ্ডকে দুর্বল করেছে?

বড় অংকের বিনিয়োগ করেছেন তিনি। কিন্তু ব্যাট-বল হাতে তার সাফল্য ব্যবসায় ধরা দেয়নি। দেশে তার বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই রুগ্ণ। কিছু প্রতিষ্ঠান তিনি এরই মধ্যে বিক্রি করে দিয়েছেন।

বর্তমানে দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সীমিত করে সাকিব আল হাসান যুক্তরাষ্ট্রমুখী হচ্ছেন বলে জানা গেছে। সর্বশেষ কিছুদিন আগে সাকিব ৭৫ রেস্টুরেন্টের ফেসবুক পেজে এটি বন্ধের ঘোষণা আসে। রেস্টুরেন্টটির বিরুদ্ধেও ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ উঠেছিল।

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পরও তা গোপন করার দায়ে ২০১৯ সালে সাকিব আল হাসানকে দুই বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর এ বিষয়ে আইসিসির অ্যান্টি করাপশন ইউনিটকে অবহিত করার নিয়ম রয়েছে। সেটি না করার মাধ্যমে তিনি সংস্থাটির দুর্নীতিবিরোধী নিয়ম লঙ্ঘনের তিনটি অভিযোগ স্বীকার করে নেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইসিসি তাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের অভিমত হলো সমসাময়িক অন্য সবার চেয়ে দলে সাকিবের প্রভাব ও আবেদন অনেক বেশি। উঠতি তারকা ও জুনিয়র ক্রিকেটাররা তাকে অনুসরণ করে থাকেন। দলের সেরা খেলোয়াড়ের তকমাকে কাজে লাগিয়ে বারবার বিতর্কিত কর্মকাণ্ড করে তার পার পেয়ে যাওয়ার বিষয়টি অন্য ক্রিকেটারকেও প্রভাবিত করেছে। সাকিবের মতো নানা আর্থিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত হয়েছেন তারাও। এক্ষেত্রে মাঠের সাকিবের মতোই মাঠের বাইরের সাকিবকে অনুকরণ করেছেন তারা। জড়িয়ে পড়েছেন শেয়ারবাজারের বিতর্কিত চরিত্রগুলোর সঙ্গে।

পুঁজিবাজারে সাকিব নিজে বিনিয়োগের পাশাপাশি দলের অন্য খেলোয়াড়দেরও বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছেন। নিজের পোর্টফোলিও ম্যানেজার মো. আবুল খায়ের হিরুর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন দলের অন্য সদস্যদের। একটা সময় পর্যন্ত সাকিব তার পারফরম্যান্স দিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক সত্ত্বেও নিজের অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু চলমান ক্রিকেট বিশ্বকাপে তিনি ও দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় পারফর্ম করতে পারছেন না। সব মিলিয়ে গোটা দলে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি চরমভাবে দেখা যাচ্ছে। ক্রিকেটের বাইরের জগতে নিজেদের অনেক বেশি জড়িয়ে ফেলার কারণেই এ অবস্থা বলে মনে করছেন অনেকেই।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং নিয়মাচারের ব্যত্যয়কে এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হিসেবে দেখছেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেট অধিনায়ক শফিকুল হক হীরা। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘সমস্যার মূলে অনেকটাই টাকা-পয়সা। ক্রিকেটারদের এখন অঢেল টাকা-পয়সা। এখন তারা সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ম্যানেজমেন্ট বলেন কাউকেই সম্মান দেখায় না। এটি পারফরম্যান্সকে অনেকটাই থামিয়ে দেয়। বিজ্ঞাপন, বিজনেস, তারপর বিপিএলে এত টাকা দেয়। আইপিএলে সুযোগ পায় না ভাগ্যিস, নয়তো আইপিএলেও টাকা পেত।’

বিশ্বকাপের মধ্যপথে সাকিবের ঢাকায় ফেরার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না সাবেক এ ক্রিকেটার। তিনি বলেন, ‘সাকিব যে পুনে থেকে কলকাতায় না গিয়ে ঢাকায় আসল, কে তাকে পারমিশন দিল? কোচ কিংবা বোর্ড তাকে পারমিশন দিতে পারে না। এটা আইসিসির টুর্নামেন্ট, আইসিসি তাকে পারমিশন দেবে। ট্রেনিং থেকে শুরু করে হোটেল ভাড়া, খাবার, বিমান টিকিট সবকিছু আইসিসি বহন করে। এটা তো বোর্ডের ব্যাপারও না। আইসিসি তোমার পেছনে খরচ করছে। তুমি তার কাছে জবাবদিহি করবা। সবকিছু দিচ্ছে আইসিসি, আর আসছে ফাহিমের (নাজমুল আবেদিন ফাহিম) কাছে। কী বলব ভাই। ফাহিম কি কখনো ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট খেলছে? সাকিবের আসার আসল কারণ হলো নিজের কাজগুলো ঠিক আছে কিনা, রেস্টুরেন্টগুলো ঠিক আছে কিনা সেটি দেখা।’

প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই পুলিশ হত্যার পলাতক আসামি রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খানের মালিকানাধীন জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুবাই গিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার বিষয়টি তিনি নিজেই এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। তার এ কাণ্ড সে সময় বেশ আলোড়ন ও সমালোচনার জন্ম দেয়।- বণিক বার্তা

কে এই ‘বিতর্কিত’ লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী

৮ পৃষ্ঠার পর

কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে কর্তৃপক্ষ বিব্রত হয় এবং তাকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দেয়া হয়। তিনি এলপিআরে থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রথম স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন এবং সেনা আইন বহির্ভূতভাবে মেসকিট (সামরিক পোশাক) পরে ২১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি বিয়ের আগে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এক নারীকে নিয়ে ৩ নভেম্বর ২০১৮ থেকে একই বাসায় অনৈতিকভাবে অবস্থান করেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল সারওয়ার্দীর সম্পদের খোঁজে দুদক পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উপদেষ্টা কাণ্ডে আলোচিত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দীর সম্পদের খোঁজে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এজন্য, সংস্থাটির ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এরই মধ্যে আমেরিকাসহ ৭টি দেশে চিঠি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (০২ নভেম্বর) দুপুরে সংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুদক সচিব মাহবুব হোসেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা হাসান সারওয়ার্দীর বিরুদ্ধে, ২০২০ সালে দুর্নীতির অভিযোগ পায় দুদক। সেখানে, আনসার-ভিডিপির মহাপরিচালক থাকাকালে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের তথ্য ছিলো। সে বছর আগস্টে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন সারওয়ার্দী। তবে এরপর এই অনুসন্ধানে অগ্রগতি ছিলো না। সম্প্রতি আবারও তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নড়েচড়ে বসে দুদক। দুদক সচিব মাহবুব হোসেন বলেন, ‘হাসান সারওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, জালিয়াতি ও অবৈধপন্থায় অর্থ উপার্যন এবং বিদেশে পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ আসে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদক বিধি মোতাবেক অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে।’ আমেরিকা, কানাডাসহ ৭টি দেশে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের খোঁজে চিঠি দিয়েছে সংস্থাটি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে সম্পদ ও যুক্তরাজ্যের লন্ডনেও ব্যাংক হিসাব, এফডিআরের তথ্য চাওয়া হয়েছে। মাহবুব হোসেন বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্যতম একটি ছিল যে তিনি বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন এবং কানাডা আমেরিকাতে বাড়ি করেছেন। বাস্তবে এই অর্থ পাচার কি পরিমাণে রয়েছে বা আদৌ আছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে।’ হাসান সারওয়ার্দীর পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব এবং সম্পদের উৎসও জানার চেষ্টা করছে দুদক। গত মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অন্যের রূপধারণ করে বিশ্বাসভঙ্গ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে পল্টন থানার একটি মামলায় অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

তাঁকে গ্রেপ্তারের পর ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘২৮ তারিখ তাঁর কার্যক্রমের কারণে বিএনপি নেতাকর্মীরা নাশকতা চালিয়েছে। তাঁর শেখানো বক্তব্যই দেন জো বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা মিয়ান আরাফী।’ এর একদিন পর বুধবার (০১ নভেম্বর) আদালতে হাজির করা হলে সারওয়ার্দীর ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর কর হয়। সুত্র দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট

রোববার ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম থেকে প্রথম ট্রেন যাবে কক্সবাজার

৮ পৃষ্ঠার পর

নভেম্বর সকাল ৭টায় ওই টিম চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেবে।

সরকারি রেল পরিদর্শক রুহুল কাদের আজাদ বলেন, রোববার ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাবে রেলের পরিদর্শন দপ্তরের টিম। এসময় নির্মাণাধীন দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করা হবে। এতে কোনো ত্রুটি আছে কি না যাচাই করা হবে।

দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্পের পরিচালক সুবক্তগীন বলেন, ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইনের উদ্বোধন করবেন। ৭ নভেম্বর এ রুটে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলবে।

এর আগে গত ১৬ অক্টোবর দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন পরিদর্শন করেছিলেন রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম। মন্ত্রী ওইদিন একটি ট্রলি দিয়ে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার গিয়েছিলেন। তখন তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ১২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন রেললাইনের উদ্বোধন করবেন। এরপর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, উদ্বোধন অনুষ্ঠান একদিন এগিয়ে ১১ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প ২০১০ সালের ৬ জুলাই একনেকে অনুমোদন পায়। ২০১৮ সালে এই রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২২ সালের ৩০ জুন। পরে এক দফা বাড়িয়ে প্রকল্পের মেয়াদ করা হয় ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। এতে ব্যয় ধরা হয় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। প্রকল্পে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। তবে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লেও ব্যয় বাড়েনি। এ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলায় নির্ধারিত সময়ের আগেই তা সমাপ্ত হতে যাচ্ছে।২০১৬ সালের ২৭ এপ্রিল প্রকল্পটি ‘ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। রেলপথটি নির্মিত হলে মিয়ানমার, চীনসহ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের করিডোরে যুক্ত হবে বাংলাদেশ।

আবার সংঘাতের রাজনীতি, অনিশ্চিত পথে বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছে নতুন আর একটি কর্মসূচির। কর্মসূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবসময়ই বলে আসছিল শান্তিপূর্ণভাবে সেটা পালনের কথা। বাংলাদেশের রাজনীতি যতদিন ধরে দেখছি, আমার দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় ধারাবাহিকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচির এমন ঘোষণা আগে কখনো দেখিনি। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যেমনটি তারা বলেছে, ঠিক সেভাবেই কর্মসূচিগুলো তারা পালন করতে পেরেছে। এর মধ্যে সরকারি দলের পক্ষ থেকে উস্কানি এসেছে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মন্তব্য এসেছে, কিন্তু বিরোধী দলকে উত্তেজিত করা যায়নি। ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করেও সেরকম অনেক উস্কানি এসেছে। সরকারের মন্ত্রীরা বলেছেন, ২৮ অক্টোবর বিরোধীদল যদি বাড়াবাড়ি করে, যদি পল্টনে বসে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাদের পরিণতি শাপলা চত্বরের চেয়েও করুণ হবে। এমন বক্তব্যের মাধ্যমে ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের অবস্থান কর্মসূচির পরিণতির কথাই আসলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-২৮ অক্টোবর তো এধরনের কোন অবস্থান কর্মসূচির কথা বলা হয়নি। বরং বিএনপি মহাসচিব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন অবস্থান কর্মসূচির কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। তাহলে সরকারি দলের তেমন হুঁশিয়ারি ভিত্তিটাই বা কোথায়?

বিএনপি বলেছিল, তাদের মহাসমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ। কিন্তু মির্জা ফখরুলের উচ্চারিত সে প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয়নি। ২৮ অক্টোবরের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হয়েছে। নিহত এবং আহতের ঘটনাও ঘটেছে। ২৮ তারিখেই একজন পুলিশ ও যুবদলের একজন কর্মী নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা শতাধিক। পুলিশই আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক। আর বিরোধীদলীয় কর্মী সমর্থকদের কত আহত হয়েছে সে সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি। কারণ আহত হলেও অনেকে মামলা মোকদ্দমা থেকে রেহাই পেতে কোনো হাসপাতালে ভর্তি হননি।

এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে মহাসমাবেশটি স্বাভাবিকভাবে শেষ হতে পারেনি। প্রধান বক্তা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার বক্তৃতা শুরুই করতে পারেননি। তার আগেই টিয়ারগ্যাস আর সাউন্ড গ্রেনেডের কারণে সমাবেশ পণ্ড হয়ে গেছে। মঞ্চ থেকে নামতে নামতে একটা হ্যান্ড মাইকে তিনি কেবল হরতালের কর্মসূচিটি ঘোষণা করতে পেরেছেন।

এরই মধ্যে নানা ধরনের ময়নাতদন্ত শুরু হয়ে গেছে। কে দায়ী, কেন দায়ী, কিভাবে দায়ী-তা নিয়ে নানা বক্তব্যও প্রকাশিত হচ্ছে। সরকার, সরকারি দল, পুলিশ এদের বক্তব্য একই ধরনের। দায়ী করেছেন তারা বিএনপি জামায়াতকে। বিপরীতদিকে আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো দায়ী করছে সরকারকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি শক্তি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তাদের দিক থেকে পুরো ঘটনার প্রেক্ষিতে ডিপ্লোম্যাটিক বিবৃতি এলেও তাতে যেন সরকারের দায়কেই কিছুটা বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বক্তব্যের মধ্যেও সরকারের দায়ের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে পুলিশের অপ্রয়োজনে বাড়াবাড়ির কথা।

সরকার এখন দারুণ কঠোর অবস্থানে। বিরোধীদলকে দমনে কিছুমাত্র ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। ২৮ অক্টোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩৭টির মতো মামলা করা হয়েছে। আসামি করা হয়েছে দেড় সহস্রাধিক। মানে এতো লোকের নাম উল্লেখ করে মামলাগুলো হয়েছে। এর বাইরে 'অজ্ঞাত' শিরোনামে আসামি রয়েছে আরও কয়েক হাজার। এর অর্থ হচ্ছে, যে কেউই এই তালিকায় পড়ে যেতে পারে। সবমিলিয়ে বিরোধী রাজনীতিকদের জন্য একটা ভীতিকর অবস্থা।

একথা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়-এই যে মামলা মোকদ্দমা বা ধর পাকড়, এসবই হচ্ছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে। গত কয়েক মাস ধরেই দেশে রাজনীতি যা কিছু হয়েছে, নেতারা যা করেছেন বা বলেছেন, পশ্চিমা কূটনীতিকরা যা বলেছেন-সব কিছুরই মূল লক্ষ্য ছিল আগামী নির্বাচন। নির্বাচনটা ঠিক কী পদ্ধতিতে হবে, দলীয় নাকি নির্দলীয় সরকারের অধীনে, তা নিয়েই বিরোধ। ক্ষমতাসীন দল চেয়েছে সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে তারা নির্বাচনের যে পদ্ধতিটি যুক্ত করেছে, সেভাবেই নির্বাচন করতে। আর বিরোধীদল চেয়েছে এই সংশোধনের আগে সংবিধানে যে নির্বাচন পদ্ধতির কথা বল ছিল, সেভাবে নির্বাচন করতে। এই দুই চাহিদার বাইরে পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে বারবারই বলা হয়েছে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা। তেমন নির্বাচন করতে না পারলে তারা নানা ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও ঘোষণা করেছে। কিন্তু এতে তেমন একটা কাজ হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না।

পশ্চিমা বিশ্বের পরামর্শ, মন্তব্য বা হুঁশিয়ারিতে প্রথম দিকে সরকার কিছুটা হলেও থমকে গিয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ তখন দেখা গিয়েছিল তারা বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দিচ্ছে। গ্রেপ্তার বা মামলার ঘটনাও অনেকটা কমে গিয়েছিল। সরকার হয়তো ভেবেছিল, এসব করে তারা পশ্চিমাদের সঙ্গে একটা আপস করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব হয়নি। দৃশ্যত এখনো মনে হচ্ছে, গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে মোটেই নড়েনি। অনেকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যা কিছু বলছে সেটা যতটা না বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, তারচেয়ে অনেকটাই বেশি আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে। সে লক্ষ্যটি অর্জিত হচ্ছে না বলেই তারা এখন মুখে গণতন্ত্রের কথা বলছে। এটা হতে পারে, এমন মত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এটা যদি সত্য হয়েও থাকে, তারপরও এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের যে বিষয়টিকে তারা সমানে নিয়ে এসেছে, সেটাও কিন্তু গুরুতর। সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো আসলে অত্যন্ত পপুলার একটা ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছে। ফলে তারা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাচ্ছে।

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুবই ভালোভাবে চলছে, এমন দাবি করা সহজ নয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি এতটাই প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছে যে উচ্চ আদালতের বিচারকগণও এখন প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে তারা এক একজন 'শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ।' একটি রাজনৈতিক দল যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সে দেশে ভিন্ন রাজনৈতিক মতের অবাধ বিচরণ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? অবধারিতভাবেই দেশে তখন একটা কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। সেটাই চলছে এখন বাংলাদেশে।

আজকে এই যে রাজনৈতিক বিরোধ বা আন্দোলন এর মূলে কিন্তু নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দ্বন্দ্ব। সরকারি দল চাচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের সময় তারাই ক্ষমতায় থাকবে, প্রশাসনকে তারা যেভাবে সাজাবে সেভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর বিরোধীরা দাবি করছে নির্বাচনের সময় একটা নির্দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকবে।

বাংলাদেশে এ যাবত মোট ১১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি নির্বাচন হয়েছে দলীয় সরকারের আমলে, আর চারটি নির্বাচন হয়েছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে। দলীয় সরকারের অধীনে হওয়া সাতটি নির্বাচনেই দারুণভাবে বিজয়ী হয়েছে সেই সময়ে ক্ষমতাসীন দলগুলো। অর্থাৎ ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবারই বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে ওইসব নির্বাচনে বিপুল কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে নির্দলীয় সরকারের অধীনে হওয়া চারটি নির্বাচনের প্রতিটিতেই সরকারি দল পরাজিত হয়েছে, ক্ষমতায় এসেছে বিরোধীদল বা জোট। এ নির্বাচনগুলো নিয়েও হেরে যাওয়া দলগুলো আপত্তি তুলেছে, কারচুপির অভিযোগ করেছে, তবে সেসব অভিযোগ খুব একটা জোরালো হয়নি।

এই ইতিহাসকে বিবেচনায় নিলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিরোধী জোটের দাবি মেনে নিয়ে যদি নির্দলীয় কোন সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়, সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সরকারি দলের পরাজয়ের। জেনেশুনে সরকারি দল সেটা করতে যাবে কেন? বিপরীত দিকে বিরোধী দল যদি সরকরি দলের অধীনেই নির্বাচনে যায়, তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনাও ৯৯ শতাংশ। জেনে বুঝে তারাই বা সেটা কেন সেই আত্মহত্যা করতে যাবে? অর্থাৎ দুই পক্ষের জন্যই পরিস্থিতিটা জীবন-মরণ সংকটের। হতাশার বিষয় হচ্ছে-দুপক্ষের এই অবস্থানের মধ্যে জনগণের স্বার্থটা তেমন একটা নেই। আছে প্রধানত কিভাবে ক্ষমতায় থাকা যায় অথবা যাওয়া যায়-এই বিষয়টি।

পুরো রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ইতিহাস রিপিট এর বিষয়টি। আজ বিএনপিসহ বিরোধীদলগুলো যে দাবি করছে, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলছে, ঠিক এই দাবিটিই ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ করেছিল। আজ যে ভাষায়, সংবিধানের অজুহাতে, আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান করছে বিএনপির দাবিকে, ১৯৯৬ সালে বিএনপিও একই ভাবে সেটা করেছিল। আজ শেখ হাসিনার কণ্ঠে যে কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছে, সেদিন খালেদা জিয়ার কণ্ঠেও এই কথাগুলেই উচ্চারিত হয়েছিল। সে সময় শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের দাবিতে পর্যুদস্ত হয়ে, অথবা দেশের ভালোর কথা বিবেচনা করে, যেভাবেই হোক বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিকে সংবিধানে সংযোজিত করেছিল। তার সুফল ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ পেয়েছে, ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর আবার আওয়ামী লীগই তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিকে সংবিধান থেকে বিদায় করেছে। এখন তারাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বাধা। এটাই হচ্ছে উর্বর এই মাটির রাজনীতি। এক্ষেত্রে আরও একটা কৌতুককর বিষয় হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির কুফল প্রমাণে আওয়ামী লীগ যে ওয়ান ইলেভেন সরকারের কথা বলে থাকে, সেটাকে কিন্তু সেই সময়ে তারা তাদেরই 'আন্দোলনের ফসল' হিসাবে অভিহিত করেছিল। সবাই জানেন, ওয়ান ইলেভেন সরকার না আসলে ২০০৮ এর নির্বাচনই হতো না, আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় আসতো না। ২০০৭ এর জানুয়ারির ২২ তারিখে যে নির্বাচনকে সাজিয়ে নিয়েছিল বিএনপি সরকার, সেটা বাস্তবায়িত হলে বিএনপিও বোধ করি বর্তমানে আওয়ামী লীগ যেমন একটা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করে নিয়েছে তেমন কিছু একটা করতে পারতো। ফলে এমন কথা বলাই যায় যে, আওয়ামী লীগ আসলে বিএনপির দেখানো পথেই অগ্রসর হচ্ছে। পার্থক্য কেবল, বিএনপি যে ভুলগুলো করেছে, সেখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে আওয়ামী লীগ সেগুলো এখনো পর্যন্ত করছে বলে মনে হয় না। সেই সঙ্গে ১৫ বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার কারণে তাদের নিগড় আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি কঠিন হয়ে গেছে।

এতকিছুর পরও যে প্রশ্নটি অবধারিতভাবে চলে আসে সেটা হচ্ছে-তাহলে কী হবে এরপর? নির্বাচন কি হয়েই যাবে? দেশ কি এভাবেই চলবে? এসব প্রশ্নের আসলে খুব সহজ কোনও উত্তর নেই। তবে আমার মনে হয়, নির্বাচন হয়ে যাবে, সরকার যেভাবে চাচ্ছে অনেকটা সেভাবেই নির্বাচন হয়ে যাবে। কিন্তু নির্বাচন হওয়াটাই তো শেষ নয়। এর পর কী হবে? দেশটাকে তো চালাতে হবে। নির্বাচন যদি পশ্চিমা দেশগুলোর প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয়, তারা যদি মনে করে নির্বাচনটি যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হয়নি, তখন তারা কি আমাদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বর্তমানের মতোই রাখবে? সেখানে কি কিছুটা হলেও শীতলতা তৈরি হবে না? যদি হয়, সে চাপ কি আমরা নিতে পারব?

নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এমন অনেক প্রশ্ন সকল মহলে উচ্চারিত হতেই থাকবে।

মাসুদ কামাল, সাংবাদিক। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

সাকিবের ক্রমাগত অর্থনৈতিক 'অপরাধ' বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নৈতিক মানদণ্ডকে দুর্বল করেছে?

৫ পৃষ্ঠার পর

আলোড়ন তৈরি করে। শেয়ার কারসাজিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছেন তিনি। গত তিন বছরে বেশকিছু কোম্পানির শেয়ার কারসাজিতে সন্দেহজনক লেনদেনকারীদের তালিকায় বেশ কয়েকবার তার নাম এসেছে। এর আগে ২০১৯ সালে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব গোপন করায় তাকে দুই বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। যদিও আইসিসির এ শাস্তি তাকে অর্থনৈতিক অপরাধের প্রলোভন থেকে দূরে সরাতে পারেনি।

সাকিব আল হাসান গত বছর বেটউইনার নিউজ নামে একটি অনলাইন বেটিং সাইটের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী পণ্যদূত হওয়ার চুক্তি করেছিলেন। বিষয়টি সে সময় তার বিরুদ্ধে বেশ সমালোচনার জন্ম দেয়। বিসিবির অনুমোদন ছাড়া ক্রিকেটারদের কোনো ধরনের পণ্যের দূত হওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে সময় সাকিব আল হাসান ক্রিকেট বোর্ডের কোনো অনুমোদন নেননি। আবার সমালোচনার মধ্যেও বেটিং সাইটটির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে চাননি তিনি। পরবর্তী সময়ে বিসিবির চাপে তিনি চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হন। এ ঘটনার পর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অনুসন্ধানে উঠে আসে, বেটিং সাইটটির মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারও হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়। এ বিতর্কের পর সাকিব আল হাসানকে নিজের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

২০১৭ সাল থেকে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন সাকিব আল হাসান। এখানে ক্রিকেটারদের বিনিয়োগে কোনো বিধিনিষেধ বা নৈতিক বাধা না থাকলেও সাকিব আল হাসানের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। বিশেষ করে পুঁজিবাজারের আলোচিত-সমালোচিত বিনিয়োগকারী মো. আবুল খায়ের হিরুর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা ও কারসাজির কারণে আলোচনার শীর্ষে থাকা কোম্পানিতে বিনিয়োগ তাকে এ বিতর্কের অংশ করেছে। স্টক এক্সচেঞ্জের তদন্তেও সন্দেহজনক লেনদেনে তার নাম এসেছিল। যদিও বিএসইসি জানিয়েছে, এ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায়নি বলে তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

সাকিব আল হাসানসহ জাতীয় ক্রিকেট দলের ক্রিকেটারদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের বিষয়টি দেখভাল করে থাকেন আলোচিত বিনিয়োগকারী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. আবুল খায়ের হিরু। তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ মুহূর্তে সাকিব আল হাসান ছাড়া আমার মাধ্যমে অন্য কারো পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নেই। গত বছরের শেষদিকে সবার শেয়ার বিক্রি করে তাদেরকে অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছি। বর্তমানে পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে নতুন করে কারোর বিনিয়োগের দায়িত্ব নিচ্ছি না। বছর দুয়েক আগে ক্রিকেটারদের অনেকেই আমার মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন এবং সবাই মুনাফাও করেছেন।'

সাকিব আল হাসান ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় তার মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তামিম ইকবাল, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদসহ আরো বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার আমার মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছেন।'

পুঁজিবাজারে ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন নিয়ে তদন্ত করেছিল ডিএসই। ওই সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারদর ৩০ টাকা ৭০ পয়সা থেকে বেড়ে ৬৮ টাকা ৬০ পয়সায় দাঁড়িয়েছিল। এ সময়ে যারা কোম্পানিটির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার লেনদেন করেছিলেন তাদের মধ্যে সাকিব আল হাসানও ছিলেন। তিনি এ সময়ে কোম্পানিটির ৮ লাখ ২০ হাজার শেয়ার কেনার বিপরীতে বিক্রি করেছিলেন ২ লাখ শেয়ার। এশিয়া ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির কারণে বিএসইসি দেশ আইডিয়াল ট্রাস্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেডকে ৭২ লাখ টাকা জরিমানা করেছিল। মো. আবুল খায়ের হিরু এ প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

পরের বছর ২০২১ সালের ৫ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারদর ১২ টাকা ৪০ পয়সা থেকে বেড়ে ৩৩ টাকা ৮০ পয়সায় দাঁড়িয়েছিল। এ সময়ে ব্যাংকটির শেয়ার লেনদেন নিয়ে তদন্ত করে ডিএসই। তদন্তে ব্যাংকটির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার লেনদেনকারীর তালিকায় সাকিব আল হাসানের নাম উঠে আসে। তিনি ব্যাংকটির ২৭ লাখ শেয়ার কেনার বিপরীতে এক লাখ শেয়ার বিক্রি করেছিলেন। ব্যাংকটির শেয়ার কারসাজির কারণে বিএসইসি কনিকা আফরোজ ও তার সহযোগীদের ৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করে। কনিকা আফরোজ মো. আবুল খায়ের হিরুর বোন।

একই বছরের ২০ মে থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত ফরচুন সুজ লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন নিয়ে আরেকটি তদন্ত করে ডিএসই। এ তদন্ত প্রতিবেদন বিএসইসির কাছেও পাঠিয়েছিল এক্সচেঞ্জটি। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিএসইসি আবুল কালাম মাতবর ও তার সহযোগীদের দেড় কোটি টাকা জরিমানা করে। আবুল কালাম মাতবর মো. আবুল খায়ের হিরুর পিতা। এ তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে, যারা কোম্পানিটির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার লেনদেন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নামও ছিল। তিনি কোম্পানিটির ১৯ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৩টি শেয়ার কেনার বিপরীতে বিক্রি করেন ১ লাখ ৮৩ হাজার ২৪৩টি।

২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারদর ছিল ১২ টাকা ৬০ পয়সা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তা দাঁড়ায় ২০ টাকা ১০ পয়সায়। ব্যাংকটির ওই সময়কার শেয়ার লেনদেন নিয়ে তদন্ত চালিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেনদেনকারীদের তালিকায় আবারো সাকিব আল হাসানের নাম উঠে আসে। তিনি এ সময়ে ব্যাংকটির ৭৫ লাখ ১ হাজার ৬৭৬টি শেয়ার কেনার বিপরীতে ১০ লাখ ২০ হাজার শেয়ার বিক্রি করেছিলেন। ব্যাংকটির শেয়ার কারসাজিতে জড়িত থাকার কারণে বিএসইসি মো. আবুল খায়ের হিরুর পিতা আবুল কালাম মাতবর ও তার সহযোগীদের ৩ কোটি টাকা জরিমানা করে।

ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের শেয়ার নিয়েও গত বছর কারসাজি হয়েছে। গত বছরের ২৯ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারদর ছিল ৩৪ টাকা। একই বছরের ২৪ এপ্রিল এর দর বেড়ে ৫৪ টাকা ৭০ পয়সায় দাঁড়ায়। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার লেনদেন নিয়ে ডিএসই তদন্ত করেছিল। আলোচ্য সময়ে সাকিব আল হাসান আইপিডিসির ১১ লাখ শেয়ার কেনার বিপরীতে বিক্রি করেছিলেন ১০ লাখ ৬৯ হাজার ৪৩৩টি শেয়ার। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার কারসাজির জন্য বিএসইসি মো. আবুল খায়ের হিরু ও তার সহযোগীদের ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে।

২০২১ সালের জুন থেকে গত বছরের মার্চ পর্যন্ত ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার লেনদেন করেছেন সাকিব আল হাসান। এর বাইরেও আরো বেশকিছু কোম্পানির শেয়ারে তার বিনিয়োগ রয়েছে।

পুঁজিবাজারে সাকিব আল হাসান ও ক্রিকেটারদের বিনিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ রেজাউল করিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'উন্নত পুঁজিবাজার বিনির্মাণের প্রয়োজনে দেশের ক্রিকেটাররাও এখানে বিনিয়োগ করেছেন। তাদের অনেকেই হাই নেট ওর্থ ইন্ডিভিজ্যুয়াল বা উচ্চ সম্পদশালী বিনিয়োগকারী। ফলে তারা যখন শেয়ার লেনদেন করেন সেটি অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার কেনা-বেচার তালিকায় চলে আসে। তদন্ত প্রতিবেদনে বেশকিছু কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন লেনদেনকারী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে সাকিব আল হাসানের নামও এসেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য যাচাই-বাছাই, সংশ্লিষ্টদের শুনানিতে তলব করা ও বক্তব্য গ্রহণ এবং আইনি দিক পর্যালোচনা শেষে সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে।'

এছাড়া টুর্নামেন্টের মাঝে শোরুম উদ্বোধন, টুর্নামেন্টের বিরতিতে বিশ্রামের নামে দেশে এসে বাণিজ্যিক চুক্তি করার মতো বিষয়গুলোও তাকে সমালোচিত করেছে।

বাংলাদেশ দলের তারকা হিসেবে যশ, খ্যাতি ও অর্থবিত্ত সবই ধরা দিয়েছে সাকিবের কাছে। ২০১০ সাল-পরবর্তী সময়ে ব্যবসা জগতে পা রাখেন সাকিব আল হাসান। বিভিন্ন খাতে একের পর এক বিনিয়োগ করেছেন তিনি। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়ী হিসেবে হাতেখড়ি সাকিব আল হাসানের। এরপর দ্রুতই নিজের ব্যবসায়িক পরিমণ্ডল বিস্তৃত করেছেন তিনি। দেশের পুঁজিবাজার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রসাধনী, ট্রাভেল এজেন্সি, হোটেল, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, কাঁকড়া ও কুঁচের খামার, শপিংমল, স্বর্ণ আমদানির প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ রয়েছে তার। দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

আপ' এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান। গত ৩০ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকা ১৪৭-১৪ হিলসাইড-এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের শাখা অফিসে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের সভাপতিত্বে নিবিড় ও আনড়ম্বর ওই আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আজকাল এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টিভি ইউএসএ'র সত্তাধিকারী ও বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, লেখক অনুবাদক ও সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাংবাদিক মঈনউদ্দিন নাসের, নিউইয়র্ক কাগজ এর সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, রাজনৈতিক সংগঠক মুশফিকুর রহমান মোহন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর আবু জাফর মাহমুদ পিপল আপ এর পক্ষ থেকে নিয়মিত আলোচনার সূচনা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, একজন মুসলিম, দেশের রণাঙ্গনের যোদ্ধা, বাংলাদেশি আমেরিকান ও তৃণমূল রাজনীতির ভেতর দিয়ে উঠে আসা মানুষ হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে সমাজের প্রকৃত গুণী, সাধক ও নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্যই এই উদ্যোগ।

বিশিষ্ট সাংবাদিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।

তিনি বলেন, আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে

করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার সত্তাধিকারী আবু তাহের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

জনাব মনজুর আহমেদ সমকালে মানুষের উন্নাসিকতা বা উদাসিনতা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা এখানে বসে আলোচনা করে বা লিখে তার কোনো ফলাফল আশা করা যায় না। কারণ, আমাদের কাজগুলো আন্তরিতার সঙ্গে দেখবার মানসিকতাই এখন নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। তিনি বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরে বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।

ফিলিস্তিনী ও ইসরায়েল প্রসঙ্গে মনজুর আহমেদ বলেন, গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখথন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ডা. ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

লেখক সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মনজু বলেন, জন্মের পর থেকে শুনছি দুটি জনপদের কথা। একটি হচ্ছে কাশ্মির অন্যটি ফিলিস্তিনী। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও দেখছি অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছে এই দুটি জনপদের মানুষ। আজ ফিলিস্তিনী ইসরায়েল পরিস্থিতি নিরসন করতে পারে শুধু একজন। তিনি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের বলেন, বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

সমাপনী বক্তৃতায় মুক্ত আলোচনার সভাপতি পিপল আপ এর প্রতিষ্ঠাতা গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বর্তমান সময়ের যে রাজনীতি ও বিবেচনা তা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বেশ কঠিন ও প্যাচালো। বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকায় বসবাসকারী হিসেবে আমরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন স্বার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

প্রতি মাসে অন্তত. একবার পিপল আপ এর পক্ষ থেকে সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরো বড় পরিসরে মুক্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

হিলারি ক্লিনটনের ক্লাস বর্জন করলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

লেডি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের একটি ক্লাস চলাকালে সেখান থেকে বেরিয়ে যান একদল শিক্ষার্থী। ইসরায়েল বিরোধী একদল বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীর অবমাননার প্রতিবাদে তারা এ ওয়াক আউট করেন।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার (১ অক্টোবর) হিলারি ক্লিনটন এবং কলম্বিয়ার স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ডিন কেরেন ইয়ারহি-মিলোর 'শান্তি প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ততা' বিষয়ক দুই ঘণ্টার একটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল।

ওই বক্তব্য শোনার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী বসে ছিলেন। ক্লাসের অর্ধেক না যেতেই ৩০ জনের মতো শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়ান এবং তাদের কম্পিউটার ও ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে ওয়াক আউট করেন। তারা ভবনের লবির কাছে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেন। এ দিন বিক্ষোভকারীরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বিল্ডিংয়ের পাশের এলাকায় চুপচাপ বসেছিল।তাদের মধ্যে অনেকের মুখোশ পরা ছিল। তারা মূলত ছাত্রদের প্রকাশ্যে লজ্জা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের ভূমিকার

প্রতিবাদ করছিল। ক্যাম্পাসের কাছে গত সপ্তাহে একটি ট্রাকের ভিডিও স্ক্রিন প্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছিল; স্ক্রিনে 'কলাম্বিয়ার লিডিং অ্যান্টিসেমাইটস' শব্দের নিচে ছাত্রদের মুখ দেখাচ্ছিল। শিক্ষার্থীরা বলেছে, ছবিগুলো স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি 'ব্যক্তিগত ও সুরক্ষিত' অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অবিলম্বে আইনি সহায়তা এবং ছাত্রদের নিরাপত্তা, সুস্থতা এবং গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দাবি করেছে।

যে ছাত্রদের ছবি ও ভিডিও প্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছে, তারা গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলার বিষয়ে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিল। যে বিবৃতিতে লেখা ছিল 'যুদ্ধ ও হতাহতের দায় নিঃসন্দেহে ইসরায়েলি চরমপন্থীদের ওপর বর্তায়।'

ড. ইয়ারহি-মিলো এবং মিসেস ক্লিনটনের ক্লাস শেষ হয় বিকেল ৪টার দিকে। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা আশা করছিলেন শিক্ষকদ্বয় তাদের কাছে আসবেন এবং কথা শুনবেন। কিন্তু ইয়ারহি-মিলো এবং হিলারি ক্লিনটন পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান।

কলম্বিয়ার একজন মুখপাত্র বলেন, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো মন্তব্য নেই।

মন ভালো রাখতে চান? জেনে নিন ১০ উপায়

৫৮ পৃষ্ঠার পর

তবে চিন্তিত হবেন না। ভাবুন সময়টি যদিও চাপের, তবে হঠাৎ মজার কিছু ঘটবে, ভালো কিছু হবেই আপনার জীবনে। এমন আশার কথা শুনিয়ে ইয়াহু হেলথ বাতলে দিয়েছে দ্রুত মন ভালো করার কিছু উপায়।

১. খেলা করুন (তবে ফোনে নয়) : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রিত হোন, পাশাপাশি কিছু বন্ধুকে দাওয়াত করুন। এরপর সবাই মিলে মজাদার কোনো খেলা খেলুন। ভালো বন্ধুদের সঙ্গ আপনার সময়গুলোকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

২. হাঁটতে বেরিয়ে যান : ঘরে যদি কিছু করার না থাকে, তবে মন ভালো করতে হাঁটতে বেরিয়ে যান। বাইরের তাজা হাওয়া আপনার মনকে সতেজ করবে।

৩. বন্ধুদের ফোন করুন : ম্যাসেজ করবেন না, বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলুন। তাঁকে বলুন আপনার কষ্টের কথা। পরামর্শ চাইতে পারেন তাঁর কাছ থেকে।

৪. নতুন কিছু করুন : নেতিবাচক ভাবনা থেকে বেরিয়ে যান। নতুন কিছু করুন। জিমে ভর্তি হোন বা রান্নার ক্লাসে ভর্তি হোন। আগামীকাল সকালে উঠে নতুন কী করবেন তাঁর পরিকল্পনা করুন।

৫. বিচ্ছিন্ন হোন : এক বা দুই মিনিটের জন্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

৬. গান গাইতে পারেন : দ্রুত মন ভালো করতে গেয়ে উঠতে পারেন পছন্দের কোনো গান। গ্যারান্টি দিচ্ছি, মন ভালো হয়ে যাবে।

৭. সাহায্য করুন : অন্যকে সাহায্য করুন। পরিবারের সদস্যদের কাজে সাহায্য করুন বা বন্ধুদের কাজে সাহায্য করুন।

৮. রান্না করুন : বেশি মন খারাপ লাগলে রাঁধতেও শুরু করতে পারেন। অনেক সময় রান্না করাও আপনার মেজাজকে ভালো করে দিতে পারে।

৯. হাসতে পারেন : হয়তো হাসার মতো পরিস্থিতি নেই, তবু চেষ্টা করুন হাসার। হাসি কখনো কখনো চাপ কমাতে সাহায্য করে, মেজাজ ভালো রাখে, বিষণ্ণতাকেও দূরে রাখে। তাই হাসুন।

১০. সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবুন সব ঠিক হয়ে যাবে। যদিও খুব চাপের সময় এই ভাবনাটি সহজেই আসবে না, তবু ভাবুন সব ঠিক হবে।

উবার এবং লিফট এর চালকদের মজুরী চুরি- ৩২৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণ দেবে দুই কোম্পানী

৫৮ পৃষ্ঠার পর

"আর্নাংি ফ্লোর", বেতন দেওয়া অসুস্থ ছুটি, সঠিক নিয়োগ এবং উপার্জনের বিজ্ঞপ্তি, এবং ড্রাইভারদের কাজের অবস্থার অন্যান্য উন্নতি সাধন করবে। উবার ২৯০ মিলিয়ন ডলার এবং লিফট ৩৮ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে দুটি পৃথক সেটেলমেন্ট ফান্ডে যা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান এবং প্রাক্তন ড্রাইভারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

যোগ্য ড্রাইভাররা তাদের বকেয়া তহবিল পাওয়ার জন্য একটি দাবি দায়ের করতে পারবেন। এ সংক্রান্ত নোটিশ ড্রাইভারদের কাছে মেইল, ইমেল এবং/অথবা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে পাঠানো হবে। দাবী দাখিল, পর্যালোচনা এবং বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস (ওঅএ) ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস বলেন, "রাইডশেয়ার ড্রাইভাররা দিনরাত সব সময় কাজ করে লোকেদের যেখানে যেতে হবে সেখানে নিয়ে যেতে। "বছরের পর বছর ধরে, চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় কাজ করার সময় উবার এবং লিফট পদ্ধতিগতভাবে তাদের ড্রাইভারদের কয়েক মিলিয়ন ডলার বেতন এবং সুবিধা প্রাপ্তির সাথে প্রতারণা করেছে। এই চালকরা বেশিরভাগই অভিবাসী সম্প্রদায় থেকে আসে এবং তাদের পরিবারের জন্য এই চাকরির উপর নির্ভর করে। এই বন্দোবস্তগুলি নিশ্চিত করবে যে শেষ পর্যন্ত তারা যা সঠিকভাবে উপার্জন করেছে এবং আইনের অধীনে পাওনা আছে। তথাকথিত 'গিগ ইকোনমি'-এ কর্মরত কোম্পানিগুলি যাতে কর্মীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে বা তাদের সুরক্ষার জন্য তৈরি করা আইনগুলিকে দুর্বল না করে তা নিশ্চিত করার প্রয়াস আমার অফিস অব্যাহত রাখবে।"

২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত, উবার ড্রাইভারদের পেমেন্ট থেকে সেলস ট্যাক্স এবং ব্ল্যাক কার ফান্ড ফি কেটে নিয়েছে যখন সেই ট্যাক্স এবং ফি যাত্রীদের দেওয়া উচিত ছিল। উবার কর্তৃপক্ষ তাদের পরিষেবার শর্তাবলীতে চালকদের বেতনে কাটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, ড্রাইভারদের বলেছে যে উবার শুধুমাত্র ড্রাইভারদের ভাড়া থেকে তার কমিশন কেটে নেবে এবং ড্রাইভাররা "যেকোন টোল, ট্যাক্স বা ফি এর জন্য [যাত্রীদের] চার্জ করার অধিকারী" "যদিও এটি করার কোনো পদ্ধতি উবার ড্রাইভার অ্যাপের মাধ্যমে সেসময় দেওয়া হয়নি।

লিফট কর্তৃপক্ষ ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ড্রাইভারদের শর্ট চেঞ্জ করার জন্য একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, নিউইয়র্কে ড্রাইভারদের পেমেন্ট থেকে গড়ে ১১.৪% "প্রশাসনিক চার্জ" কেটেছে বিক্রয় কর এবং ব্ল্যাক কার ফান্ড ফি এর পরিমাণ যা যাত্রীদের দেওয়া উচিত ছিল। উবার এবং লিফট নিউ ইয়র্ক সিটি এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট আইনের অধীনে কর্মচারীদের জন্য উপলব্ধ অসুস্থ ছুটির সাথে ড্রাইভারদের প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রাক্তন চালকদের মোট ৩২৮ মিলিয়ন ডলার বকেয়া পাওনা প্রদানের পাশাপাশি, সেটেলমেন্টের অধীনে, উবার এবং লিফট একটি "আর্নাং ফ্লোর"-এ সম্মত হয়ে, গ্যারান্টি দেয় যে সমগ্র নিউ ইয়র্ক স্টেট জুড়ে চালকদের পাঠানো থেকে রাইড শেষ হওয়া পর্যন্ত নূনতম হার দেওয়া হবে। নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরের ড্রাইভাররা প্রতি ঘন্টায় নূনতম ২৮ ডলার পাবেন, বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির সাথেও সামঞ্জস্য করা হবে, ফলে প্রথমবারের মতো নিশ্চিত হয়ে যে হাজার হাজার উবার এবং লিফট ড্রাইভার প্রাথমিকভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরে কাজ করছেন তাদের নূনতম বেতন নিশ্চিত করা হল। নিউ ইয়র্ক সিটিতে চালকরা ইতিমধ্যেই ২০১৯ সালে ট্যাক্সি ও লিমুজিন কমিশন (টিএলসি) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রবিধানের অধীনে নূনতম ড্রাইভার বেতন পান। উবার এবং লিফট ড্রাইভার এখন নিশ্চিত বেতনভুক্ত অসুস্থ ছুটি পাবেন। চালকরা প্রতি ৩০ ঘন্টা কাজ করার জন্য এক ঘন্টা অসুস্থ বেতন পাবেন, প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৫৬ ঘন্টা পর্যন্ত। নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরে রাইডগুলি সম্পন্নকারী ড্রাইভারদের অসুস্থ ছুটির জন্য প্রতি ঘন্টায় নূনতম ২৬ ডলার প্রদান করা হবে, যা মূল্যস্ফীতির জন্য বার্ষিক সমন্বয় করা হবে। উবার এবং লিফট কর্তৃপক্ষ তাদের অ্যাপে আপডেটও করবে যাতে ড্রাইভাররা অ্যাপের মাধ্যমে অসুস্থ ছুটির অনুরোধ করতে পারেন।

উবার এবং লিফট কর্তৃপক্ষ ড্রাইভারদের সঠিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং উপার্জনের বিবৃতি প্রদান করবে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিগুলি সঠিকভাবে আয়ের ব্যাখ্যা করবে যা ড্রাইভাররা তাদের কাজের জন্য যোগ্য, এবং উপার্জনের বিবৃতিগুলি প্রতিটি বেতনের সময়ের জন্য অর্জিত ক্ষতিপূরণের সঠিকভাবে বিশদ বিবরণ দেবে। কোম্পানিগুলি রাইডার দ্বারা প্রদত্ত অর্থের প্রতিটি রাইডের পরে ড্রাইভারদের অবহিত করবে। কোম্পানিগুলি একাধিক ভাষায় ড্রাইভারদের জন্য ইন-অ্যাপ চ্যাট সমর্থন প্রদান করবে যাতে তারা সহজেই তাদের উপার্জন বা অন্যান্য কাজের শর্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। উপরন্তু, ড্রাইভাররা এখন উবার এবং লিফট প্ল্যাটফর্ম থেকে সমস্ত নিষ্ক্রিয়করণের আবেদন করতে সক্ষম হবে।

নিউইয়র্ক জুড়ে এক লক্ষেরও বেশি চালক এই ঐতিহাসিক সমঝোতার মাধ্যমে গঠিত সেটেলমেন্ট তহবিল এবং তাদের দেওয়া সুবিধাগুলি পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলস্বরূপ, এই সমঝোতা রাইডশেয়ার চালকদের অর্থনৈতিক জীবনে একটি বড় প্রভাব ফেলবে, যারা প্রধানত অভিবাসী এবং প্রায়শই তাদের পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নিউইয়র্ক সিটিতে, দশজন চালকের মধ্যে নয়জনই অভিবাসী, দুই-তৃতীয়াংশ পুরো সময় চালক হিসেবে কাজ করে এবং অর্ধেকেরও বেশি তাদের পরিবারের প্রাথমিক উপার্জনকারী।

নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স (এনওয়াইটিডব্লিউএ) এর নির্বাহী পরিচালক ভৈরবী দেশাই বলেছেন "আমরা রোমাঞ্চিত যে আমাদের সদস্যরা তাদের চুরি করা আয় পুনরুদ্ধার করতে এই ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে" "বছর ধরে, আমাদের ইউনিয়ন নিউ ইয়র্ক সিটির উবার এবং লিফট ড্রাইভারদের জন্য চুরি করা মজুরি পুনরুদ্ধার করার জন্য লড়াই করছে যারা উন্নত জীবনযাত্রা, সময়মতো খাবার, বিশ্রাম এবং অবসর থেকে প্রতারিত হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক সিটির ড্রাইভারদের জন্য লড়াই করে এমন একটি ইউনিয়ন হতে পেরে আমরা গর্বিত, এবং আমরা অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের কাছে কৃতজ্ঞ, যিনি কর্মীদের পাশে ছিলেন, আমাদের অভিযোগে বিশ্বাস করেছেন এবং এই পুনরুদ্ধারের জরুরী বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। আমরা নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স (এনওয়াইটিডব্লিউএ) এর আইনি দলকে অভিনন্দন জানাই যারা মজুরি চুরির বিষয়টি উদঘাটন করেছে এবং আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেলের শ্রম ব্যুরো যারা একটি বন্দোবস্তের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে, অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসকে যার নেতৃত্ব আমাদের বিজয়ী করেছে, এবং হাল ছেড়ে দিতে অস্বীকার করা আমাদের সদস্যদের, যাদের প্রয়াস এই দিনটিকে সম্ভব করেছে। "

"এই নিষ্পত্তির মাধ্যমে, অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস কঠোর পরিশ্রমী রাইডশেয়ার ড্রাইভারদের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন যারা তাদের সঠিক উপার্জন থেকে প্রতারিত হয়েছেন," বলেছেন ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির নির্বাহী জর্জ ল্যাটিমার "এই বন্দোবস্তগুলি শুধুমাত্র অত্যধিক প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণই প্রদান করে না বরং প্রদত্ত অসুস্থ ছুটি এবং নূনতম বেতন সহ প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলিও প্রবর্তন করে লেটিশিয়া জেমস শ্রমিকদের অধিকারের জন্য একজন চ্যাম্পিয়ন হয়ে চলেছেন, এবং আমরা নিউ ইয়র্কবাসীদের পক্ষে ন্যায়বিচারের জন্য তার নিরলস প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।"

স্টেট সিনেটর পিট হার্কহ্যাম বলেছেন, "নিউ ইয়র্কবাসীরা তাদের জন্য কাজ করেছেন এমন প্রতিটি ডলারের প্রাপ্য, সেইসাথে তারা আইনত যে সমস্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।" "এর মধ্যে রাইড শেয়ার কোম্পানির ড্রাইভার রয়েছে, যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আয়, সুবিধা এবং তাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। এই বন্দোবস্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস রাইডশেয়ার চালকদের জন্য জিতেছেন যা দেখায় নিউইয়র্ক ন্যায্য মজুরি এবং তার কঠোর পরিশ্রমী বাসিন্দাদের যথাযথ আচরণের জন্য দাঁড়িয়েছে।"

টেট সিনেটর মনিকা আর. মার্টিনেজ বলেছেন "নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের ঘোষণা উবার এবং লিফট দ্বারা নিযুক্ত চালকদের জন্য একটি অসাধারণ বিজয়," "সম্পাদিত নিষ্পত্তিগুলি নিশ্চিত করবে যে এই চালকদের তাদের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে, তারা যে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী তা তারা পাবে এবং তাদের কাজের অবস্থার উন্নতি হবে। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসকে নিউ ইয়র্কের কর্মীদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির জন্য সাধুবাদ জানাই, নিশ্চিত করে যে নিয়োগকর্তারা তাদের কর্মীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক আইনের বিধানগুলি অনুসরণ করেন আমি নিশ্চিত যে এই চুক্তিটি অন্য নিয়োগকর্তাদের বেআইনি আচরণ থেকে বিরত রাখবে এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্যে শ্রম সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিত করবে।""রাইডশেয়ার চালকরা অন্য প্রতিটি শিল্পের শ্রমিকদের মতো একই শ্রম সুরক্ষা প্রাপ্য, এবং এই বন্দোবস্তগুলি রাজ্য জুড়ে চালকদের জন্য একটি বড় জয়," বলেছেন স্টেট সিনেটর শন রায়ান "একটি উপার্জনের ফ্লোর প্রবর্তন এবং বেতন দেওয়া অসুস্থ ছুটি, বিশেষ করে, নিউ ইয়র্কের হাজার হাজার পরিবারকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা প্রদান করবে যারা তাদের আয়ের প্রাথমিক উত্স হিসাবে উবার এবং লিফট থেকে উপার্জনের উপর নির্ভর করে বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসকে প্রশংসা করি।"

"উবার এবং লিফট ড্রাইভাররা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করে এবং তারা ন্যায্য মজুরি পাওয়ার যোগ্য," বলেছেন অ্যাসেম্বলি সদস্য কেন জেব্রোস্কি "এই বন্দোবস্তগুলি কোম্পানিগুলিকে একটি বার্তা পাঠায় যে নিউ ইয়র্কে মজুরি থেকে কর্মীদের প্রতারণার পরিণতি রয়েছে আমি অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসের পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞ যার ফলে ড্রাইভাররা তাদের প্রাপ্য বেতন পাবে না, বরং অসুস্থ ছুটি এবং নূনতম মজুরির মতো গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলিও পাবে।"

এই বিষয়টি শ্রম ব্যুরো প্রধান ক্যারেন ক্যাকেস, ডেপুটি ব্যুরো চিফ ইয়াং লি, সিভিল এনফোর্সমেন্ট সেকশনের প্রধান ফিওনা কায়ে, শ্রম ব্যুরোর সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মেরি হিউজ, লরেন্স রেইনা, জেসিকা আগরওয়াল, এরিক ইঙ্গোল্ড, এরিকা ভেরা লিভাস, অ্যাটর্নি জেনারেল ফেলো দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল অ্যাবিগেল রামোস, গবেষণা ও বিশ্লেষণের উপ-পরিচালক গৌতম সিসোদিয়া, সেইসাথে প্রাক্তন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আমান্ডা মায়ার, প্রাক্তন সিভিল এনফোর্সমেন্ট সেকশন চিফ মিং-কিউ চু, প্রাক্তন ডেটা সায়েন্টিস্ট চানসু সং, এবং প্রাক্তন আইনি ইন্টার্ন অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসও প্রয়াত জোনাথন ওয়ারবার্গের অমূল্য কাজকে স্বীকার করতে চান, গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রাক্তন পরিচালক, যাদের সহায়তা ছাড়া এই রেজোলিউশন সম্ভব হত না। শ্রম ব্যুরো হল ডিভিশন ফর সোশ্যাল জাস্টিস এর একটি অংশ, যার নেতৃত্বে প্রধান ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মেগান ফক্স এবং প্রথম ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জেনিফার লেভি তত্ত্বাবধান করেন।

৭ নভেম্বর নিউ সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে এলমহার্স্ট এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ফাতিমা বারিয়াব

৫৮ পৃষ্ঠার পর

কুইন্স এর এলমহার্স্ট এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ফাতিমা বারিয়াব।

ফাতিমা একটি ইমিগ্র্যান্ট পরিবারের কন্য এবং কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় নিউ ইয়র্কের সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েশান প্রাপ্ত। যদিও একজন চিকিত্সক কিংবা বিজ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছে ছিল ফাতিমার কিন্তু যেভাবে নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হারে অভিবাসী লোকজন এবং তাঁদের সন্তানরা নানা প্রতিবন্ধকতা, হয়রানি এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, ফাতিমার

আগ্রহ জন্মায় রাজনীতিবিদ হতে। কারণ ফাতিমা মনে করে একমত্র সুস্থ, সঠিক এবং দায়িত্বশীল ও জবাবদিহীমুলক রাজনীতির মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল পৃথিবীর সবচেয়ে অভিবাসীবান্ধব শহরের প্রায় সাড়ে আট মিলিয়ন মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

জন্মলগ্ন থেকে জ্যাকসন হাইটসে বেড়ে ওঠা ফাতিমা বারিয়াবের দৃষ্টি কেড়েছে জ্যাকসন হাইটসের বিস্তৃত অভিবাসী সমাজের বৈচিত্রময় জীবনধারা, প্রতিট ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষের আনন্দময় মেলবন্ধন যা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জ্যাকসন হাইটসেই পাওয়া সম্ভব। সমগ্র পৃথিবীর ১৩০টিরও বেশী ভাষায় কথা বলে জ্যাকসন হাইটসের মানুষ।

এতা কিছুর পরও অনেককিছুই নেই জ্যাকসন হাইটসে যা উপভোগ্য নাগরিক জীবনের জন্য অপরিহার্য বটে। ময়লায় ঢাকা থাকে অধিকাংশ রাস্তা, চাকুরীবিহনী মানুষের পদচারনা বাড়ছে প্রতিদিনই, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রম অবনতি আর অপ্রতিরোধ্যহারে আবাসন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অনেকেই চলে গেছেন, এবং আরো অনেকে ভাবছেন জ্যাকসন হাইটস ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে।

জ্যাকসন হাইটসের ব্যস্ত ফুটপাথে হাঁটাই মুশকিল, দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রতি মুহুর্তে। যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাঁদের উদাসীনতা, রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের প্রায় চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব এবং দুটি বড় রাজনৈতিক দলের ছলচাতুরীতে নতুনদের আগমন যখন নানা প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত, তখন ফাতিমা বারিয়াব হচ্ছে পরিবর্তন আনার প্রথম লড়াকু। উদাম সংস্কৃতি আর ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত রাজনীতির অনুশীলনে আমৃত্য নিবেদিত ফাতিমা বারিয়াব ডিষ্ট্রিক্ট ২৫ এর অর্ন্তভুক্ত সকল ভোটারের সমর্থন এবং ভোট প্রত্যাশী। আপনার কন্যা কিংবা বোনসম ফাতিমা আপনাদের স্নেহ-সমর্থনপুষ্ট হলে ধীরে ধীরে হলেও পরিবর্তনের চাকা ঘুরতে শুরু করবে এমন আশায় ৭ নভেম্বর ভোটকেন্দ্রে আপনার উপস্থিতি অবশ্যই কাম্য। ফাতিমার বাবা ডাইভারসিটি প্লাজা খ্যত আগা সালেহ আগামী ৭ নভেম্বর তাঁর কন্যাকে একটি ভোট দিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনে সহযোগিতা করার আহবান জানিয়েছেন সকল বাংলাদেশী ভোটারদের।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের হত্যা করতে চেয়েছিল ইরান জানালো এফবিআই

৬ পৃষ্ঠার পর

স্থায়ী কমিটির শুনানিতে রে জানান, ২০২৩ সালজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি ও হুমকি বেড়ে গেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাতের কারণে এই ঝুঁকি ও হুমকি পুরোপুরি অন্য স্তরে পৌঁছে গেছে।

ক্রিস্টোফার রে আরও বলেন, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক হলো ইরান। দেশটি অতীতে বিভিন্ন সময় আমেরিকার মাটিতে, আমেরিকার বাইরে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা করেছে। এ সময় তিনি লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে ইরানের সবচেয়ে বড় কৌশলগত অংশীদার বলে উল্লেখ করেন। রে দাবি করেন, বিগত কয়েক বছর ধরেই হিজবুল্লাহ যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে তহবিল সংগ্রহ, অস্ত্র কেনা ও গুপ্তচরবৃত্তি।

এফবিআই সক্রিয়ভাবে এসব গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রে কী ধরনের কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদের লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে বলেও জানান রে। তিনি জানান, ইরান ও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও বিভিন্ন অবকাঠামোতে একাধিকবার সাইবার হামলা চালিয়েছে। এফবিআইয়ের প্রধান এ সময় সতর্ক করে বলেন, এসব কার্যক্রম মধ্যপ্রাচ্যে সংকট ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারে।সূত্র : আরটি

বাইডেনের 'ভুয়া উপদেষ্টা': প্রশ্নের মুখে বিএনপি

৮ পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যের বিষয়েও অবহিত নয়।''

ইশরাক ও বিএনপির বক্তব্য

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ইশরাক হোসেন ও লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সোরাওয়ার্দীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হয়।লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সোরাওয়ার্দীকে পাওয়া না গেলেও বহু চেষ্টার পর ইশরাক হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। টেলিফোনে তিনি বলেন, ''আহত নেতা-কর্মীদের দেখতে আমি নয়া পল্টনে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলাম নেতা-কর্মীদের খোঁজ-খবর নিতে। সেখানে হঠাৎ সোরাওয়ার্দী সাহেব একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে বাইডেনের উপদেষ্টা বলে পরিচয় দেন। এ সময় তাদের অনুরোধে আমি সেখানে বসি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় বা যোগাযোগ নেই। তারপরও তার বক্তব্য আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন শেষে আমি বিষয়টি যুগ্ম মহাসচিব এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে জানাই। আমি আসলে পরিস্থিতির শিকার।

একই বিষয়ে বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ''সোরাওয়ার্দী সাহেব তো বিএনপির কোনো পদে নেই। ইশরাক আন্তর্জাতিক কমিটিতে থাকলেও তিনি তো সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল নয়। ফলে এই সাংবাদিক সম্মেলনের সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টি আমাদের নেতাদের নজরে আসার পরই আমরা মিডিয়াকে জানিয়েছি। আর সংঘর্ষের পরপরই ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ছিল পুলিশের হাতে। ফলে পার্টি অফিসে কে এসেছেন, আর কে গেছেন সেটা আমরা জানি না। এই ঘটনায় বিএনপি বেকায়দায় পড়ারও কিছু নেই।''

শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে নিজেকে জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় দেয়া আরেফী রবিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে আটক করে ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। রবিবার দিনভর ডিবি জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার (৩০ অক্টোবর) সকালে তাকে পল্টন থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

বিএনপির কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভুয়া উপদেষ্টার আবির্ভাব সম্পর্কে আরেক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শাহেদুজ্জামান বলেন, ''এমন একজন ব্যক্তি দেশে আসলো কীভাবে সেটাই তো বড় প্রশ্ন। বিএনপির কেউ জানলো না যে, এই ব্যক্তি ভুয়া! তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

জিজ্ঞাসাবাদে যা বলেছেন আরেফি

ডিবির জিজ্ঞাসাবাদে মিয়া আরেফী কী বলেছে জানতে চাইলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) হারুন অর রশীদ বলেন, ''আরেফী আমাদের জানিয়েছেন যে, বিএনপির পার্টি অফিসে লে. জেনারেল হাসান সোরাওয়ার্দী, বিএনপির নেতা অ্যাডভোকেট বেলাল ও ইশরাক হোসেন তাকে বাইডেনের উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আসলে এটি সত্য নয়। তারা মিথ্যাভাবে আরেফীকে উপস্থাপন করেছেন। তারা বাসা থেকে আসার সময় শিখিয়েছেন যে, আপনি (আরেফী) বলবেন র‍্যাবকে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিতে সহায়তা করেছি, এখন পুলিশ, আনসার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পাররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকেও এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। এই কথাগুলো বললে দেখবেন বাংলাদেশের পুলিশ অফিসাররা ডিমোরালাইজড হবে এবং বিএনপি নেতা-কর্মীরা চাঙ্গা হবে। ১৯৮৬ সালে তিনি অ্যামেরিকা চলে যাওয়ার পর ১৯৮৬ সালে একবার এসেছিলেন। এরপর ২০২২ সালে দেশে এসে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তিনি রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচে থাকেন। সেখানে হাঁটা-চলার মধ্যে দিয়ে পরিচয় হয় হাসান সোরাওয়ার্দীর সঙ্গে। তখন তার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়। আরেফী তখন অ্যামেরিকা চলে যান। হাসান সোরাওয়ার্দী তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশের আগে আসতে বলেন। গত ২৬ অক্টোবর দেশে এলে হাসান সোরাওয়ার্দী আরেফীকে বলেন, ২৮ অক্টোবর বিএনপির একটি র‍্যালি হবে, আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাবো। এই কথা বলে তাকে নিয়ে আসা হয়। আরেফী আমাদের বলেছেন, 'আমার এটা ভুল হয়েছে। আমি জানতাম না এত বড় অন্যায় হয়েছে। পুলিশ সদস্য মারা গেছেন, শত শত মানুষ আহত হয়েছেন, প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা হয়েছে। এগুলো আরেফী নিজে থেকেই বলেছেন।''

ডিবি আরেফীকে হস্তান্তর করার পর পল্টন থানার ওসি মো. সালাহউদ্দিন বলেন, ''আমাদের থানায় একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আমরা আদালতে পালিয়েছি। আমরা তাকে রিমান্ডে নিতে চাইনি। কারাগারে আটকে রাখার আবেদন করেছি। আদালত তাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন।

রবিবার রাতে রাজধানীর পল্টন থানায় জো বাইডেনের 'ভুয়া উপদেষ্টা' মিয়া জাহেদুল ইসলাম আরেফী, ওরফে মিয়া আরেফীর বিরুদ্ধে মামলা করেন মহিউদ্দিন শিকদার। গোপালগঞ্জের বাসিন্দা মহিউদ্দিন শিকদারের করা এ মামলায় বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন এবং অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল হাসান সোরাওয়ার্দীকেও আসামি করা হয়েছে। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪১৯/৪০৯ ধারায় করা মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত শুধু বাইডেনের 'ভুয়া উপদেষ্টা' আরেফীই গ্রেপ্তার রয়েছেন।

পল্টন থানায় করা মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ''বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে অন্তত ২০ জন নেতা-কর্মী বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যমের সামনে উপস্থিত হন। তখন এক নম্বর আসামি মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরেফী ওরফে মিয়া আরেফী নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেন, যা মিথ্যা।''

বাইডেনের 'ভুয়া উপদেষ্টা' আরেফী আসলে কে?

মার্কিন প্রসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেয়ার পর বিমানবন্দরে আটক হওয়া মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরেফী সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বেল্লাল নামে পরিচিত। উল্লাপাড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমৃত সূত্রধর বলেন, ''গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্লাপাড়ায় এসেছিলেন তিনি। দুই-তিন দিন ছিলেন উপজেলা ডাক বাংলোর একটি কক্ষে। সেখান থেকে তিনি কোথাও যাতায়াতে ব্যবহার করতেন উল্লাপাড়ার সাবেক এমপি আকবর আলীর গাড়ি।''

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাইডেনের 'ভুয়া উপদেষ্টা' জাহিদুল ইসলাম আরেফী সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের মানিক দিয়ার গ্রামের মৃত রওশন মণ্ডলের ছেলে। তার বাবা রওশন মণ্ডল ছিলেন পাবনা জেলার শিক্ষা অফিসার । মিয়া আরেফীরা ছয় ভাই এবং চার বোন। সবাই অ্যামেরিকায় থাকেন। প্রায় ৪০ বছর আগে তাদের বাবা অ্যামেরিকায় গিয়ে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল আলম বলেন, ''তাদের বাড়ি আমার ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডে হলেও তারা এখানে কেউ থাকেন না। আমি নিজেও তাকে বা তাদের চিনি না।''

সলঙ্গা থানার ওসি এনামুল হক বলেন, ''এলাকার লোকজনের সাথে তাদের তেমন যোগাযোগ নেই। শুনেছি, সাবেক এমপি আকবর আলীর সাথে আরেফীর বাবার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আকবর আলী অ্যামেরিকায় গেলে আরেফীর বাসাতেই থাকতেন। তার স্থানীয় আত্মীয়-স্বজনরা কেউ সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত নয়।''-সমীর কুমার দে, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

৯ পৃষ্ঠার পর

প্ল্যান্টের ইউনিট -২। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুই দেশেই সাধারণ নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। উভয় দেশেরই একে অপরের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। তারা উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার অবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এক দশক ধরে নয়া দিল্লি ও ঢাকার সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতবিরোধীদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে-টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয়

ঢাকা আবারো অস্থিতিশীল। এর প্রেক্ষিতে নয়া দিল্লিকে কিছু বিষয় আমলে নিতে হবে। প্রথমত, জানুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আবারও বিদেশি শক্তির লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে ঢাকার ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে বাংলাদেশে উপস্থিতি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চীন। এর ফলে শত্রু এবং মিত্রের মধ্যবর্তী এক জটিল অবস্থায় পড়েছে ভারত। দ্বিতীয়ত, মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন বাংলাদেশ। বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ নেমে গেছে ২০ বিলিয়ন ডলারে। এ দিয়ে তিন মাসের আমদানি খরচ মেটানো কঠিন। এর সঙ্গে জীবনধারণের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেপ্টেম্বরে মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯.৬ ভাগে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক সম্পাদকীয়তে এসব কথা বলা হয়েছে ৩রা নভেম্বর। এতে উপরের ওই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, এ পরিস্থিতি জনঅসন্তোষে রশদ যুগিয়েছে, যেমনটা দেখা গেছে গার্মেন্ট শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে চলমান প্রতিবাদ বিক্ষোভে। একই সঙ্গে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিরোধী বিএনপি ও তার মিত্ররা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের টার্গেট করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ। আছে জোরপূর্বক গুম ও হত্যার অভিযোগ। এসবই বলে দিচ্ছে, আরও একবার বাংলাদেশের রাজনীতি অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। তাই ঢাকার সঙ্গে নয়া দিল্লির রাজনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করলে তা ভাল হবে। লক্ষ্য হওয়া উচিত হবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে রাজনৈতিক প্রমাণে দাঁড় করানো।

এতে আরও বলা হয়, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অব্যাহত ইতিবাচক গতিধারায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আরও উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে আছে আগরতলা-আখাউড়া রেল-সীমান্ত সংযোগকারী রেল লাইন।

এ সময়েই নয়া দিল্লিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অফিসের পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। গত এক দশক ধরে নয়া দিল্লি ও ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত তা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতবিরোধীদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে।

'স্ট্যান্ডার্ড টাইম'-এ প্রত্যাবর্তন, রোববার, ৫ নভেম্বর ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে যাবে এক ঘণ্টা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে ১টায় নিয়ে আসতে হবে। প্রায় একশত বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রতি বছর মার্চ মাসের শুরুতে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নিলে দিনের আলো বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকানদের কর্মপরিধি কিছুটা বাড়ে বলে অনেকের ধারণা। আর একে অভিহিত করা হয় 'ডে লাইট সেভিং টাইম' হিসেবে। তবে আরিজোনা, হাওয়াই, আমেরিকান সামুয়া গুয়াম, পুয়ের্টো রিকো এবং ভার্জিন আইল্যান্ডের ঘড়ির কাঁটা পরিবর্তন করা হয়না।

ডে লাইট সেভিং টাইম কী? এটি কীভাবে সাধারণ জনজীবনে প্রভাব ফেলে ?

পরিচয় ডেস্ক: দিনের আলো সঞ্চয়ী সময় বা ডে লাইট সেভিং টাইম হলো কোনও অঞ্চলের ভৌগলিক সময়ের সাথে কিছু সময় যোগ করে সময়ের কাঁটা এগিয়ে দেয়া। এটি সাধারণতঃ পৃথিবীর সেসব অঞ্চলে দেখা যায়, যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল ক্ষণস্থায়ী, অর্থাৎ শীতপ্রধান দেশসমূহে। সাধারণতঃ বসন্তকালের শেষে এ সময় সংযোজনটি করা হয়। এর কিছু উপকারিতা আছে। যেহেতু মূল ভৌগলিক সময়ের চেয়ে কাঁটা এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা ক'রে সামনে এগিয়ে দেয়া হয়, ফলে আপাতদৃষ্টে সূর্য দেরি ক'রে অস্ত যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। ফলে আপেক্ষিকভাবে গ্রীষ্মের ছোট রাত আরও ছোট হ'য়ে পড়ে, দিনের স্থায়িত্বের আপেক্ষিকতা বেড়ে যায় ব'লে মনে হয়। তাই এই সময়ের নাম দিনের আলো সঞ্চয়ী সময়। এতে ক'রে কর্মদক্ষতা বাড়ে, উৎপাদন গতিশীল হয়, সেই সাথে শক্তির সঞ্চয়ও হয়।

তবে, শরতের শেষে পুনরায় আঞ্চলিক সময়ে ফিরিয়ে আনা হয় ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে, যাতে ক'রে শীতকালে রাতের দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি না হয়।

তবে এই উপকারিতা শুধুই শীতপ্রধান অঞ্চলের জন্য। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দিনের আলো সঞ্চয়ী সময় গরমের স্থায়িত্ব আপাতদৃষ্টে বাড়িয়ে দেয় ফলে কমে যায় কর্মদক্ষতা। এ জন্য সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে দিনের আলো সঞ্চয়ী সময় দেখা যায় না বললেই চলে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে দিনের আলো সঞ্চয়ী সময় গ্রহণ করে সময়ের বিড়ম্বনায় পড়েছিল। গ্রীষ্মে রমজানের উপবাস সময়ের দীর্ঘতা, সেই সাথে শীতকালে দিনের আলো সঞ্চয়ী সময় না পাল্টানোয় রাতের দীর্ঘসূত্রিতা আরম্ভ হয়। ভোরের আলো ফোটার আগেই কুয়াশাচ্ছন্ন কনকনে শীতে ছোট শিশুদের স্কুল কিংবা অফিসযাত্রীদের যানবাহনহীন অসহায় চলাচল তখন বাংলাদেশের বড়ো শহরগুলোর নিত্যদিনকার দৃশ্য ছিল। ২০১০ এ এসে বাংলাদেশ দিনের আলোর সঞ্চয়ী সময় থেকে সরে এসে বাংলাদেশ মানক সময়ে ফিরে আসে। বর্তমানে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বিদ্যুৎ সঞ্চয় ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর নিমিত্তে দিনের আলো সঞ্চয়ী সময় ব্যবহার করা হয়।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফের বিতর্কিত মন্তব্য ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

দেশে এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি, কারণ আমরা খারাপ মানুষকে আমাদের দেশ থেকে দূরে রেখেছিলাম। এর আগে গত ১৭ অক্টোবর ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে গাজার শাসকগোষ্ঠী ও সশস্ত্র সংগঠন হামাসকে সমর্থনকারী এবং ইহুদি-বিদ্বেষী যে কোনো মার্কিন অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। তাছাড়া দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় গেলে হামাস সমর্থনকারী অভিবাসনপ্রত্যাশীদেরও যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেবেন না তিনি। খবর দ্য হিন্দুর।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতার উৎস ও গতিপথ

১৬ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক সংঘাত আর সহিংসতায় দেখতে পাচ্ছি।''

আওয়ামী লীগ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে, তখন ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকার পল্টনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের সংঘাত ও সংঘর্ষ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি বড় ঘটনা। তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপি-জামায়াত সরকার। ওই দিনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। বিএনপি জামায়াত সেই ঘটনাকে 'লগি-বৈঠা সন্ত্রাস বলে।

২০১৩-২০১৪ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। বিএনপি ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করে তা প্রতিহত করার ডাক দেয়। তখন গানপাউডার, আগুন আর প্রেট্রোল বোমা দিয়ে বাসে হামলা এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অনেক লোকের প্রাণ যায়। অনেক নিরীহ মানুষ সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান। ওই আগুনসন্ত্রাসের জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তখন বিএনপি জামায়াতকে দায়ী করে। বিএনপি তখন টানা হরতাল-অবরোধ দেয়।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ''যারা ক্ষমতায় থাকেন, তারা সাধারণভাবে বলা যায় জনগণের গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দেয় না, জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয় না। এখন জনগণের দাবি যখন সামনে চলে আসে, তখন তাকে ক্ষমতায় থাকতে দমন-পীড়নের পথ বেছে নিতে হয়। এখন বাইরে যারা থাকেন, তাদের তখন সহিংসতার পাল্টা সহিংসতা করতে হয়, যেটা এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়ও আমরা দেখেছি।...যদি এমন হতো যে, যারা ক্ষমতায় আছেন, তাদের একটি গণতান্ত্রিক নর্মস আছে, যারা বাইরে আছেন তাদেরও গণতান্ত্রিক নর্মস আছে, তাহলে এই ধরনের সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতো,'' মনে করেন এই রাজনৈতিক নেতা।

তার মতে, ''এই ধরনের ঘটনার সময় দেশি-বিদেশি অনেক শক্তি সুযোগ নেয়, নানা অপশক্তি সুযোগ নেয়।''

৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক সহিংসতার আরেকটি বড় উদাহরণ হলো, ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের অবস্থানের আগে ও পরের ঘটনা। হেফাজত কোনো রাজনৈতিক দল না হলেও তাদের ওই সময়ের অবস্থানকে 'উৎসাহিত করেছে বিএনপি , জামায়াত ও জাতীয় পার্টি। পরে শাপলা চত্বর থেকে তাদের উৎখাত করে আওয়ামী লীগ সরকার।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতেও ব্যাপক রাজনৈতিক সহিংসতার অভিযোগ আছে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে। ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামায়াতনেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসের সাঈদীর ফাঁসির রায় দিলে দেশের অন্তত ১০টি জেলায় কয়েকদিন ধরে ব্যাপক সহিংসতা চালায় জামায়াত-শিবির। তারা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে গাছপলাও কেটে ফেলে। সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরেও হামলা চালানো হয় তখন। ওই সহিংসতায় বেশ কয়েকজন নিহত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন মনে করেন, ''দেশে কঠিন একটা বিভাজন হয়ে গেছে। এটা আসলে কাম্য নয়। আমাদের একটা সংলাপাও করতে হবে আবার কাঠামোগত সংস্কারও করতে হবে। যদি ভোটের অনুপাতে সংসদের আসন দেয়া হতো, তাহলে এই সংকট অনেকটাই কেটে যেতো।'' তিনি বলেন,চ আমাদের যেকোনো সমঝোতার জন্য একটি আদর্শিক ঐকমত্য প্রয়োজন। আমি মনে করি, সেটা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে।''

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে তখনকার বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলাও বাংলাদেশের ইতিহাসে জঘন্য এক ঘটনা। বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় ওই হামলায় শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতা-কর্মী নিহত হন, আহত হন তিন শতাধিক। ওই হামলাকে বিএনপি-জামায়াত সরকার তখন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। মামলার তদন্ত ও বিচারে দেখা গেছে, বিএনপি-জামায়াত সরকারের পরিকল্পনায়ই ওই হামলা হয়েছিল।

সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া এই রাজনৈতিক সংঘাত-সহিংসতা কমার কোনো আশা দেখেন না। বরং আরো বাড়তে পারে বলে মনে করেন তিনি। তার কথা, ''বাংলাদেশের রাজনীতিতে দর্শনগত সমস্যা আছে। বাংলাদেশ যে মূল দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, একটি অংশ তা স্বীকার করে না। ফলে এই সংকট কমবে না। এটা আমাদের রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে।''হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

‘সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক’র মাসিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: আলোচনা, আবৃত্তি ও স্বরচিত পাঠের মধ্য দিয়ে গত ২৭ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায়, জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো ‘সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক’র মাসিক সাহিত্য আসরটি। পুরো আসর পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। আসরের শুরুতেই সম্প্রতি কানাডার টরন্টোতে প্রয়াত কবি আসাদ চৌধুরীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

এবারের আসরে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাঁর স্নেহভাজন হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি ছাত্র রাজনীতি করতাম। স্বাধীনতা, মুক্তি সংগ্রাম বিষয়ক কবিতা আমাকে আকৃষ্ট করতো। কবি শামসুর রহমান, কবি নির্মলেন্দু গুণের মতো আসাদ চৌধুরীর রাজনৈতিক কবিতাগুলো আমাকে আকৃষ্ট করতো। ঢাকার বইমেলা, আমেরিকা, কানাডা সহ আমার বাসায় তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা হয়েছে, এবং তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। আমার কাছে তিনি একজন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। বাংলা ভাষায় সাহিত্য যতদিন থাকবে আসাদ চৌধুরী ততদিন আমাদের মাঝে চির জাগরুক থাকবেন। তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরুস্কার সহ অন্যান্য আরও পুরস্কার পেয়েছেন। আশা করি তিনি মরনোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারও পাবেন।

তিনি বলেন, আজ সাহিত্য একাডেমিতে এসে খুব আরাম বোধ করছি। কারণ, এখানে সব লেখক ও সাহিত্যপ্রেমী রয়েছেন। আমার লেখালেখি মূলত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। আমার গ্রন্থসংখ্যা তেইশটি। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আমরা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছি, আমাদের কোন সাপ্লাই লাইন ছিল না। আমার উপর দায়িত্ব ছিল ভারতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করা, এটা খুব রিস্কি ছিল। এই চ্যালেঞ্জটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাঁটার মতো। দুই সপ্তাহ শেষে দেড়শো মাইল পথ অতিক্রম করে প্রথম বার অস্ত্র সংগ্রহ করি। অস্ত্রগুলো হাতে পেয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মহাখুশি হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে যেমন বিজয়ের আনন্দ ছিল তেমনি বিপন্নতাও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাই লিখেছি আমার বইয়ে। আমার বইগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে রয়েছে। আপনারা এবং আপনাদের ছেলেমেয়েরা যদি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানতে চান, আমার বইগুলো পড়লে জানতে পারবেন।

লেখক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সাম্প্রতিক গাজা প্রসঙ্গে বলেন, মনুষ্যত্ব, মানবতা এই দুটি শব্দ এখন আর ব্যাবহার করা যাবে না! পাশ্চাত্যে থেকেও আমরা আজ স্বাধীন না! ১৯৭১ সালে বর্বরতা দেখেছি, হিটলারের বর্বরতা দেখেছি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবচেয়ে বর্বর প্রাণী আমরা!

জাতিসংঘের একটি সাংবাদিক কর্মশালায় ২০১১ সালে গাজা ভ্রমণের কথা বর্ণনা করে লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, সারাহ নামের মেয়েটির কথা এখনো বেশ মনে আছে। সে কিছুটা আড়ষ্ট, অজ্ঞাত কোন দ্বিধায় কুঁকড়ে ছিল। একদিন লেগেছিল সেই ভাব কাটিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। সারাহ বলেছিল, ‘ আমি এখান থেকে বেরোতে চাই। আমি আরও পড়তে চাই। বুক ভরে শ্বাস নিতে চাই। আর হামাস নয়, শান্তি চাই। ‘ তিনি বলেন, ফিলিস্তিন- ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত চলছে প্রায় ৭৫ বছর ধরে। আমি জানি, সারাহ এখনো মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস গ্রহণের অপেক্ষায়। তাঁর জন্য, তাঁর মতো অসংখ্য ফিলিস্তিনির জন্য আশায় বুক বাঁধা ছাড়া আর কী পথ আছে!

ঠিকানা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, শারীরিক অবস্থা একদম ভালো নয়, তবুও সাহিত্য একাডেমিতে এসে ভালো লাগছে। সারা জীবন যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলাম, এবং শান্তির পক্ষে স্লোগান দিয়েছি, এখনও দেব।

লেখক মনজুর আহমেদ বলেন, কবি আসাদ চৌধুরী আমার বাল্যবন্ধু ছিল, ১৯৬০ সাল হতে আসাদ আমার বন্ধু। আমরা একই সংগঠনে সাহিত্য চর্চা করতাম। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যে সকল উর্দু কবি বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন আসাদ তাঁদের অনেকের কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

কবি কাজী আতীক বলেন, প্রকৃতিতে হেমন্ত চলছে, কিন্তু হেমন্তের কবিতা লিখতে বসলে মন, কলম অন্যদিকে চলে যায়। এমন এক আদিম আধারে ডুবে আছি আমরা। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

লেখক কুলদা রায় বলেন, গল্পের মধ্যে যেমন কবিতা থাকে, কবিতার মধ্যেও গল্প থাকে। আমি গল্পকার হলেও কবিতা পড়ি, এবং আমার অনেক প্রিয় কবি আছেন। কবি শব্দ নিয়ে খেলা করেন। কবিতা হলো শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা। তিনি উৎপল কুমার বসুর একটি কবিতা পাঠ করেন।

সাঈদা উদিতা বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে এলে মনে হয় আমার ভাষাটা যেন এখানে উপস্থিত সকলে বুঝতে পারেন, বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশের একটি কবিতা পাঠ করেন।

এবারের আসরে কবি আসাদ চৌধুরীর কবিতা আবৃত্তি করেন তাহরীনা পারভীন প্রীতি, এবং কবি শামসুর রহমানের কবিতা আবৃত্তি করেন পারভীন সুলতানা।

আসরে স্বরচিত কবিতা, ছড়া ও লেখা পাঠ করেন, নীরা কাদরী, এ.বি.এম সালেহ উদ্দিন, মৃদুল আহমেদ, মিনহাজ আহমেদ, বেনজির শিকদার, ফারহানা হোসেন, সুরীত বড়ুয়া, রিমি রুম্মান, মনিজা রহমান, সবিতা দাস, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, লুৎফা শাহানা, সুমন শামসুদ্দিন, সুলতানা ফেরদৌসী, রাজিয়া নাজমী, জুঁই ইসলাম, সুমা রোজারিও, পলি শাহীনা প্রমুখ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, জিনাত নবী, ফেরদৌস সাজেদীন, রেখা আহমেদ, হুসনে আরা, রানু ফেরদৌস, আদনান সৈয়দ, রাহাত কাজী শিউলি, আবু সায়ীদ রতন, শুক্লা রায়, নাসির শিকদার, ফরহাদ হোসেন, আকবর হায়দার কিরণ, শহীদ উদ্দিন, মোহাম্মদ সাঈদ, আমিরুল ইসলাম কামাল, রুপা খানম, আকলিমা রানা চৌধুরী, স্বপ্ন কুমার, ইমাম চৌধুরী, মিয়া জাকির, মাহফুজুর রহমান, আলভান চৌধুরী, আবু রায়হান প্রমুখ।

সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহ আগামী আসরের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন মোশাররফ হোসেন।- পলি শাহীনা প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

‘যেদিন ট্রাম্প আর বাইডেন ডায়লগ করবে, সেদিন আমি করবো’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

চোখ রাঙালো, আর কে বাঁকালো, আমরা ওটার পরোয়া করি না। অনেক সংগ্রাম করেই আজকে আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা মিয়া আরেফিকে গত শনিবার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হাসান সারওয়ার্দী। সারওয়ার্দীর ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘তাঁকে ছাড়া হবে না। ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি, গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছে। তাঁকে ঠিকই ধরা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, সে কেন এ রকম ফ্রড করল।’ মিয়া আরেফি ও পিটার হাস প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সে মার্কিন নাগরিক (মিয়া আরেফি), এটা মার্কিনিদের দেখতে হবে। তারা আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়, তারা সন্ত্রাসবাদ দমন করে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। এখন তো হাতেনাতে প্রমাণ কারা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে। এখন নিষেধাজ্ঞা না দিয়ে এখন আবার ডায়লগ করার অনুরোধ করে। তাদের নীতি নিয়েই তো প্রশ্ন আছে।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’র উদ্যোগে নিউইয়র্কে মাইগ্র্যান্ট ও এসাইলাম প্রার্থীদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে শীতকাল সমাগত। ক্যালেন্ডারের হিসেবে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র শীতকাল শুরু ২১ ডিসেম্বর আর শেষ ১৯ মার্চ ২০২৪। কিন্তু ইতিমধ্যেই শীতের পদধ্বনী সর্বত্রই লক্ষনীয়।

বিগত বছরগুলোর মতো এবছরের শীতের ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ নিউইয়র্কে মাইগ্র্যান্ট ও এসাইলাম প্রার্থীদের মধ্যে প্রথমবারের মতো শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৯ অক্টোবর রোববার দুপুরে এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ের ৩০ স্ট্রিটে সর্বস্তরের তিন শতাধিক মানুষের মধ্যে এই ফ্রি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন প্রাকৃতিক দূর্যোগ তথা বৃষ্টি-বাদলা উপেক্ষা করে শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধরা তাদের শীতবস্ত্র গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মাইগ্রেন্ট ও এসাইলাম প্রার্থীদের মধ্যে যারা কর্মহীন ও অর্থসংকটে আছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো সবার মানবিক দায়িত্ব। বিশেষ করে এবারের শীতে তারা উষ্ণ কাপড়ের অভাবে অনেকে কষ্ঠভোগ করতে পারেন। তাদের কষ্টের কথা স্মরণ করে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যে মহতি উদ্যোগ নিয়েছে, তা প্রশংসার দাবীদার। বক্তারা যার যার অবস্থান থেকে মাইগ্রেন্ট ও এসাইলাম প্রার্থীদের শীত নিবারণে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাবেদ উদ্দিনসহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সোসাইটির উপদেষ্টা চৌধুরী সালেহ ও দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, প্রচার সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, সদস্য ফয়ছল আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট শমশের আলী, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি’র উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এস্টোরিয়ার অ্যাপেলো ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেস-এর প্রেসিডেন্ট শমসের আলীর অর্থায়নে উল্লেখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এদিকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন মানবতার কাজে এগিয়ে আসায় সংশ্লিস্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আগামী ১৮ নভেম্বর শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ের ৩০ স্ট্রিটে থ্যাঙ্ক গিভিং উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে হালাল চিকেন ও গ্রোসারী সামগ্রী বিতরণ করা হবে। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাঙ্ক গিভিং ডে পালিত হবে। খবর ইউএনএ’র।

পেনসিলভানিয়ার আপার ডার্বি শহরে মসজিদের বাইরে দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশি খুন, দাফন সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের আপার ডার্বির মসজিদ আল-মদিনার পার্কিং লটে গত রোববার (২৯ অক্টোবর) রাতে খুন হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক মাহবুব রহমান (৬৫)। গাড়ি ছিনতাইকারীর গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। গত সোমবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে আপার ডার্বি শহরের পুলিশ বিভাগ পলাতক সন্দেহভাজন খুনির ছবি প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গত, মাহবুবুর রহমান হত্যার পূর্বে গত কয়েক বছরে একইভাবে আরো তিনজন মোয়াজ্জেম হোসেন সাঁজু, আরিফুল হক জেমস এবং আসিফ রহমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

জানা গেছে, গত ২৯ অক্টোবর রোববার রাতে এশার নামাজ আদায় করতে মসজিদ আল-মদিনায় যান মাহবুব। ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে পার্কিং লটে তাঁকে গুলি করে এক দুর্বৃত্ত। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ সময় মসজিদের ভেতরে দেড় শতাধিক মুসল্লিও ছিলেন।

আপার ডার্বি পুলিশ বিভাগ সংবাদ সম্মেলনে জানায়, সাউথ ৬৯ ও ওয়ালনাট স্ট্রিটে অবস্থিত মসজিদ আলমদিনা আপার ডার্বি ইসলামিক সেন্টারের পার্কিং লটে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড কোনো হেট ক্রাইম বা বিদ্বেষপ্রসূত হত্যাকাণ্ড নয়, টার্গেট হত্যাও নয়। গাড়ি ছিনতাই করতে এক দুর্বৃত্ত এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

মাথায় হুডি ও মুখে মাস্ক পরা খুনির ছবি প্রকাশ করে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, অপরাধীর জিনস প্যান্ট ও স্নিকার দেখে কেউ যদি তাঁকে শনাক্ত করতে পারেন, যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান। ওয়েস্ট ফিলাডেলফিয়ার ওয়েবস্টার ও সাউথ সিসিল স্ট্রিট থেকে পুলিশ নিহত মাহবুবের গাড়িটি উদ্ধার করেছে।

আপার ডার্বি ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, 'গুলির শব্দ শুনে আমরা মসজিদ থেকে বের হই। এভাবে মাহবুব মারা যাবেন, কল্পনাও করিনি। তিনি ট্যাক্সি ক্যাব চালাতেন।'

বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার আপারডার্বী মসজিদ আল মদিনার ঈদ জামাত মাঠে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত মরহুম মাহবুবুর রহমানের নামাজে জানাজা গত ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। হাজারেরও অধিক লোকের অংশগ্রহনের মাধ্যমে মরহুমের নামাজের জানাজার ইমামতি করেন ফিলাডেলফিয়া জামিয়া মসজিদের প্রাক্তন ঈমাম আবু হাতেম মোহাম্মদ মহসীন। মরহুমের জানাজায় অংশগ্রহন করার জন্য বহু দুর দূরন্ত থেকে যেমন পেনসিলভেনিয়ার প্রায় সবগুলি সিটি, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, মেরিল্যান্ড এবং ওয়াশিংটন থেকে মানুষ ছুটে আসেন। দেশী বিদেশী সবার অংশগ্রহনের মাধ্যমে জানাযার পর আশ্রুশিক্ত নয়নে পাশ্বের কবর স্হানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজার পূর্বে মরহুমের ২ ছেলে আতিক ও আবির কান্নায় ভেঙ্গে পরেন এবং তাদের বাবার জন্য সকলের নিকট দোয়া কামনা করেন।

নিহত মাহবুবের বড় ছেলে আতিক আবদুর রহমান বলেন, 'পুলিশ এখনো সন্দেহভাজন খুনিকে ধরতে পারেনি। মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) আমরা মরদেহ ফেরত পেয়েছি। জানাজা শেষে ওই মসজিদের পাশের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।'

মরহুম মাহবুবুর রহমানের জানাজা নামাজের পূর্বে মসজিদ আল মদিনার সভাপতি জিয়াউর রহমান জানান যে, মসজিদ কর্তৃপক্ষ পেনসিলভেনিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে আগামী ৩রা নভেম্বর শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর পরই এক প্রতিবাদ সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সমাবেশে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে অংশগ্রহন করার জন্য তারা বিনীত অনুরোধ জানান।

মাহবুব রহমানের দীর্ঘদিনের পরিচিত আবুল হাসান বলেন, নড়াইলের এই মানুষটি ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তাঁর সঙ্গে অন্তত ২০ বছরের পরিচয়। তিনি ফিলাডেলফিয়া মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। ২০১৫ সালে তাঁর আরেক মেয়ের অপমৃত্যু হয়।

মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহকারীর বাড়িতে এফবিআইর তল্লাশি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

হয়নি। তবে একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, মেয়র এর ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রচারণা তহবিলে ব্রুকলীনের কেএসকে কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর ১১ জন শ্রমিকের প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ প্রায় সমান এবং কাছাকাছি সময়ে প্রদান করা চেক এফবিআইর নজরে এসেছে। উক্ত কেএসকে কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর সাথে তুরস্ক সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির সংযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং এর ফলে মেয়র এরিক অ্যাডামসের নির্বাচনী প্রচারণা তহবিলে বিদেশী অর্থের যোগান হয়েছে বলে সন্দেহ দানা বেঁধেছে তদন্তকারী স!স্থার।

২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহকারী ২৫ বছর বয়সী ব্রায়ানা প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহকারী ২৫ বছর বয়সী ব্রায়ানা সুগসের বাড়িতে যখন এফবিআইর তল্লাশি চলছিল তখন মেয়র এডামস ওয়াশিংটনের পথে ছিলেন এবং খবর পেয়ে দ্রুত নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন। নিউ ইয়র্কে ফিরে তিনি জানান, তদন্তের বিষয়ে আগাম কেউ তাঁকে কিছু জানায়নি। মেয়র আরো বলেন, তিনি নিশ্চিত তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহে কোন অনিয়ম হয়নি। প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহকারী ব্রায়ানা সুগসের প্রতি তাঁর পুর্ণ আস্থা রয়েছে এবং চাইলে সুগস তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেন।

জাসদের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র জাসদের আলোচনা সভায় আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩০ অক্টোবর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্র জাসদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার আহ্বান জানান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকুর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সিলেট জেলা জাসদের অন্যতম নেতা আজাদ উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সিনিয়ার সহ সভাপতি মো.

শহিদুল ইসলাম, মনসুর আহমদ চৌধুরী, শাহনুর কোরেশী, শাহ মহি উদ্দিন সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবজোটের আহ্বায়ক আবুল ফজল লিটন, সৈয়দ আজমল হোসেন প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এরা আসলে নির্বাচন চায় না। এরা একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরী করে যেনতেন ভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়। বক্তারা আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করার জোর দাবী জানান। বক্তারা আরো বলেন, জাসদের ৫১ বছর গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কেটেছে। বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায়, সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও বৈষম্য অবসানে জাসদের সংগ্রাম চলমান।সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী নিরীহ ফিলিস্তিন জনগণের ওপর ইসরাইলি বর্বরতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ও অর্থনীতিতেওএর প্রভাব পড়বে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যৌবন ধরে রাখতে যেসব খাবার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নিতে পারেন না। আর তাই নিজেকে চির তরুণ রাখতে আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই খুব সহজেই কিছু বিশেষ খাবার খাওয়ার মাধ্যমে নিজের যৌবন ধরে রাখতে পারবেন আপনি। এমন কিছু খাবার নিচে দেওয়া হলো-

সামুদ্রিক মাছ: সামদ্রিক মাছ যৌবন ধরে রাখতে সহায়ক। দীর্ঘ দিন যৌবন ধরে রাখতে চাইলে নিয়মিত খাবার তালিকায় লাল মাংস বাদ দিয়ে সামুদ্রিক মাছ রাখুন। তাতে শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে এবং যৌবন ধরে রাখা যাবে বহুদিন।

ডার্ক চকলেট: অনেকেই চকলেট ভালোবাসেন। যারা চকলেট ভালোবাসেন তাদের জন্য ভালো খবর হলো ডার্ক চকলেট বয়স ধরে রাখতে সহায়তা করে। ডার্ক চকলেটে প্রচুর পরিমানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। তাই যারা নিয়মিত প্রতিদিন ছোট এক টুকরা ডার্ক চকলেট খান তারা দীর্ঘদিন যৌবন ধরে রাখতে পারেন।

পালং শাক: পালং শাকে প্রচুর পরিমানে লুটেইন আছে যা শরীরের বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে এবং যৌবন ধরে রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত পালং শাক খেলে ত্বক চোখের বয়সজনিত সমস্যা কমে যায়। এছাড়াও এতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন আছে বলে পালং শাক শরীরের নানা অসুবিধা দূর করে এবং শরীরে পুষ্টি ও শক্তির যোগান দেয়।

আঙ্গুর: বয়স ধরে রাখতে আঙ্গুরের জুড়ি নেই। আঙ্গুরে প্রচুর পরিমানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। ফলে নিয়মিত আঙ্গুর খেলে ত্বক ও দেহ সুন্দর ও সুস্থ থাকে।

গাজর-টমেটো: গাজর ও টমেটো ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। বিশেষ করে যৌবন ধরে রাখার ক্ষেত্রে এই দুটি সবজির জুড়ি নেই। এগুলোতে প্রচুর পরিমানে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। এছাড়াও এতে আছে বিটা ক্যারোটিন ও লুটেইন যা শরীরের বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করতে সহায়তা করে।

টক দই: টক দই মেদ ও কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। দইয়ে প্রচুর প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম আছে যা শরীরের গঠন ভালো রাখে এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। এছাড়াও দই ত্বককে রাখে বলিরেখা মুক্ত। তাই যৌবন ধরে রাখতে চাইলে প্রতিদিন দই খান।

ব্রকলি: ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে যা বয়সজনিত বিভিন্ন অসুখ থেকে দেহকে রক্ষা করে এবং শরীরের বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করে ফেলে।

অলিভ অয়েল: অলিভ অয়েল একটি উপকারী তেল। খাবার রান্নার সময় অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে শরীরে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমান কম থাকে এবং সহজে মেদ জমে না। এছাড়াও প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে ত্বকে অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করে ঘুমালে ত্বকে বলিরেখা পরে না সহজে। ফলে দীর্ঘ দিন যৌবন ধরে রাখা যায়।

মেয়র সহ সিটি প্রশাসনের অফিসিয়ালগণ বিভিন্ন পূজা মন্ডপে, বিপুল উৎসাহে নিউইয়র্কে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নিউইয়র্কে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর, শুক্রবার থেকে তিথি অনুযায়ী নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় শারদীয় দুর্গোৎসব। শুক্রবার ছিল মহাষষ্ঠী, শনিবার মহাসপ্তমী, রোববার মহাঅষ্টমী এরপর মহানবমী এবং বিজয়া দশমী। মূলত: প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি ঘটে। দূর্গোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরো নিউইয়র্ক সিটিতে একধিক পূজা মন্ডপ স্থাপিত হয়। প্রতিটি মন্ডপেই পূজা অর্চনার পাশাপাশি ছিলো আরতী, উলু ও শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা, সিঁদুর দান উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ছাড়াও ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান ছাড়াও সিটি প্রশাসনের অফিসিয়ালগণ বিভিন্ন পূজা মন্ডপে গিয়ে সনাতন ধর্মাবম্বীদের শুভেচ্ছা জানান এবং কুশল বিনিময় করেন। এদিকে দূর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে উৎসবমুখ পরিবেশ বিরাজ করে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অভিভাবকগণ পূজা মন্ডপে গিয়ে অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেন। এছাড়াও আয়োজন হয় শারদ মেলা'র।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি, সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ, ইউএসএ, ওম শক্তি মন্দিও, আমেরিকান বাঙালী হিন্দু ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংগঠনগুলোর বাইরেও আরো বেশ কয়েকটি সংগঠন ও মন্দির দুর্গোৎসবের আয়োজন করছে। সংশ্লিস্টদের মতে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে দুই ডজনাধিক পূজা মন্ডপে দূর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়।

প্রতি বছরের মতো সনতান ধর্মালম্বীদের সাথে সৌহার্দ-সম্প্রতির লক্ষ্যে অন্যান্য ধর্মের নারী-পুরুষকেও বিভিন্ন পূজামন্ডপ পরিদর্শন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ: উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ শারদীয় দুর্গোৎসনের আয়োজন করে। গত ২০ অক্টোবর, শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে ২৩ অক্টোবর সোমবার পর্যন্ত ছিলো পূজার অনুষ্ঠানমালা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। মেয়র অ্যাডাম গত ২২ অক্টোবর রোববার পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন। মেয়র পূজা মন্ডপে পৌছলে তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তার কপালে টিপ আর হাতে রাখি বেধে দেয়া হয়। এসময় মেয়রের সাথে ছিলেন ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, মেয়রের উপদেষ্টা দিলীপ চৌহান, ফাহাদ সোলায়মান, ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা ড. দিলীপ নাথ প্রমুখ।

বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটিঃ জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে ২১ ও ২২ অক্টোবর যথাক্রমে শনি ও রোববার বেদান্ত সোসাইটি আয়োজনে দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জি ও সাধারণ সম্পাদক রীনা সাহা। এই দুর্গোৎসবের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো প্রতিদিনই আরতী, সিদঁর খেলা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি। পূজায় পৌরহিত্য করেন টিটন আচার্য। এতে শিল্পী অলোক রায় চৌধরী, বিপ্লব মুখার্জি, চন্দ্রা রায়, রোকসানা মির্জা, মরিয়ম মারিয়া, শামিম

সিদ্দিকী, রুনা রায়, দেবশ্রী প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিভিন্ন পর্ব পরিচালনায় ছিলেন অসিম সাহা, মৌ মধুবন্তী ও শারমিন রেজা ইভা।

সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ, ইউএসএঃ উডসাইডের দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করে সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ, ইউএসএ। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া পূজা চলে মঙ্গলবার পর্যন্ত। বিজয়া দশমীর মধ্যদিয়ে

শেষ হয় দুর্গোৎসব। দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরের দুতলায় প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ছিলো পূজার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএঃ জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় দূর্গা পূজার আয়োজন করে বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ। গত ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজন চলে ২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্যন্ত।

ওম শক্তি মন্দির: জ্যাকসন হাইটসের ওম শক্তি মন্দিরে আয়োজিত দূর্গোৎসবের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো পুষ্পাঞ্জলী, আরতী, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এখানে পূজা পরিচালনা করেন প্রভাস চক্রবর্তী ও রনজিত ভাদুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত বাউল কালা মিয়া, মেহরুন আহমেদ, বিন্দু কনা, অমিত পাল, ঐন্দ্রিলা দাস, কৃষ্ণা তিথি, ত্রিনিয়া হাসান, শাহ মাহবুব, বিপ্লব মুখার্জী, ঋত্বিকা ব্যানার্জী, শোভিত রায় চৌধুরী প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন মৌমিতা সহ অনুপ দাস ড্যান্স একাডেমীর শিল্পীরা। খবর ইউএনএ'র।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সাধারন সম্পাদক আসাদ জামানের জন্মদিন উদযাপন

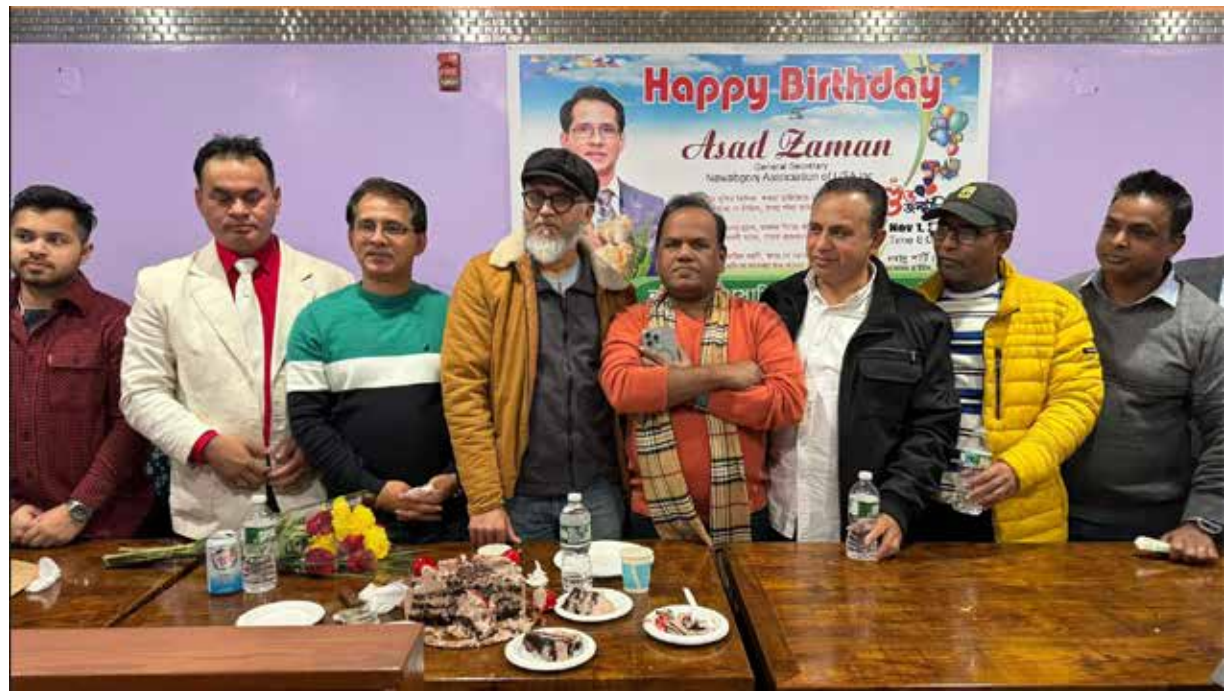

পরচয় ডেস্ক: গত বুধবার ১ নভেম্বর আনন্দঘন পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সাধারন সম্পাদক আসাদ জামানের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সভাপতি মোঃ উজ্জ্বল বিপুলের সভাপতিত্বে উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মোঃ মনসুর আলম, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন, উপদেষ্টা বাবুল দেওয়ান,এস মিয়া তৌহীদ,সিনিয়র সহ সভাপতি গোলাম এন হায়দার মুকুট, সহ সভাপতি শেখ আঃ মালেক,সাবেক সাধারন সম্পাদক মিলন মোল্লা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম লিপন ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ লিটন তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক আবুল কালাম, সহ ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য তানভির করিম , শেখ সিদ্দিকসহ কার্যকরী কমিটির আরো অনেকে।অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কার্যকরী কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক গনেষ কির্তনীয়া। অনেকদিন স্মরণরাখার মত একটি জন্মদিন উদযাপন আয়োজনের জন্য আসাদ জামান উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান । নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, শুভেচ্ছা বিনিময় ও আসাদ জামানের সুন্দর শান্তিময় জীবন কামনায় নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রের দুই সিনেটরকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অবহিত করলেন রাষ্ট্রদূত ইমরান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান গত সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন সিনেটরের সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য দূতাবাসের আউটরিচ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রদূত ইমরান তাদের সাথে এ বৈঠক করেন।রাষ্ট্রদূত ইমরান ওরিগন রাজ্যের সিনেটর ডেমক্র্যাট জেফ মার্কলী (ঝবহধঃড়ৎ ঔবভভ গধৎশষবু (উ-ঙৎবমড়হ) এবং টেনেসী রাজ্যের সিনেটর রিপাবলিকান বিল হেগার্তী (ঝবহধঃড়ৎ ইরষষ ঐধমবৎঃু (জ-ঞবহহবংংবব)-এর সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে তাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে এই সাক্ষাত করেন। উভয় সিরেটরই বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্র সিনেট কমিটির সদস্য।

সাক্ষাতকালে রাষ্ট্রদূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্জিত ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই সিনেটরকে অবহিত করেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতাসহ সকল সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কেও তাদের অবহিত করেন।

দুই মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা ১৪ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য অব্যাহত সমর্থনের আশ্বাস দেন। রাষ্ট্রদূত ইমরান রোহিঙ্গা ইস্যুতে সমর্থনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

সিনেটর জেফ মার্কলী ওরেগন ন্যাশনাল গার্ড এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে স্টেট পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে তার অঙ্গরাজ্যের বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যত সহযোগিতার মাধ্যমে দুদেশের সম্পর্ক আরও সুসংহত হবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠককালে জাপানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত বিল হেগার্তী বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

স্বাস্থ্যঝুঁকি: বাংলাদেশে তৈরি ২ লাখ ইউনিট পোশাক ওয়ালমার্টকে ফেরত দিতে বলল কানাডা সরকার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ওয়ালমার্টকে ফেরত দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কানাডা সরকার। কানাডার সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ৩ অক্টোবর এই আহ্বান জানানো হয়েছে। কানাডার বাজারে তৈরি পোশাক বাজারজাত করেছিল বিখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ড জর্জ। কানাডা সরকার তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, জর্জ ব্র্যান্ডের যে স্লিপার বাজারে ছাড়া হয়েছে, সেগুলোতে শ্বাসরোধ হওয়ার ঝুঁকি এবং ঢোক গেলার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই, বিক্রীত পোশাকগুলো দ্রুতই সংশ্লিষ্ট স্টোরে ফেরত দিতে ক্রেতাদের আহ্বান জানিয়েছে কানাডার স্বাস্থ্য বিভাগ। কানাডা সরকারের তথ্য বলছে, বাংলাদেশে তৈরি এমন পণ্যের ২ লাখ ১৬ হাজার ৫৯৫ ইউনিট বিক্রি হয়েছিল কানাডার বাজারে। ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুন মাসের মধ্যে দেশটিতে এই পণ্যগুলো বিক্রি কার হয়েছিল।

কানাডার স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, জর্জ ব্র্যান্ডের রাতে পরার পোশাকের জিপারের বর্ধিত অংশ ভেঙে যেতে পারে এবং পায়ের ও গলার গ্রিপ বারবার ধোয়ার ফলে চেপে যেতে পারে, যা দম বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি এবং খাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এ অবস্থায় জনগণকে পরামর্শ দিয়ে কানাডার স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ভোক্তাদের অবিলম্বে যেসব নকশার কাপড় তুলে নিতে বলা হয়েছে, সেগুলোর ব্যবহার দ্রুত বন্ধ করা প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ পোশাকগুলো ওয়ালমার্ট স্টোরে ফেরত দেওয়া যেতে পারে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ। জর্জ ব্র্যান্ডের নামে বাজারজাত করা এই কাপড়গুলো বাংলাদেশের গাজীপুরের ইউনিক ডিজাইনার্স লিমিটেড নামে একটি কারখানায় তৈরি। এগুলোর বৈশ্বিক ডিস্ট্রিবিউটর ছিল হংকংয়ে অবস্থিত চীনের পিডিএস-ফার ইস্ট লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

স্মৃতিশক্তি বাড়বে যেসব খাবারে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

পারে। ভুলে যাওয়ার সমস্যা সব সময়ে ডিমেনশিয়ার উপসর্গ নাও হতে পারে। আসুন জেনে নিন কোন কোন খাবার খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

১. ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মাছ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্ক সচল এবং সক্রিয় রাখতে এই মাছ খেতে পারেন। সামুদ্রিক মাছে এই অ্যাসিড অনেক বেশি থাকে। . মস্তিষ্ক ঠিকঠাক রাখতে সবুজ শাকসবজির জুড়ি মেলা ভার। শাক সবজিতে রয়েছে ভিটামিন কে, ফোলেট, লুটেইন-এর মতো উপাদান। যা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৩. কুমড়ো বীজ ফেলে না দিয়ে তা খাওয়ার অভ্যাস করুন। মিনারেলের উৎস হলো কুমড়োর বীজ। মিনারেলস ছাড়াও এতে রয়েছে জিঙ্ক, কপার, ম্যাগনেশিয়াম। এই উপাদানগুলো মস্তিষ্ক সচল রাখে।

৪. বাদাম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, চিনা বাদাম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের সমৃদ্ধ খাবার। বাদাম মস্তিষ্কের কার্যক্রম সচল রাখে।

৫. মস্তিষ্কের জন্য উপকারী একটি খাবার হলো ব্রোকলি। মস্তিষ্ক সচল রাখতে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের কোনো বিকল্প নেই। ব্রকোলিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। যদি ভুলে যাওয়ার রোগ থেকে মুক্ত থাকতে চান তবে নিয়মিত খেতে পারেন ব্রোকলি।

৬. আখরোট মস্তিষ্ক ভালো রাখতে বেশ কার্যকর। এতে আছে ভিটামিন ই, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ। যা ভুলের যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।২৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে। 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"। বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।-সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

নিউইয়র্কে ব্ল্যাক কার, লিমোজিন, গ্রীন ক্যাব ও উবারের নতুন প্লেট পেতে বাধা নেই, ড্রাইভারদের সহায়তায় প্রস্তুত এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ব্ল্যাক কার, লিমোজিন কার, গ্রীন ক্যাব ও উবার লিফটসহ নতুন গাড়ির লাইসেন্স প্লেট পেতে আর বাধা নেই। নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি এন্ড লিমোজিন কমিশন (টিএলসি) এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। তবে নতুন লাইসেন্স প্লেটের জন্য আবেদনকৃত গাড়িগুলো অবশ্যই ইভি (ইলেকট্রিক ভেইকেল) বা হুইল চেয়ার বহনযোগ্য (এক্সেসেবল ভেইকেল) হতে হবে। এ তথ্য জানিয়েছেন কম্যুনিটির জনপ্রিয় ইন্সুরেন্স প্রতিষ্ঠান এনওয়াই ইন্স্যুন্সে এর সত্তাধিকারী জনাব শাহ নেওয়াজ ।

২০২০ সালে টিএলসি ব্ল্যাক কার, লিমোজিন কার ও উবার লিফট এর জন্য নতুন গাড়ির প্লেট ইস্যু বন্ধ করে দেয় । সিটিতে অত্যধিক ট্রাফিকের কারনে তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিশেষ করে উবার ও লিফট গাড়িতে পুরো ম্যানহাটন ছিল সয়লাব। এতে ড্রাইভারদের আয়ও কমে এসেছিল। বর্তমানে যাত্রীদের গাড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় টিএলসি ১৯ অক্টোবর থেকে নতুন করে প্লেট ইস্যু শুরু করেছে। এতে ব্ল্যাক কার , লিমোজিন, গ্রীন ক্যাব, উবার ও লিফট ড্রাইভাররা প্রতিদিন মোটর ভেইকেল অফিসগুলোতে ভীর করছেন। জানতে চাচ্ছেন কিভাবে দ্রুত গাড়ির প্লেট পাওয়া যায়। গত ৩টি বছর বহু ড্রাইভার নিজেদের গাড়ি না থাকায় ভাড়ায় ব্ল্যাক কার, উবার ও লিফট গাড়ি চালাতেন। এতে সপ্তাহে তাদের ৪ শত থেকে ৫ শত ডলার লিজ মানি দিতে হতো। অথচ নিজে গাড়ি কিনে টিএলসি'র প্লেট লাগালে গাড়ি ও ইনস্যুরেন্স খরচসহ সপ্তাহে সর্বোচ্চ ব্যয় হবে ২৫০ ডলার। দীর্ঘদিন ধরে সিটিতে হাজার হাজার ড্রাইভার নতুন প্লেট ইস্যুর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলবার অপেক্ষায় ছিলেন।

এই লাইসেন্স প্লেট পেতে আগ্রহী ড্রাইভারের বয়স সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে। টিএলসি লাইসেন্স থাকলেই নতুন লাইসেন্স প্লেটের জন্য আবেদন করা যাবে। নতুন গাড়ির লাইসেন্স প্লেট আবেদনকারির থাকতে হবে সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার ও ওয়ার্ক পারমিট। স্ট্যাটাস কোন ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে এসাইলাম প্রার্থীরা সহজেই এই ধরনের প্লেট নিয়ে ব্ল্যাক কার , উবার কিংবা লিফট গাড়ি চালাতে পারেন। এতে আয় বেশ বেশি। একজন ড্রাইভার প্রতি সপ্তাহে অনায়াসে ১২ শত ডলার থেকে ২ হাজার ডলার রোজগার করে থাকেন। নতুন ইমিগ্রান্টরা সবসময়ই ড্রাইভিং পেশাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকেন।

এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স এ ব্যাপারে আগ্রহীদের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে। এনওয়াই ইন্সুরেন্সের জনাব শাহ নেওয়াজ আরো জানান, আমাদের নিজস্ব ব্লাক কার বেজ রয়েছে। ব্ল্যাক কার, লিমোজিন, গ্রীন ক্যাবসহ সকল কারের এফিলিয়েশন ও ইন্সুরেন্স আমরা করে থাকি। নতুন প্লেটের আবেদনপত্র পূরনসহ সকল সহায়তা দিতে এনওয়াই ইন্সুরেন্স প্রস্তুত। আমাদের রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।আজই ড্রাইভাররা এন ওয়াই ইনসুরেন্স ৭১-১৬ ৩৫ এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটস কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

ঢাকায় আর্ন্তজাতিক শেফ উৎসবে নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানীর প্রতিষ্ঠাতা শেফ খলিল

উন্নত বিশ্বে শেফদের মর্যাদাশীল পেশাজীবী হিসেবে গন্য করা হয়

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানীর প্রতিষ্ঠাতা শেফ খলিলুর রহমান ঢাকায় অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক শেফ উৎসবে বিশেষ বক্তা হিসেবে যোগ দিলেন। গত ২০ অক্টোবর ঢাকার শেরাটন হোটেলে শেফ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রুনাই এর ঢাকাস্থ হাই কমিশনার হাজি হারিস বিন হাজি ওথম্যান। শেফ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তা ছিলেন নিউইয়র্কের খলিল ফুড ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফেডারেশনের অন্যতম উপদেষ্টাও নিউইয়র্কের খলিল ফুড ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে খলিলুর রহমান তার দীর্ঘ পথ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনও শেফরা সামাজিক পর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা পায় নি। অথচ উন্নত বিশ্বে শেফদের মর্যাদাশীল পেশাজীবী হিসেবে গন্য করা হয়। অনেক উচ্চ বেতনে শেফরা মাথা উচুঁ করে কাজ করছেন। এ পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে শেফ হিসেবে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির 'কুলিনারি স্কুল ও কলেজ'। বাংলাদেশেও সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার।

আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা এ পেশার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। আগামীতে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট তথা শেফ পেশা অনেকদূর এগিয়ে যাবে। বর্হিবিশ্বে অনেক শেফ করপোরেট সিইওদের সমান পরিমান অর্থ আয় করেন। বাংলাদেশেও বাবা মা'রা একদিন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মতো ছেলেমেয়েদের শেফ স্কুলে পাঠাবেন।

শেফ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি শেফ জহির খানের সভাপতিত্বে এ উৎসবে প্রায় ৭শ শেফ অংশ নেন। অতিথি ছিলেন ৩ শতাধিক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মোঃ বোরহান খান। উল্লেখ্য জহির খান সোনার গাঁ প্যানপ্যাসিফিক হোটেল ও বোরহান খান ঢাকাস্থ রেঁনেসা হোটেলে প্রধান শেফ। ২০ অক্টোবর দিনভর এ অনুষ্ঠানে নাচ গান, সেমিনার ও রকমারি সুস্বাদু খাবারের আয়োজন এবং পদক প্রদান করা হয়।

বিএনপি-জামায়াতের ঢাকা সহ দেশব্যাপী হত্যা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের তাৎক্ষণিক শান্তি ও প্রতিবাদ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৮ অক্টোবর নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিএনপি-জামায়াতের ঢাকা সহ দেশব্যাপী হরতাল, সন্ত্রাস, হত্যা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এক তাৎক্ষণিক শান্তি ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জাকারিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশ থেকে বিএনপি-জামায়াতদের যেকোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদেরকে সজাগ থাকার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। সভাপতির বক্তব্যে জাকারিয়া চৌধুরী বলেন, পঁচাত্তরের বাংলাদেশ আর আজ ২০২৩ সালের বাংলাদেশ এক নয়। ষড়যন্ত্রের দিন শেষ। জাকারিয়া উল্লেখ করেন, বিএনপি এবং জামায়াত ২৮ অক্টোবর যে কর্মসূচি দিয়েছিল, আমরা ভেবেছিলাম যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় সেটি পালিত হবে। সে কারণেই ২০টি শর্তে বাংলাদেশ সরকার তাদের অনুমতি

দেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা আবারো আন্দোলনের লেবাসে আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীকে আহত করেছে। বাস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ করেছে। জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী একজন পুলিশকে তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, পেশাগত দায়িত্ব পালনরত গণমাধ্যম কর্মীদের গায়ে তারা হাত তুলতে দ্বিধা করেনি। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের সঞ্চালনায় এ সমাবেশে বক্তব্য কালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নির্বাহী সদস্য আমিনুল ইসলাম কলিন্স বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেদিন টানেল যুগে প্রবেশ করলো, ঠিক সেদিনই বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনের নামে বাংলাদেশে আবারো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু করলো। এর মাধ্যমে তারা জাতিকে জানিয়ে দিতে চায় যে, বাংলাদেশ যাতে আর এগুতে না পারে। এমন দেশ-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্তদের দ্রুত বিচার আইনে দণ্ডিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোর্শেদ খান বদরুল, কুইন্স বরো আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী জাহাঙ্গির আলম, সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ূন কবীর, সহ-সভাপতি সমীরুল ইসলাম বাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন, মশিউর রহমান, প্রচার সম্পাদক প্রবাল মির্জা, তথ্য সম্পাদক সৈয়দ রেজাউর রহমান তুহিন, ঝুমুর আকতার ও অজিৎ ভৌমিক প্রমুখ। উল্লেখ্য উক্ত সমাবেশে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদেরকে নিজ নিজ এলাকায় নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। জাকারিয়া চৌধুরী প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বঙ্গবন্ধু'র ওপর প্রথম মহাকাব্য রচনা'র কৃতিত্ব নিউ ইয়র্ক প্রবাসী কবি নিখিল রায়ের

পরিচয় ডেস্ক: ফুল ফুটুক বা না ফুটুক বসন্ত এসে গেছে-'। মহাকাব্য হোক বা না হোক, বঙ্গবন্ধু'র ওপর প্রথম মহাকাব্য রচনা'র কৃতিত্ব ওড়াকান্দির কৃতি সন্তান মুক্তিযোদ্ধা কবি নিখিল রায়ের। ওড়াকান্দিতে দু'জন মহাপুরুষ হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার যে মন্ত্র দিয়েছেন, সেই মন্ত্রে সুশিক্ষিত কবি নিখিল রায়, বহু কবি-সাহিত্যিক, তদবির করে পদক পাওয়া লেখক-কে পেছনে ফেলে দিয়েছেন। সাহিত্য অঙ্গনে কবি নিখিল রায় ততটা পরিচিত কেউ নন, এ যাবৎ তাঁর ৩২টি বই বেরিয়েছে। যদি জীবনে আর কিছুই না করতেন, শুধুমাত্র 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' কবিতা লিখে প্রয়াত আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং 'তুই রাজাকার' শব্দ দু'টি ব্যবহার হুমায়ুন আহমদ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। বাউল শাহ আব্দুল করিম বা ক্লিক প্রসাদ ভট্টাচার্যকে মানুষ আগে চিনতো না, এখন চিনে। কেজানে, হয়তো একদিন কবি নিখিল রায় বঙ্গবন্ধু'র ওপর মহাকাব্যের জন্যে বিখ্যাত হয়ে যাবেন?

আপাতত: সেই সম্ভবনা দেখিনা। কারণ বড়বড় সাহিত্য বিশারদকে তিনি জমাখরচ দিতে শেখেননি, একাডেমির লোকজনকে আদর-আপ্যায়ন করতে পারেন না, শুধু লেখা দিয়ে কি সব হয়? লেখা কয়জন পড়ে? আর পড়লেই কি, নিজের লোক না হলে কিছুই হয়না! পাঠক, মনের দু:খে সত্যকথা লিখছি। ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক এসেছিলেন, কবি নিখিল রায় সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন তার মহাকাব্যটি বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতে পৌঁছাতে। পারেননি। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীও পৌঁছে দেননি? এ তালিকায় আরো অনেকে আছেন কবি যাদের হাতে বই পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের কাজটি করেননি, আমি নিশ্চিত বইটি পেলে প্রধানমন্ত্রী খুশি হতেন, কারণ যেকোন সন্তান পিতামাতার গর্বে গর্বিত হতে চায়।

মহাকাব্য 'শেখ মুজিবের বাংলায়' (ওহ ঃযব ইবহমধষ ড়ভ ঝযবরশয গঁলরন)'-এর একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ অক্টোবর শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসে। বলতে লজ্জা নেই যে আশরাফুল আলম বুলবুল এবং শিতাংশু গুহ এর আয়োজক। কবি'র বয়স ৮২, সদ্য তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। এরপর তিনি কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, একজন মানুষ এই বয়সে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছেন, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে আমরা এ কর্মে হাত দিয়েছি। করোনাকালে এ মহাকাব্য লিখতে তাঁর প্রায় এক বছর সময় লেগেছে, এটি কম কথা নয়! ওবায়দুল্লাহ মামুন এবং আমি পরামর্শ করে কবিকে সন্মান জানাতে মঞ্চে শুধু কবি একাই উপবিষ্ট থাকবেন, এ সিদ্ধান্ত নেই। তাই অনুষ্ঠানে কোন সভাপতি বা প্রধান অতিথি ছিলেন না? নিউইয়র্কে সচরাচর যাঁরা মঞ্চ আলো করে বসে থাকেন, সভাপতি, প্রধান অতিথি না করলে আসেন-না, 'টকশো'র বক্তাদের মত যাঁরা সকল বিষয়ে বিশারদ, মাইক পেলে ছাড়তে চাননা, তারা অনুষ্ঠানে আসেননি। তাঁরা আমন্ত্রিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের আগের দিন আমি সবাইকে একটি অনুরোধ জানাই, 'আসুন আমরা এই প্রবীণ কবিকে সন্মান করি'। তেমন সাড়া মেলেনি, আমরা সন্মান চাই, দিতে শিখিনি। একই কথা জানাই প্রতিটি মিডিয়াকে। শুধুমাত্র জন্মভূমি ও প্রবাস সম্পাদক ব্যতীত অন্য কেউ আসেননি। বাঙ্গালী ও প্রথম আলো তাঁদের অপারগতার কথা আগেই জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু'র ওপর অনুষ্ঠান, আওয়ামী ঘরানার একমাত্র আইরিন পারভীন এসেছেন, বই নিয়েছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলে শেষ করবো। বিখ্যাত লোকজন না এলেও অনুষ্ঠানে সাধারণ বঙ্গবন্ধু প্রেমিক যথেষ্ট উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি বা প্রধান অতিথি নেই, উপস্থিত সবাই সম্মানিত অতিথি ছিলেন। কনস্যুলেট থেকে একজন 'কনসাল' এসেছিলেন, এসেই উপস্থাপককে ধরে ভাষণ দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করেন। মহাকাব্য 'শেখ মুজিবের বাংলায়' মোড়ক উন্মোচন করেন মুক্তিযোদ্ধারা, যা ব্যতিক্রমী ঘটনা। মঞ্চে ছিলেন একা কবি নিখিল রায়। উপস্থাপন করেন আশরাফুল আলম বুল্বুল। মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করেন ওবায়দুল্লাহ মামুন ও শিতাংশু গুহ। বেশ ক'জন মুক্তিযোদ্ধা ও শুভানুধ্যায়ী বক্তব্য রাখেন। কবি নিখিল রায় তার বক্তব্যে বলেন, রামায়ণ, মহাভারত, বিষাদসিন্ধু, মেঘনাদবধ মহাকাব্য হলেও এর মহানায়করা সবাই অবাঙ্গালী। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী, যিনি নিজে একজন বাঙ্গালী আর এক বাঙ্গালী মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেছেন।

'তোমার কর্মের চেয়ে তুমি যে মহান' একথা স্মরণে রেখে আমরা কবি নিখিল রায়কে সন্মান জানানোর চেষ্টা করেছি। সভাস্থলে বলেছি, আবারো বলছি, তাঁর মহাকাব্যের মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই, সেটি ভবিষ্যৎ করবে, আমরা নিমিত্ত মাত্র। মহাকাব্য হোক বা নাহোক, কবি নিখিল রায় চেষ্টা করেছেন, এটিই যথেষ্ট। অনুষ্ঠানে আবেগ আপ্লুত হয়ে কবি নিখিল রায় বলেছেন, 'আজকের এ অনুষ্ঠান আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা'। আমরাও বলতে চাই, সেদিন উপস্থিত থেকে আপনাকে সন্মান জানাতে পেরে আমরা ধন্য, গর্বিত। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আপনার কলম চলুক অবিরাম, অবিরত।-শিতাংশু গুহ প্রেরিত

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HOME CARE

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled Nursing

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाए

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

উবার এবং লিফট এর চালকদের মজুরী চুরি- ৩২৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণ দেবে দুই কোম্পানী

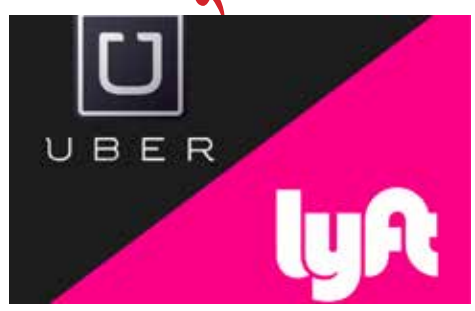

পরিচয় ডেস্ক: উবার এবং লিফট এর চালকদের মজুরী চুর করায় উক্ত দুই কোম্পানী ৩২৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণ দিতে সম্মত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টেট এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এর দায়ের করা মামলার ফলে উবার (২৯০ মিলিয়ন ডলার) এবং লিফট কর্তৃপক্ষ (৩৮ মিলিয়ন ডলার) চালকদের কাছে ফিরিয়ে দেবে যারা উক্ত দুই কোম্পানী প্রতারিত হয়েছেন তাদেরকে।
নিষ্পত্তির অংশ হিসাবে, চালকরা বাধ্যতামূলক বেতনের অসুস্থ ছুটি, ন্যূনতম বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাগুলিও পাবেন
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এর অফিসের বহু-বছরের তদন্তের সমাধান হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে কোম্পানিগুলির নীতিসমূহ ড্রাইভারদের কাছ থেকে কষ্টার্জিত বেতন আটকে দেওয়া এবং নিউইয়র্কের শ্রম আইনের অধীনে উপলব্ধ মূল্যবান সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে বাধা দেয়। ঘোষিত বন্দোবস্তগুলি চালকদের বেতনের কেটে রাখা অংশ ফেরত দেবে এবং একটি ন্যূনতম ড্রাইভার ইনস্টিটিউট করবে *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

তীব্র আবাসন সংকটে অভিবাসী গ্রহণের নীতিতে পরিবর্তন আনছে কানাডা

আর মাত্র দু'বছর ক্রমবর্ধমান হারে অভিবাসী গ্রহণ করবে কানাডা। তারপরেই বন্ধ হয়ে যাবে বেশি বেশি অভিবাসী নেওয়ার প্রবণতা। দেশটিতে চলমান *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আশাভঙ্গ হওয়ায় কানাডাও ছাড়ছেন নতুন অভিবাসীরা - গবেষণা

মোটা আয়, উন্নত জীবন আর নিরাপদ ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে প্রতিনিয়ত কানাডায় পাড়ি জমাচ্ছেন বহু মানুষ। কিন্তু দেশটিতে পা রাখার পর বুঝতে পারছেন, স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক কতটা! *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

'স্ট্যান্ডার্ড টাইম'-এ প্রত্যাবর্তন, রোববার, ৫ নভেম্বর ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে যাবে এক ঘণ্টা

পরিচয় ডেস্ক: দিনের আলোকে কাজে লাগাতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্টেটে 'স্ট্যান্ডার্ড টাইম'-এ প্রত্যাবর্তন শুরু হচ্ছে ৫ নভেম্বররোববার থেকে।৪ ঠা নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাত দুইটায় *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহকারীর বাড়িতে এফবিআইর তল্লাশি

পরিচয় ডেস্ক: এফবিআই এজেন্টরা গত ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা তহবিল সংগ্রহকারী ২৫ বছর বয়সী ব্রায়ানা সুগসের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।
তার বাড়ী থেকে একাধিক বাক্স কাগজপত্রও জব্দ করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে বলে নিউ ইয়র্ক পোষ্ট জানিয়েছে। তবে এখনো কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি, মামলাও *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

স্বাস্থ্যঝুঁকি: বাংলাদেশে তৈরি ২ লাখ ইউনিট পোশাক ওয়ালমার্টকে ফেরত দিতে বলল কানাডা সরকার

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে বাংলাদেশে তৈরি দুই লাখ ইউনিট স্লিপার বা রাতে ঘুমানোর পোশাক বৈশ্বিক চেইনশপ ও খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

মন ভালো রাখতে চান? জেনে নিন ১০ উপায়

পরিচয় ডেস্ক: ডায়েট বা ব্যায়াম স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য জরুরি। এর থেকেও জরুরি সুখী থাকা। তবে কোনো কারণে যদি মন খারাপ থাকে বা নিজেকে সুখী না মনে হয় *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

স্মৃতিশক্তি বাড়বে যেসব খাবারে

পরিচয় ডেস্ক: ভুলে যাওয়ার সমস্যা কমবেশি অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাঁরা বাসার চাবি, অফিসের ফাইল, বাজারের ফর্দ কোথায় তুলে রেখেছেন তা পরমুহূর্তে মনে করতে পারেন না। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা বাড়তে *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে যা করতে হবে

অনলাইনে হ্যাকারদের আনাগোনা নতুন কিছু নয়। তাদের উদ্দেশ্য থাকে যে কারো অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতার সুযোগ নেয়া। পাসওয়ার্ড চুরি কিংবা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পিপল আপ' এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মুক্ত আলোচনা
ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে নিউ ইয়র্কে গড়ে তোলা রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস 'পিপল *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

হিলারি ক্লিনটনের ক্লাস বর্জন করলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

পরিচয় ডেস্ক: গত বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য, সাবেক সিনেটর এবং সাবেক ফার্স্ট *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

৭ নভেম্বর নিউ সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে এলমহার্ষ্ট এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ফাতিমা বারিয়াব

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার নিউ সিটি কাউন্সিলের সবকয়টি আসনে দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৫ এর অর্ন্তভুক্ত বাংলাদেশী অধ্যুষিত *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

যৌবন ধরে রাখতে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: প্রত্যেক মানুষই চায় তার যৌবন ধরে রাখতে! প্রাকৃতিক নিয়মেই যদিও আমাদের বয়স বাড়ে, কিন্তু সত্যটা এই যে কেউই আসলে তা মন থেকে মেনে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯